বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২

সাম্য-সমতায় উদ্ভাসিত আগামী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২

সাম্য-সমতায় উদ্ভাসিত আগামী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

সাম্য-সমতায় উদ্ভাসিত আগামী

উপদেশনা
ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ড. তাপস কুমার বিশ্বাস

সম্পাদনা পর্ষদ
সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী
সাবরীনা সুলতানা

আলোকচিত্র
রাকিব মাহমুদ
ফয়জুল তারিক
পিকেএসএফ সংগ্রহশালা

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রচ্ছদ: বিপ্লব চক্রবর্তী

ডিজাইন: বিজয় কুমার দাস

মুদ্রণ: তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

সূচিপত্র

০৪ বাণী: চেয়ারম্যান
০৬ মুখবন্ধ: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৮ পরিচালন
১২ ব্যবস্থাপনা
১৬ পিকেএসএফ-এর আর্থিক কার্যক্রম

মূলস্রোতভুক্ত কর্মসূচি
২৬ আবাসন
২৮ অগ্রসর
৩০ বুনিয়াদ
৩২ সমৃদ্ধি
৩৪ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন
৩৬ সমন্বিত কৃষি
৪০ জাগরণ
৪২ কুয়েত গুডউইল ফান্ড
৪৪ LIFT
৪৬ LRL
৪৮ কৈশোর
৫০ ঝুঁকি প্রশমন
৫২ সুফলন

অন্যান্য কর্মসূচি
৫৬ কর্মসূচি সহায়ক তহবিল
৫৭ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন
৫৮ বিশেষ তহবিল
৫৯ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন
৬০ এসডিজি ও পিকেএসএফ

প্রকল্প
৬৪ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি
৬৬ ECCCP-Flood
৬৮ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা
৭০ MDP
৭২ PPEPP
৭৪ PACE
৭৬ RAISE
৭৮ ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্প
৮০ RMTP
৮২ SEIP
৮৪ SEP

জ্ঞান ব্যবস্থাপনা
৮৮ যোগাযোগ ও প্রকাশনা
৯০ প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন
৯২ গবেষণা ও উন্নয়ন
৯৪ প্রশিক্ষণ

৯৮ **আয়োজন ও অনুষ্ঠান**
১০৬ **নিরীক্ষা প্রতিবেদন**
১১৮ **সহযোগী সংস্থার তালিকা**

বাণী

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান

> কেউ পিছিয়ে থাকবে, কেউ এগিয়ে যাবে - এমন পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ে কাজ করতে হবে

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম..."

দীর্ঘ কর্মমুখর জীবনে শোনা, জানা, দেখা বা পড়া আর কোনো বক্তব্য হয়তো আমাকে এতোটা প্রাণিত করেনি, যতোটা করেছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের উপর্যুক্ত বাক্যটি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ।

মুক্তি মানে সব মানুষের মুক্তি, সকল ধরনের বঞ্চনা থেকে মুক্তি। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও বৈষম্যহীন সমাজের কথা, সবার মানবাধিকার ভোগের কথা এবং সকলের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবনের কথা বলা আছে। এই বিষয়গুলোই হলো আমার উন্নয়ন দর্শনের অনুপ্রেরণা।

২০১০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সেই অনুপ্রেরণাকেই বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নিই। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ এই উন্নয়ন সংস্থাটি শুরু থেকে শুধু ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছিল। ২০০০ সালের পরে এর কাজে কিছুটা বৈচিত্র্য আসে, তবে তা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

দারিদ্র্য বহুমাত্রিক এবং শুধু ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য হ্রাস সম্ভব নয়, আর টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণতো নয়ই - এ বাস্তবতার উপলব্ধি থেকে ২০১০ সালে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজাতে শুরু করি, যাতে সাধারণ মানুষ সকল মানবাধিকার ভোগ করতে পারে এবং সকলের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থায়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও বাজার সংযোগ স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ, ক্ষুদ্রঋণের পরিবর্তে উপযুক্ত ঋণ ও অর্থায়নের সীমাবৃদ্ধি, 'সুবিধাভোগী' শব্দের পরিবর্তে 'অংশগ্রহণকারী' ব্যবহার, উদ্যোগ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বেগবান করা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশেষায়িত কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। তবে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন সাধিত হয় 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির মাধ্যমে।

'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' শীর্ষক এই কর্মসূচির লক্ষ্য সকলের জন্য বহুমাত্রিক সমন্বিত, সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে মানব মর্যাদায় জীবনযাপন নিশ্চিতকরণ। এ কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান এবং সম্পদে অভিগম্যতা সৃষ্টি করা হয়, যাতে তারা টেকসইভাবে নিজেদের ও সমাজের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক পুঁজি গঠন, উপযুক্ত অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ সহায়তাসহ জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গর্ভধারণ থেকে কবর পর্যন্ত জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনায় মৌলিক অভীষ্ট হলো প্রত্যেক নাগরিকের সার্বিক মুক্তি। কেউ পিছিয়ে থাকবে, কেউ এগিয়ে যাবে - এমন পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ে কাজ করতে হবে। পিছিয়েপড়া, পিছিয়েথাকা এবং পিছিয়েরাখা মানুষদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে জোর দিতে হবে। এলক্ষ্যে, শুরুতেই তাদের পশ্চাৎপদতার কারণ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করতে হবে। এরপর তাদের সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে মর্যাদাপূর্ণ

জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদে তাদের অভিগম্যতা সুনিশ্চিত হয়। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' - এ উন্নয়ন দর্শনকে ধারণ করে পিকেএসএফ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে দুই শতাধিক ইউনিয়নে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক কার্যক্রম সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করছে।

দেশের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায়ও পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলো বিদ্যমান ঝুঁকিগুলোর সাথে যোগ হয়ে দরিদ্র ও নাজুক মানুষের জীবন ও জীবিকা আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

পাশাপাশি, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন করতে হলে এসব জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে সৃষ্ট দরিদ্র মানুষের নাজুকতা কমিয়ে টেকসইভাবে দারিদ্র্য হ্রাস করতে পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন শাখার আওতায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেমন বন্যা মোকাবিলায় কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, বসতভিটা উঁচুকরণ, নিরাপদ খাবার পানির উৎসের জন্য লবণাক্ততা বিমুক্তকরণ প্ল্যান্ট (Desalination plant) স্থাপন, বন্যাসহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বন্যাসহিষ্ণু ফসল উৎপাদন ইত্যাদি। এভাবেই সকল কর্মসূচিকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের সাথে সংযুক্ত করে সহযোগী সংস্থাসমূহকে সাথে নিয়ে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে পিকেএসএফ।

উদ্ভাবনীমূলক ও বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজের পাশাপাশি মানুষের আপৎকালীন সংকটেও প্রয়োজনীয় মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে পিকেএসএফ। এ বছর বন্যায় বিপর্যস্ত সিলেট ও সুনামগঞ্জে জরুরি মানবিক সহায়তা হিসেবে পিকেএসএফ প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। বন্যার্তদের মাঝে জরুরি খাদ্য সামগ্রী, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন বিতরণের জন্য এ অর্থ ব্যয় করা হয়। এছাড়া, পিকেএসএফ থেকে বরাদ্দকৃত তহবিলের পাশাপাশি সহযোগী সংস্থাগুলোও তাদের নিজেদের তহবিল ব্যবহার করে বিভিন্ন মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

২০২২ সালে এসেও কোভিড-১৯ মহামারির প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেই হয়। ২০২০ সালে বাংলাদেশে শুরু হওয়া এ মহামারির ফলে দেশব্যাপী সৃষ্ট ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলমান রাখা হয়। এক্ষেত্রে, কুটির ও অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো) উদ্যোগ খাতের পুনরুদ্ধারে পিকেএসএফ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে পিকেএসএফ Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রকল্পের আওতায় দেশের urban ও peri-urban এলাকায় অবস্থিত ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ১.৭৫ লক্ষ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগ পুনরায় সচল করতে সহজ শর্তে অর্থায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি, টেকসই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিছিয়েপড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন ও উপযুক্ত অর্থায়ন করা হচ্ছে এবং নিম্ন-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ঘটিয়ে উপযুক্ত কর্মে নিয়োজিত হতে সহায়তা করা হচ্ছে।

এছাড়া, মহামারির বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে Livelihood Restoration Loan (LRL) শীর্ষক একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনা করছে পিকেএসএফ। বিশেষায়িত এ ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, অতিক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, প্রশিক্ষিত তরুণ, বেকার যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনসহ তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নমনীয় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

আরও একটি অর্থবছর সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে পিকেএসএফ-কে সহযোগিতা প্রদানকারী সকলকে আমার ধন্যবাদ। তবে, আমার গভীরতম কৃতজ্ঞতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতি, যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সকল বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলছে দেশ। আমাদের কর্মসূচিসমূহকে সফল করে তুলতে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে তাদের সার্বিক সমর্থনের জন্য। বিভিন্ন জনমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমাদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ। পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমকে বাস্তব রূপ দেয় তার সহযোগী সংস্থাসমূহ। সকল সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দকে তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত সকলকে।

(কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ)

মুখবন্ধ

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

> সরকারি পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা আর প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মানবকল্যাণের অটল প্রত্যয় ও উদ্ভাবনী কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিকেএসএফ আজ ছুঁয়েছে প্রায় পৌনে দুই কোটি পরিবারের জীবন

অব্যাহত সাফল্যের বছর, বহু বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বছর, নতুন স্বপ্ন দেখার বছর, পুরনো প্রত্যয়কে শাণিত করার বছর - এভাবেই আমি আখ্যায়িত করতে চাই বিগত অর্থবছরকে। করোনা মহামারির ছোবলে ক্ষতবিক্ষত গ্রামীণ অর্থনীতির দুর্দশাগ্রস্ত রূপ নিয়ে শুরু হয়েছিলো যে অর্থবছর, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের বহুমাত্রিক বৈশ্বিক প্রভাবে যা রীতিমতো দুঃস্বপ্নের বছরে রূপ নিতে শুরু করে, সে একই বছর শেষ হলো বাঙালি জাতির হার না মানা মানসিকতার মূর্ত প্রকাশ পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের মাধ্যমে।

"জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়" - আমাদের দেশের মানুষের এগিয়ে যাবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বোঝানোর জন্য এর চেয়ে ভালো পংক্তি মনে হয় আর হয় না। সেই ১৯৯০ সালে যখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠা করে, তখন দেশে দারিদ্র্যের হার ছিলো ৫৬ শতাংশেরও বেশি। কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের দায়িত্ব আর অত্যন্ত সীমিত সম্পদ নিয়ে যাত্রা শুরু করে পিকেএসএফ। সরকারি পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা আর প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মানবকল্যাণের অটল প্রত্যয় ও উদ্ভাবনী কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিকেএসএফ আজ ছুঁয়েছে প্রায় পৌনে দুই কোটি পরিবারের জীবন। তাদের সম্পদ, সক্ষমতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান আর মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রতিনিয়ত তাদের পাশে থেকে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে সরকারের শীর্ষ এ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। গত ৩২ বছরে দেশে দারিদ্র্যের হার কমে এখন ২০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ সাফল্যের গর্বিত অংশীদার পিকেএসএফ।

টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ উদ্যোগ উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে। কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে সরকার-ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রাপ্ত অর্থের সাথে পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ যোগ করে দেশজুড়ে বাস্তবায়ন করছে LRL শীর্ষক বিশেষায়িত কর্মসূচি। এর সাথে যোগ হয়েছে উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক (WB), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এবং ইফাদ (IFAD) অর্থায়িত PACE, RMTP, SEP, MDP, RAISE ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম। উদ্যোগ উন্নয়নে নিবেদিত এসব প্রকল্প বিভিন্ন ধরনের সেবা নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে উদ্যমী মানুষের কাছে। সঠিক সমন্বয় ও সময়োপযোগী পদক্ষেপে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণে দৃঢ়পণে এগিয়ে চলেছে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড।

অতিদারিদ্র্য নিরসনে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত কর্মসূচির সাথে যোগ হয়েছে যুক্তরাজ্য সরকারের এফসিডিও এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থায়িত PPEPP প্রকল্প। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে অতিদারিদ্র্যক্লিষ্ট লাখো মুখে হাসি ফোটাতে নিরলস কাজ করছে এ প্রকল্প।

উপকূলীয় অঞ্চলের প্রসঙ্গে সেখানকার মানুষের সুপেয় পানির জন্য হাহাকারের কথা না বললে অন্যায় হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হলো তীব্র লবণাক্ততা পীড়িত এসব মানুষ। ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত বলে জীবন ধারণের জন্য তাদের মূলত খোলা পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; ফলে পেটের পীড়াসহ বিভিন্ন রোগ-বালাই তাদের নিত্যসঙ্গী। তাদের এ পরিস্থিতি থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে, উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সুব্যবস্থা করতে বিভিন্ন স্থানে রিভার্স অসমোসিস প্রযুক্তির পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে পিকেএসএফ, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবে, ব্যাপক চাহিদার বিপরীতে সীমিত সক্ষমতা সত্ত্বেও এ কার্যক্রম পিকেএসএফ ভবিষ্যতে চলমান রাখবে।

বাংলাদেশে এ মূহুর্তে নীরব কৃষি বিপ্লব চলছে। একদিকে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে কমছে কৃষিজমির পরিমাণ। এমন পরিস্থিতিতে, মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিমানসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট। সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পিকেএসএফ এ ইউনিটের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দেশজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া উন্নয়নকে টেকসই ও অর্থবহ করা যাবে না - এ উপলব্ধি থেকে পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। আদতে, পিকেএসএফ-এর মোট সদস্যের নব্বই শতাংশেরও বেশি সদস্য নারী। তাদের আর্থিক, পেশাগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ন্যায্যতার সাথে ক্ষমতায়নে আমরা নিরলস কাজ করছি। তবে লিঙ্গ সমতাকরণের পূর্বশর্ত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় যেতে হবে দূর, আরো বহু দূর।

দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানে SEIP প্রকল্প, নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতে 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প', গবাদিপ্রাণী সুরক্ষায় LRMP প্রকল্প, দরিদ্র মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসনে IRMP প্রকল্প, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে মানুষের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ECCCP-Flood প্রকল্প, স্বল্প আয়ের মানুষের মানসম্মত আবাসন নিশ্চিতের জন্য LICHS প্রকল্পসহ দেশের মানুষের দারিদ্র্যমুক্তি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। এসব কার্যক্রম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর বিভিন্ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'কেউ রবে না পিছিয়ে'- এসডিজি'র এ মূলমন্ত্র পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়।

দেশের মানুষের কল্যাণে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এমন সাফল্য পেলেও পিকেএসএফ পর্যায়ে আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। দেশে আজও অসাম্য-অসমতা বিদ্যমান। এসব বাধা দূর করে দেশের মানুষের টেকসই উন্নয়ন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিতে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর। তাই, এবারের পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদনের উপজীব্য - 'সাম্য-সমতায় উদ্ভাসিত আগামী'।

(ড. নমিতা হালদার এনডিসি)

“দেশে আজও অসাম্য-অসমতা বিদ্যমান। এসব বাধা দূর করে দেশের মানুষের টেকসই উন্নয়ন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিতে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর। তাই, এবারের পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদনের উপজীব্য - 'সাম্য-সমতায় উদ্ভাসিত আগামী'

পরিচালন

সাধারণ পর্ষদ

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ পিকেএসএফ-এর নীতিমালা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে। কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পর্ষদ ব্যবস্থাপনাকে সার্বিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পিকেএসএফ-এর মূলমন্ত্রকে ধারণ করে সাধারণ পর্ষদ পিকেএসএফ-গৃহীত সকল উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড তদারকি ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

পর্ষদের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে পিকেএসএফ-এর বার্ষিক বাজেট এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুমোদন।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার দায়িত্বও পালন করে সাধারণ পর্ষদ।

সাধারণ পর্ষদের সভা বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা ডিসেম্বর মাসে এবং অপর সাধারণ সভাটি জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৫ জন। প্রজাতন্ত্রের সেবায় বর্তমানে নিযুক্ত নন, এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যানসহ সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। অন্য সদস্যরা সাধারণত সরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন বা আগ্রহ রাখেন, এমন ব্যক্তিবর্গ। বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্ষদের বাকি ১০ জন সদস্য সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হন।

পিকেএসএফ-এর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম হলো সাধারণ পর্ষদ

সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ
২০০৭ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী 'ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (আইপিসিসি)'-এর সদস্য

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ, সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অরিজিৎ চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে অবসরোত্তর ছুটিতে), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পারভীন মাহমুদ, এফসিএ
সাবেক চেয়ারপার্সন, ইউসেপ বাংলাদেশ; সাবেক প্রেসিডেন্ট, দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)

নাজনীন সুলতানা
সাবেক ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)

ড. মোঃ আবদুল মুঈদ
সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল
চেয়ারম্যান, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সাবেক সিনিয়র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকতারী মমতাজ
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এ.এন. শামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী
সাবেক সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রুহুল আমিন
সাবেক সরকারি কর্মকর্তা (গ্রেড-০১), সাবেক চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

ড. রমণীমোহন দেবনাথ
অর্থনীতি বিষয়ক কলামিস্ট

ড. নিয়াজ আহমেদ খান
উপ-উপাচার্য, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

ড. শরীফা বেগম
সাবেক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)

হেলাল আহমদ চৌধুরী

সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)
সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজড উইমেন
(পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা)

ড. মোঃ শহীদ উজ জামান

নির্বাহী পরিচালক ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
(পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা)

মোঃ আবদুল হান্নান

সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাবেক চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আবুল কালাম আজাদ

সাবেক সদস্য (সচিব), পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উম্মুল হাসনা

সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রেজাউল আহসান

সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাহমুদা বেগম

সাবেক অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুধাংশু শেখর বিশ্বাস

সাবেক অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সনৎ কুমার সাহা

সাবেক অতিরিক্ত সচিব, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (গ্রেড-১)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষিবিদ মোঃ আজহারুল ইসলাম

সাবেক সদস্য পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালন

পরিচালনা পর্ষদ

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব হলো ফাউন্ডেশনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা প্রদান ও কর্মপরিধি নির্ধারণ।

প্রকল্প বা কর্মসূচির অনুমোদন, অনুদান, ঋণ বা সহযোগী সংস্থাকে প্রদেয় অন্যান্য আর্থিক সহায়তাসহ এ পর্ষদ পিকেএসএফ-এর আর্থিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা সাত। পর্ষদের চেয়ারম্যান ও অন্য দুইজন সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। পরিচালনা পর্ষদের অন্য তিনজন সদস্য সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হন।

সরকারের পরামর্শ সাপেক্ষে পরিচালনা পর্ষদ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে নিয়োগ দেয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পদাধিকারবলে তিনি পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সদস্য।

পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান

ড. নমিতা হালদার এনডিসি, সদস্য

অরিজিৎ চৌধুরী, সদস্য

পারভীন মাহমুদ, এফসিএ, সদস্য

নাজনীন সুলতানা, সদস্য

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী, সদস্য

ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, সদস্য

ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ উন্নয়ন সংস্থা পিকেএসএফ এর সকল স্তরের সুদক্ষ জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে। তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেশাগত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কৌশলগত এবং নৈতিকভাবে প্রণোদিত বোধ করেন। তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেধাবী এবং বিচক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর জনবল শাখা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিয়মিত বিরতিতে দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের দক্ষতাকে আরও শানিত করে তোলা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকেএসএফ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। দু'জন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নীতি নির্ধারণে সহযোগিতা করেন। অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ও সম্ভাব্য নতুন বাস্তবতায় নীতি ও করণীয় নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক ও তাদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা এবং পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক বাস্তবতায় প্রয়োজনে তাদের কর্মকাণ্ড পুনর্বিন্যাস বা পরিমার্জন করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।

পিকেএসএফ-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড মূলত দু'জন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাঁচজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনবল শাখার প্রধান হিসেবে একজন সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক এবং নিরীক্ষা শাখার প্রধান হিসেবে একজন মহাব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, যারা সরাসরি ব্যবস্থাপনা পরিচালককে রিপোর্ট করেন। এছাড়া, ০৮টি প্যানেলের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি প্যানেল প্রায় ২৫টি সহযোগী সংস্থার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। এ প্যানেলসমূহ চারজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তদারকি ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

পিকেএসএফ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীসমূহের অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। সাধারণত স্বতন্ত্র প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। একজন প্রকল্প পরিচালক/সমন্বয়কারী প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের প্রধান হিসেবে কাজ করেন এবং তিনি প্রকল্পটির সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের তত্ত্বাবধানে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পিকেএসএফ-এর যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন।

কর্মকর্তা/কর্মচারী

৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এ সর্বমোট ৪৩৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৪৬ জন নিয়মিত কর্মকর্তা, ১০ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা, ১০২ জন প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা এবং ৮১ জন কর্মচারী (সাপোর্ট স্টাফ)।

পিকেএসএফ-এর কর্ম-বিন্যাস
(Organogram)

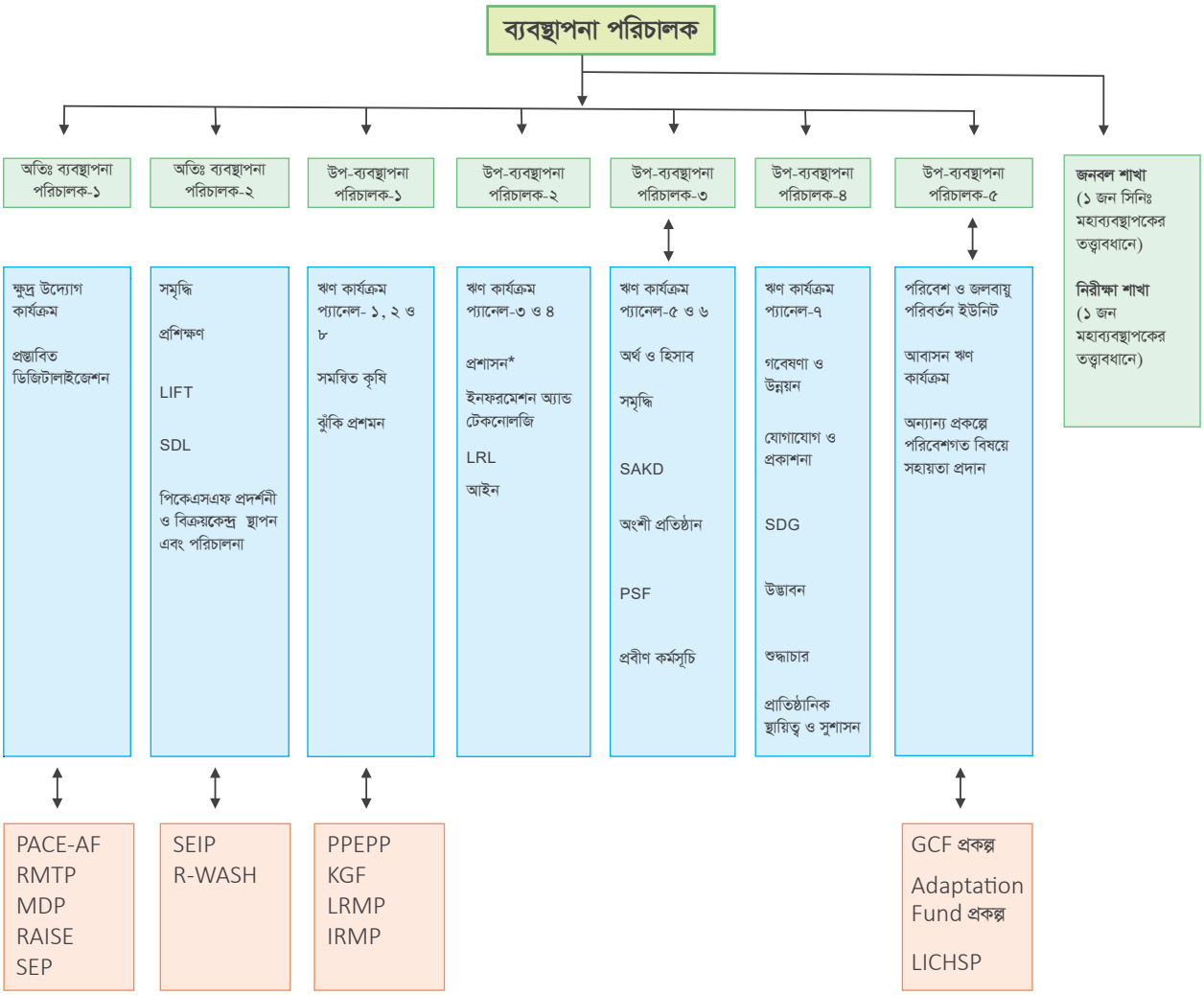

* সাধারণ প্রশাসন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রকিউরমেন্ট ও বিশেষ তহবিল প্রশাসন শাখার আওতাধীন

SEP=Sustainable Enterprise Project, RMTP=Rural Microenterprise Transformation Project, PPEPP=Pathways to Prosperity for Extremely Poor People, SEIP=Skills for Employment Investment Program, PACE-AF=Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises-Additional Financing, RAISE=Recovery and Advancement of Informal Sector Employment, KGF=Kuwait Goodwill Fund for Promotion of Food Security in Islamic Countries, LICHSP=Low Income Community Housing Support Project, MDP=Microenterprise Development Project, LRMP=Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services, GCF=Green Climate Fund, LRL=Livelihood Restoration Loan, PSF=Program Support Fund, SDL=Sanitation Development Loan, IRMP=The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction, R-WASH=Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project, LIFT=Learning and Innovation Fund to Test New Ideas, SAKD=Social Advocacy and Knowledge Dissemination, SDG=Sustainable Development Goal.

পিকেএসএফ পরিবার

পিকেএসএফ-এর
আর্থিক কার্যক্রম

সর্বমোট সদস্য
১.৭৫ কোটি

সংগঠিত গ্রুপের সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত পিকেএসএফ-এর সব কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি।

৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সব সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ১.৭৫ কোটি, যার ৯০.৮৬% নারী। একই সময়ে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১.৩৫ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.২৩ কোটি, যা মোট ঋণগ্রহীতার (৯১.১১%)।

দুই শতাধিক
সহযোগী সংস্থা

৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ২০০-এরও বেশি। এই সহযোগী সংস্থাগুলো পিকেএসএফ-এর সব কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

২০২১-২২ অর্থবছরে
২১.৩৬ লক্ষ
নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত

নারীর অংশগ্রহণ

মোট ঋণগ্রহীতার
৯১.১১% নারী

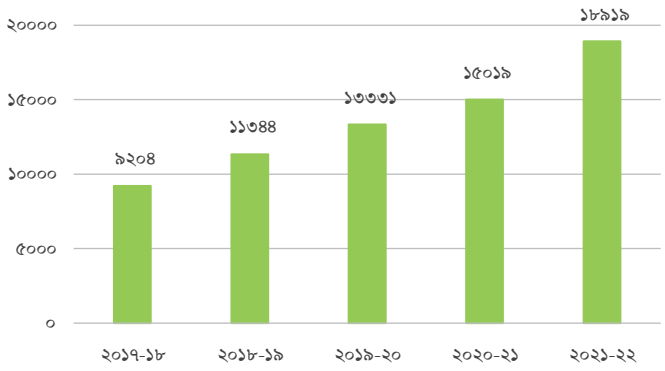

৫ বছরের সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি
(কোটি টাকায়)

সদস্যদের মোট সঞ্চয়

১৮,৯১৮.৭৯ কোটি টাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে সঞ্চয়

৩,৮৯৯.৪৪ কোটি টাকা

পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি

পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবা ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ছিল ৪,৮৩২.৪২ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক এ পরিষেবার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৬৫৭.৬৮ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১৭.০৮% বেশি ।

সহযোগী সংস্থাগুলোর নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি

৮,৬৭৪.১১ কোটি টাকা

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সহযোগী সংস্থাগুলোর নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮,৬৭৪.১১ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা

২০২১-২২ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ

৭৮,৯৫৪.৪৫ কোটি টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্যদের মাঝে ৫৭,০১১.৫৭ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়।

ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি

২০২১-২২ অর্থবছরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৮,৯৫৪.৪৫ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৩৮.৪৯% বেশি।

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সদস্যদের নিকট সহযোগী সংস্থাগুলোর ঋণস্থিতি ৫২,৫৮৪.২০ কোটি টাকা।

পিকেএসএফ-এর যাত্রালগ্ন থেকে ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়)

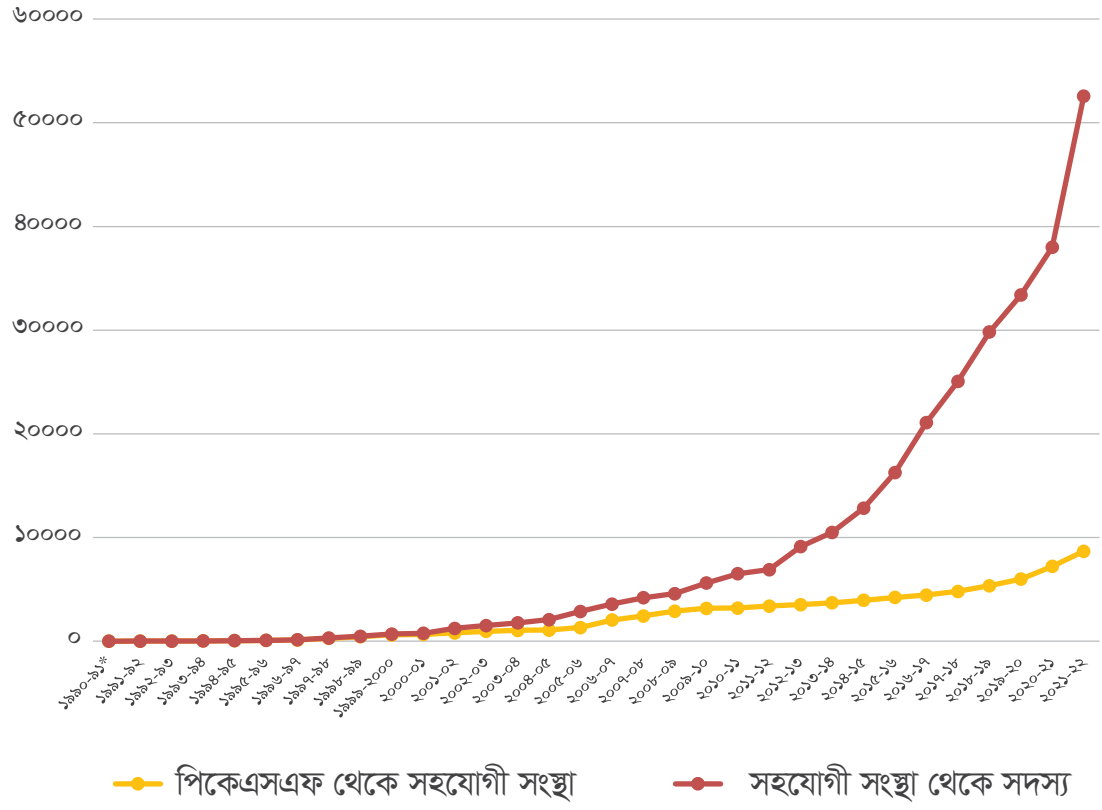

কর্মসূচি অনুযায়ী গড় ঋণের আকার (টাকায়)

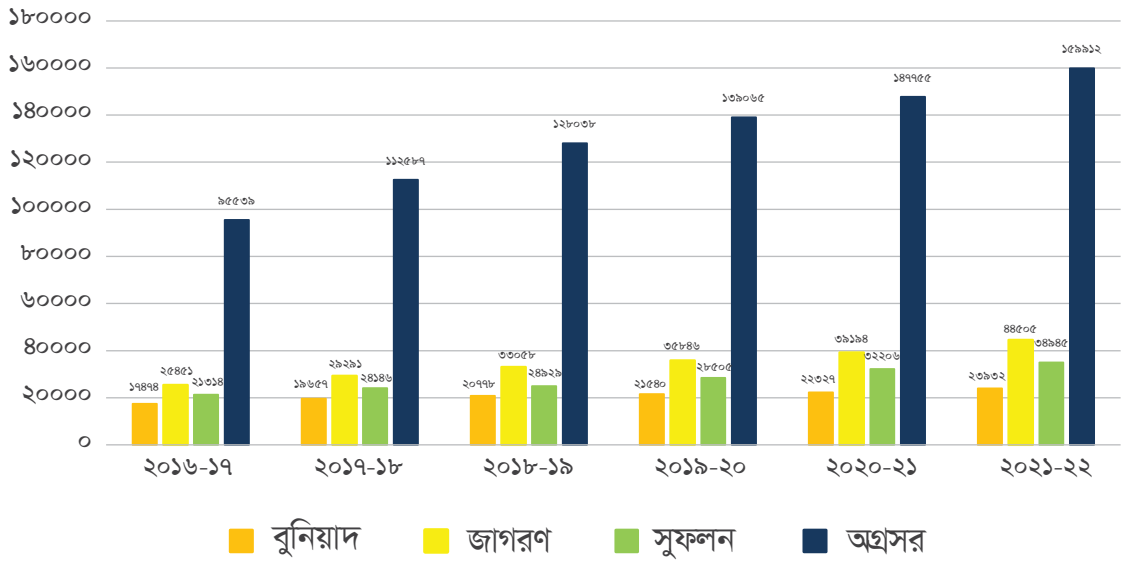

সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ঋণস্থিতির হার (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

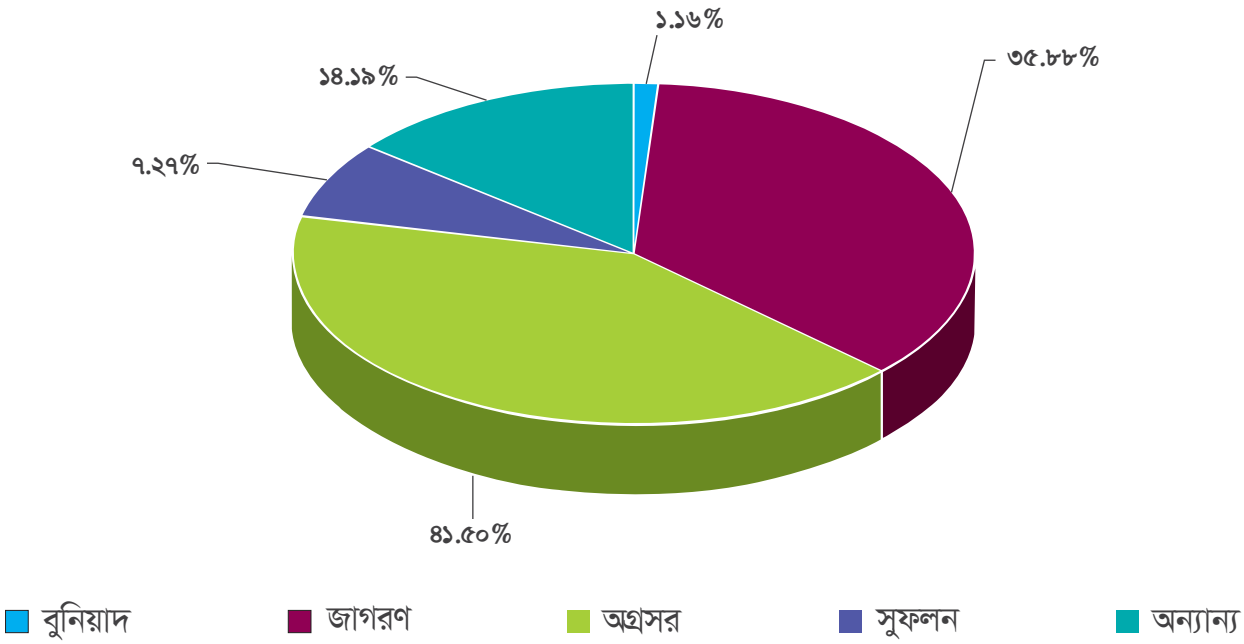

খাতওয়ারি উদ্যোগ উন্নয়ন ঋণস্থিতির হার (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

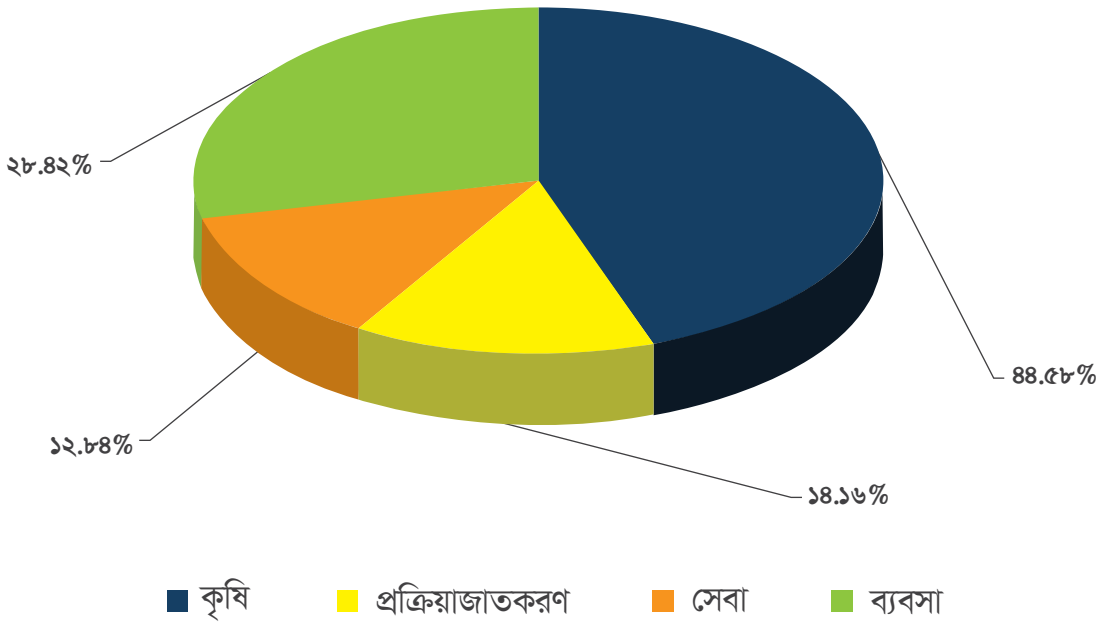

সময়ের পরিক্রমায় পিকেএসএফ...

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
১৯৯১	জাগরণ - গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	দরিদ্রদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৬	পভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট-১	বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সম্প্রসারণ	বিশ্বব্যাংক
১৯৯৭	পার্টিসিপেটরি লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (PLDP)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৮	ট্রেনিং এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ইনকাম জেনারেটিং প্রজেক্ট (যমুনা মাল্টিপারপাস ব্রিজ অথরিটি-JMBA)	ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৯	ইন্টিগ্রেটেড ফুড এসিসটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (IFADEP)	অতিদরিদ্রদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
১৯৯৯	সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন প্রজেক্ট (SBCP)	বন ব্যবহারকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চিতকরণে অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৯	জাগরণ - নগর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	নগরের দরিদ্রদের অর্থায়ন	পিকেএসএফ
২০০০	সোশিও-ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশন লোন প্রোগ্রাম (SRLP)	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন	এডিবি
২০০১	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ	অগ্রগামী ঋণগ্রহীতাদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
২০০১	পোভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট-২	দরিদ্রদের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ, নগর ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০২	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা পুওরেস্ট (FSP)	অতিদরিদ্রদের অর্থায়ন	বিশ্বব্যাংক
২০০৩	মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট (MFTS) প্রজেক্ট	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	ইফাদ
২০০৪	লাইভলিহুড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (LRP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৪	পার্টিসিপেটরি লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (PLDP-II)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	এডিবি
২০০৪	বুনিয়াদ - অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	অতিদরিদ্রদের ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৫	মাইক্রোফিন্যান্স ফর মার্জিনাল এন্ড স্মল ফারমার্স প্রজেক্ট (MFMSFP)	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান	ইফাদ
২০০৫	মঙ্গা মিটিগেশন ইনিশিয়েটিভ পাইলট প্রোগ্রাম (MMIPP)	মৌসুমি ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	বিশ্বব্যাংক
২০০৬	সুফলন - মৌসুমি ঋণ	জীবিকায়নের সুযোগসমূহ শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০০৬	লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (LIFT)	দরিদ্রবান্ধব উদ্ভাবনীমূলক ধারণাসমূহে অর্থায়ন	ডিএফআইডি
২০০৬	প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (PRIME)	মৌসুমি ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	ডিএফআইডি
২০০৭	ইমার্জেন্সি ২০০৭ ফ্লাড রিস্টোরেশন এন্ড রিকভারি এসিসটেন্স প্রোগ্রাম (EFRRAP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অব দ্যা আল্ট্রাপুওর প্রজেক্ট (FSOEUP)	অতিদরিদ্রদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে সহায়তা	পিকেএসএফ
২০০৭	মাইক্রোফিন্যান্স সাপোর্ট ইন্টারভেনশন ফর এফএসভিজিডি এন্ড ইউপি বেনিফিশিয়ারিজ প্রজেক্ট	অতিদরিদ্রদের ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব নন-মটোরাইজড ট্রান্সপোর্ট পুলার্স এন্ড পুওর ওনার্স (RNPPO) প্রজেক্ট	অযান্ত্রিক পরিবহন চালকদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব সিডর এ্যাফেক্টেড কোস্টাল ফিশারি, স্মল বিজনেস এন্ড লাইভস্টক এন্টারপ্রাইজ (RESCUE)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৭	রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (REDP)	বিদ্যুৎ সেবাপ্রাপ্তিতে সহায়তা	ডিএফআইডি
২০০৭	স্পেশাল এ্যাসিসটেন্স ফর হাউজিং অব সিডর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স (SAHOS)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার

সময়ের পরিক্রমায় পিকেএসএফ...

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০০৮	ফিন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (FEDEC) প্রজেক্ট	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন	ইফাদ
২০০৮	কৃষি খাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	দেশের খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া	পিকেএসএফ
২০১০	ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP)	দরিদ্রদের বীমা সহায়তা প্রদান	এডিবি
২০১০	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)	মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পরিবারভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১০	বিশেষ তহবিল	দরিদ্রদের জরুরি সহায়তা দেওয়া	পিকেএসএফ
২০১০	হেল্‌থ ইন্সুরেন্স ফর দ্যা পুওর অব বাংলাদেশ (HIPB)	বিমা প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা দেওয়া	Rockefeller Foundation
২০১১	কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা দেওয়া	বিসিসিআরএফ
২০১১	কুয়েত গুডউইল ফান্ড ফর দ্যা প্রমোশন অব ফুড সিকিউরিটি ইন ইসলামিক কান্ট্রিজ (KGFPFSIC)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বর্ধিত ঋণ সহায়তা দেওয়া	কেএফএইডি
২০১১	কর্মসূচি সহায়ক তহবিল	দরিদ্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দেওয়া	পিকেএসএফ
২০১২	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড	বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব মোকাবিলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা দেওয়া	বাংলাদেশ সরকার
২০১৩	ইউপিপি-উজ্জীবিত	সম্বলহীন ও নারীপ্রধান খানাসমূহের অতিদারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসই উত্তরণ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১৩	প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কৃষি ইউনিট	দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য চাষ উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ	পিকেএসএফ
২০১৩	সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবমর্যাদা নিশ্চিত এবং সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট তথ্য উন্নয়ন ধারণা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিস্তরণ	পিকেএসএফ
২০১৩	রেজাল্ট-বেজড মনিটরিং (RBM)	বিভিন্ন উদ্যোগের ফলাফল, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ	পিকেএসএফ
২০১৪	প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)	দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ	ইফাদ ও পিকেএসএফ
২০১৫	স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়েপড়া পরিবারের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক ও স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	এডিবি, বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি
২০১৬	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	দুর্দশাগ্রস্ত প্রবীণদের সহায়তা দেওয়া	পিকেএসএফ
২০১৬	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের সুকুমার বৃত্তির সমন্বয়ে দেশীয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠন	পিকেএসএফ
২০১৬	নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	বাংলাদেশে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন	বিশ্বব্যাংক

সময়ের পরিক্রমায় পিকেএসএফ...

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০১৭	ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম	স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্রদের উপযুক্ত ঋণ সহায়তা দেওয়া	বিশ্বব্যাংক
২০১৭	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণ	ইউএনএফসিসিসি
২০১৮	সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)	লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশগতভাবে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা দেওয়া	বিশ্বব্যাংক
২০১৯	মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)	অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা দেওয়া	এডিবি
২০১৯	পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP)	অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, তাদের মূলস্রোত অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে যুক্ত করা: অভিযোজন সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করতে সহযোগিতা দেওয়া	ডিএফআইডি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
২০১৯	The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP)	দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র মানুষের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসনে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা উদ্ভাবন, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন	জাইকা
২০২০	রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (RMTP)	বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উচ্চ মূল্যমানের কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা; পুষ্টি ও খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তম কৃষি চর্চা প্রয়োগের পাশাপাশি কৃষি পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বিপণনে সার্টিফিকেশন ও শনাক্তকরণের পদক্ষেপ; ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবা এবং তথ্য-প্রযুক্তিসহ উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তির প্রচলন	ইফাদ
২০২০	Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services (LRMP)	গবাদিপ্রাণী খাতে সম্প্রসারিত পরিষেবা দেওয়ার মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির অসুস্থতা ও মৃত্যুঝুঁকি কমানো	এসডিসি
২০২০	Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)	দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র মানুষের জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও চর্চা করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা বাড়ানো	জিসিএফ ও পিকেএসএফ
২০২১	মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) প্রকল্প	এসডিজি-র ৬.১ ও ৬.২ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও ওয়াশ সেবার মানোন্নয়নের জন্য 'নিরাপদে পরিচালিত' পরিষেবাদি নিশ্চিতকরণ	বিশ্বব্যাংক, এআইআইবি ও পিকেএসএফ
২০২১	Livelihood Restoration Loan (LRL)	কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবিলায় গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০২১	Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)	কোভিড-১৯-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশ (এপ্রেন্টিস) প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে কর্মে সম্পৃক্তকরণ	বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ

লবণাক্ততা-পীড়িত দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছে পিকেএসএফ

মূলস্রোতভুক্ত কর্মসূচি

জুন ২০২২ পর্যন্ত মানসম্পন্ন আবাসন নিশ্চিত হয়েছে ৬,২০৮ পরিবারের

আবাসন ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) ধারায় জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মৌলিক উপকরণ হিসেবে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার পাশাপাশি আবাসনকে নিশ্চিতের বিষয়টিকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১-তে দরিদ্র মানুষের জন্য টেকসই জনবসতি বা আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা-১৯৯৩ (১৯৯৩/২০০৪) সকল নাগরিকের আবাসন-সংক্রান্ত অধিকারকে স্বীকৃতি বা গুরুত্ব দিয়েছে। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের সকল শহর ও গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত আবাসনের ব্যাপক অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের মোট গৃহের প্রায় ৮৯ ভাগের উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

১৭ সহযোগী সংস্থা | **৪৮** উপজেলা | **২৫** জেলা

নিম্ন-মধ্যম আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নির্মাণ কার্যক্রম বাড়ানোর মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলআইসিএইচএসপি) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে ঋণগ্রহীতা এবং তাদের পরিবারের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, যা প্রকল্পের অর্থায়নকারী উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংকের কাছে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

এলআইসিএইচএসপি-এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পিকেএসএফ ২০১৯ সাল থেকে নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে 'আবাসন ঋণ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। এর লক্ষ্য প্রত্যন্ত স্থানে বসবাসকারী অনগ্রসর মানুষের নতুন বাড়ি নির্মাণ, মেরামত এবং সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার সার্বিক মানোন্নয়ন।

১৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ২৫টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় ১২০টি শাখার আওতাধীন কর্ম এলাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ১৪৩ কোটি টাকা আবাসন ঋণ গ্রহণ করে ৬,২০৮টি পরিবার নতুন বাড়ি নির্মাণ, সংস্কার এবং সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করেছে। এর মাধ্যমে এসব পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে এবং তাদের মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে।

কর্ম এলাকা

ক্রম	সহযোগী সংস্থা	জেলা	উপজেলা
১	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	ভোলা	ভোলা সদর
২	টিএমএসএস	বগুড়া, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ	বগুড়া সদর, কুমিল্লা সদর, নারায়ণগঞ্জ সদর, বন্দর, সিদ্ধিরগঞ্জ, বুড়িচং, নারায়ণগঞ্জ সদর দক্ষিণ
৩	ঘাসফুল	চট্টগ্রাম, ফেনী ও নওগাঁ	পটিয়া সদর, আনোয়ারা, হাটহাজারী, ফেনী সদর এবং নওগাঁ
৪	ওয়েভ ফাউন্ডেশন	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুড়হুদা
৫	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা)	চট্টগ্রাম	সীতাকুণ্ড সদর, মিরসরাই
৬	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)	দিনাজপুর	পার্বতীপুর
৭	আদ্-দীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	যশোর, মাগুরা	শার্শা, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, ঝিকরগাছা মনিরামপুর, মাগুরা সদর
৮	রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	যশোর	ঝিকরগাছা
৯	জাকস ফাউন্ডেশন	জয়পুরহাট, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা	জয়পুরহাট সদর, ধামুড়হুদা, বদলগাছী, পাঁচবিবি
১০	পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর
১১	হীড বাংলাদেশ	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, কমলগঞ্জ, রাজনগর
১২	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নোয়াখালী	সুবর্ণচর
১৩	শতফুল বাংলাদেশ	রাজশাহী	বাঘমারা ও মোহনপুর
১৪	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর
১৫	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া, কামারখন্দ, শাহজাদপুর
১৬	ইএসডিও	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
১৭	পিদিম ফাউন্ডেশন	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, শিবপুর, পলাশ, রায়পুরা
		গাজীপুর	গাজীপুর সদর

উদ্যোগ উন্নয়নে সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দুই যুগ ধরে কাজ করছে এ কর্মসূচি

অগ্রসর

দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রক্রিয়া টেকসই করতে হলে উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিকল্প নেই - এ অনুধাবন থেকে পিকেএসএফ ২০০১ সালে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। নাম দেওয়া হয় 'অগ্রসর'। যেকোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ১৫ লক্ষ টাকা (জমি ও স্থাপনা বাদে) বিনিয়োগ থাকলে, তা 'অগ্রসর'-এর আওতায় সহায়তা দেওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। একজন উদ্যোক্তা অগ্রসর কর্মসূচির আওতায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারেন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে:

১৯১১.৮৩
কোটি টাকা ঋণ তহবিল সরবরাহ

৩৪২৬.৮২
কোটি টাকা ঋণ তহবিল স্থিতি

একনজরে কর্মসূচি

মোট ঋণগ্রহীতা
২২.১৩ লক্ষ

সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে বিতরণের পরিমাণ
৩১,২৬২.৭৬ কোটি টাকা

ঋণস্থিতির পরিমাণ
২১,৮২০.৭৯ কোটি টাকা

গড় ঋণের পরিমাণ
১,৫৯,৯১২.০০ টাকা

অগ্রসরের আওতায় বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ
(পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা পর্যায়)

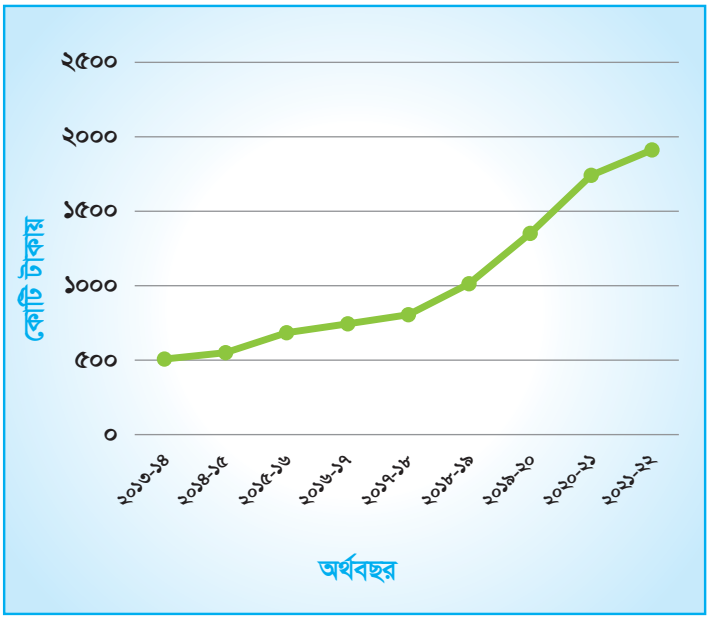

সনাতন আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়া অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গৃহীত হয়

বুনিয়াদ

স্ব-বর্জন, সামাজিক বর্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বর্জনের কারণে অতিদরিদ্ররা গতানুগতিক আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়তেন। এর মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে ছিল তাদের দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। অনেক ক্ষেত্রে, উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও এর জন্য দায়ী। এমন বাস্তবতায়, সনাতন আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়াদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পিকেএসএফ 'বুনিয়াদ' শীর্ষক এ কার্যক্রম চালু করে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে:

৩১০.১৫
কোটি টাকা ঋণ তহবিল সরবরাহ

৩৯২.৫৫
কোটি টাকা ঋণ তহবিল স্থিতি

একনজরে কর্মসূচি

৪.৭১ লক্ষ
মোট ঋণগ্রহীতা

সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ
১,০২০.৮৩ কোটি টাকা

ঋণস্থিতির পরিমাণ
৬১২.০১ কোটি টাকা

গড় ঋণের পরিমাণ
২৩,৯৩২.০০ টাকা

২০০৪ সাল থেকে দেশব্যাপী বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচির লক্ষ্য হলো, আর্থিক ও অ-আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার মাধ্যমে অতিদরিদ্রের জন্য টেকসইভাবে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রাপ্য মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

'বুনিয়াদ' কর্মসূচির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো স্বল্প সার্ভিস চার্জ এবং ঋণ পরিশোধের ধরনে নমনীয়তা। সঞ্চয় জমা, উত্তোলন, ঋণ পরিশোধ, সমিতির সভায় উপস্থিতি, নতুন ঋণের জন্য ন্যূনতম সঞ্চয় জমা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও নমনীয়তা রয়েছে। এছাড়া, পিকেএসএফ 'বুনিয়াদ'-এর আওতায় অতিদরিদ্রদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ এবং ভূমি ইজারা ঋণ প্রদান করে।

বুনিয়াদের আওতায় বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ
(পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা পর্যায়)

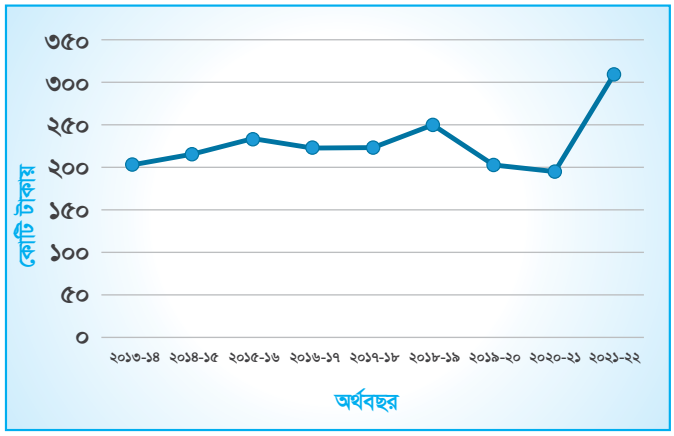

আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবার মাধ্যমে সর্বজনীন মানবাধিকার ও মানব মর্যাদা নিশ্চিত করাই সমৃদ্ধি'র লক্ষ্য

সমৃদ্ধি

'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' হলো পিকেএসএফ-এর মানবকেন্দ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মূলমন্ত্র হলো দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে চিহ্নিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে করে তারা সর্বজনীন মানবাধিকারসমূহ উপভোগপূর্বক একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সক্ষম হয়।

১৯৮	১৩.৩৬	৬০.৩০
ইউনিয়ন	লক্ষ পরিবার	লক্ষ সদস্য

২০২১-২০২২ অর্থবছরে

৮৫৮.২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

১.৬০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পাঠদানে সহায়তা

১১,১৩,৪৪১ জনকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদান

বৃহৎ কার্যক্রম

- স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি
- শিক্ষা সহায়তা
- উন্নয়নে যুব সমাজ
- বিশেষ সঞ্চয়
- আর্থিক সহায়তা
- সমৃদ্ধ বাড়ি

বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ-এর ১১১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩.৩৬ লক্ষ পরিবারের প্রায় ৬০.৩০ লক্ষ সদস্যকে ২০টির অধিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবা-পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে ১. স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, ২. শিক্ষা সহায়তা, ৩. উন্নয়নে যুব সমাজ, ৪. বিশেষ সঞ্চয়, ৫. আর্থিক সহায়তা, ৬. সমৃদ্ধ বাড়ি, ৭. সৌরবিদ্যুৎ, ৮. বন্ধু চুলা, ৯. কেঁচো সার উৎপাদন, ১০. উদ্যমী সদস্য (ভিক্ষুক) পুনর্বাসন ইত্যাদি। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-তে বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ধারণা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

করোনা মহামারির পরেও সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম একই গতিতে অব্যাহত ছিল। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ১১,১৩,৪৪১ জনকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, এ সময় ৩৫৪টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পে ৪,৮৩৫ জনের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হয়।

দেশব্যাপী ১৯৮টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৬,১৬৭টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দের মানোন্নয়নে সরকারি মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ১.৬০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পাঠদানে সহায়তা করা হচ্ছে। বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় দেওয়া অর্থের সাহায্যে অতিদরিদ্র, নারীপ্রধান ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসংবলিত পরিবারের সদস্যবৃন্দ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। পিকেএসএফ থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২১৩ জন বিশেষ সঞ্চয়ীকে সফলভাবে মেয়াদপূর্ণ করায় ম্যাচিং অনুদান হিসেবে প্রায় ৩৪.৫৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ – এ তিন ধরনের ঋণ সেবা দেওয়া হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৮৫৮.২৮ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো' শীর্ষক একটি ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডিউল নির্মিত হয়েছে। এর মাধ্যমে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতাভুক্ত যুব সদস্যরা উদ্যোগ উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে। ইতঃপূর্বে 'আত্মোপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয়' শীর্ষক মডিউলের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষাধিক যুবকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যা যুবদের আত্মোপলব্ধির পাশাপাশি তাদের সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। 'স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো' মডিউলটির মাধ্যমে অনেক যুব নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে বিকশিত করার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাবে। এছাড়া, বিভিন্ন বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে তৃণমূলে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি মোট চারটি প্রকাশনা বের করে। এগুলো হলো - ক) *সমৃদ্ধি'র পথে পথে*, খ) *বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিতে '৭১* গ) *প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু*, এবং ঘ) 'সমৃদ্ধি' বিশেষ সাময়িকী। এছাড়া, এ কর্মসূচি বিষয়ক *Sustainable Development, Human Dignity and Choice* শীর্ষক একটি গবেষণা গ্রন্থ বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা *Springer Nature* কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ড. মার্টিন গ্রিলি। তার গবেষণা সহযোগী হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আসিফ সাহান এবং ড. শুভাশিস বড়ুয়া।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছে এ ইউনিট

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলা বর্তমান সময়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর ৬ষ্ঠ পর্যালোচনা প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় স্বাদু পানির প্রাপ্যতা ৪০.৮% থেকে ১৭.১% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মতো অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলের দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তি, বন্যা ও খরার আধিক্য, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর নিমজ্জিত হওয়া, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদির মতো ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

১০
পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণয়ন

৩
পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণয়ন চলমান

২
পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন

জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর মধ্যে ১৩তম অভীষ্ট হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।

পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমে পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ২০১৬ সালে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট গঠিত হয়। এ ইউনিটের দক্ষ জনবলের সক্রিয় প্রচেষ্টায় পিকেএসএফ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্যের সাথে সময়োপযোগী নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায়, পিকেএসএফ ৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে Adaptation Fund-এর বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (NIE) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ইউনিটের অধীনে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) এবং Adaptation Fund-এ জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে। এর মধ্যে, GCF কর্তৃক অনুমোদিত Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) এবং Strengthening the capacity of PKSF, Executing Entities (EEs) and Implementing Entities (IEs) for effective participation of GCF activities in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প দু'টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবেশ সুরক্ষায় পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট কর্তৃক ইতোমধ্যে আম, কলা, নিরাপদ সবজি, লবণ ও শুঁটকি উৎপাদন, ইমিটেশন জুয়েলারি, তাঁতশিল্প, পাদুকাশিল্প, হস্তচালিত তাঁতশিল্প ও গবাদিপ্রানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ১০টি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণীত হয়েছে। পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এ গাইডলাইনগুলো বিভিন্ন প্রকল্প ও পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের কার্যক্রমে অনুসরণ করার জন্য পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের পরামর্শ অনুসারে পোলট্রি খামার, ফুল চাষ এবং মাছ চাষে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে ইউনিটটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

সমন্বিত কৃষি

পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদবিষয়ক খামার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্যের ভ্যালু চেইন ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, ইউনিটটি এসব বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশে বর্তমানে অনেকটা নীরবে ঘটে যাওয়া কৃষি বিপ্লবে পিকেএসএফ-এর কার্যকর অবদান রয়েছে।

৩
খাতে কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন

১.০৭
লক্ষ সক্রিয় সদস্য

১০৪
ধরনের প্রযুক্তি সম্প্রসারিত

কৃষি খাতে কার্যক্রম

কৃষি খাতের আওতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ে উচ্চমূল্য ও বিশেষ পুষ্টিগুণসম্পন্ন এবং ফসলের জাত, যেমন সুগন্ধি ও জিংকসমৃদ্ধ ধান, গ্রীষ্মকালীন তরমুজ ও টমেটো, ক্যাপসিকাম, স্কোয়াস, রকমেলন, বিটরুট ইত্যাদি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বর্তমানে এ খাতের আওতায় সম্প্রসারিত বেশকিছু প্রযুক্তি, যেমন গ্রীষ্মকালীন তরমুজ, বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীন ধান ইত্যাদি মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রতিরূপায়িত হচ্ছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত কৃষি খাতের আওতায় আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রায় ৩২টি কৃষি প্রযুক্তি ও উচ্চমূল্যের ফসল জাতের ওপর প্রায় ৩০,২৩৪টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে নতুন ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ওপর ১,৩০৮টি মাঠ দিবস ও ৫টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ সম্পাদিত হয়। ধান খেতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের লক্ষ্যে ৬৮৭টি গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর মেশিন, নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য ১,১৭,৮৪৬টি ফেরোমন ফাঁদ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ধান খেতে ২৭,০৭৬টি পার্চিং স্টিক, নিরাপদ ফল উৎপাদনের জন্য ১,৭৯,৭৫২টি ফ্রুট ব্যাগ এবং বাড়িতে সবজি বাগান স্থাপনের লক্ষ্যে ৮,০৪৬ জন সদস্যের মাঝে সবজির বীজ বিতরণ করা হয়।

'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় বর্তমানে প্রায় ২,১০০ তামাকচাষি ৬২২ হেক্টর জমিতে তামাকের পরিবর্তে বিভিন্ন উচ্চমূল্যের বিকল্প খাদ্য ফসল উৎপাদন করছেন। একইসঙ্গে তাঁরা প্রত্যেকে আয়ের উৎসে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে বাড়িতে গরু মোটাতাজাকরণ, বাণিজ্যিকভাবে মুরগি, ছাগল ও পেকিন হাঁস পালন করছেন।

তামাকের তুলনায় খাদ্য ফসল চাষে তুলনামূলক বেশি আয়ের সুযোগ রয়েছে – এ বিষয়টি উপলব্ধি করে কার্যক্রমভুক্ত ৮৪৪ জন তামাকচাষি সম্পূর্ণরূপে তামাক চাষ ছেড়ে দিয়েছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়ের তথ্য মতে, ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত কার্যক্রমভুক্ত কর্ম এলাকায় প্রায় ১,৪০২ হেক্টর জমিতে তামাকের বদলে খাদ্য ফসল চাষ হয়েছে।

মৎস্য খাতে কার্যক্রম

মৎস্যবিষয়ক যেসব প্রযুক্তি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, সেগুলো হলো – কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পুকুর পাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ, দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্র চাষ, কার্প ফ্যাটেনিং/কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ, ফিশিং গিয়ার তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নার্সারি পুকুর/মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ ও নরম খোলসের কাঁকড়া চাষ, উচ্চমূল্যের চিতল-শোল-আইড়-কার্প মাছের মিশ্র চাষ, ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ, বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ, ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ, ভেটকি-তেলাপিয়া-কার্প মাছের মিশ্র চাষ, ফিশ ফিড তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কার্প-গলদা চিংড়ি মিশ্র চাষ, ভিয়েতনাম পাঙাশ ও কার্প মাছের মিশ্র চাষ, অর্নামেন্টাল ফিশ/বাহারি মাছের চাষ, ফার্মেন্টেড/সেমি-ফার্মেন্টেড ফিশ প্রোডাক্ট ও বিলুপ্তপ্রায় দেশি মাছ (মেনি, গুতুম, রাণী, মহাশোল, খলিশা ইত্যাদি) চাষ, পুকুর পাড়ে বছরব্যাপী মৌসুমভিত্তিক সবজি চাষ প্রদর্শনী।

জুন ২০২২ পর্যন্ত উন্মুক্ত জলাশয়ে ১৩,২৫৭ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত এবং খামারি পর্যায়ে মোট ১৬,৬৪৬টি ঝাঁকি জাল বিতরণ করা হয়

ইউনিটের আওতায় মৎস্য খাতে সদস্যদের কারিগরি সেবা, পণ্য বিপণনে বাজারসংযোগ সহায়তা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সক্ষমতা বাড়ানোসহ প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া অব্যাহত আছে। মৎস্য খাতের আওতায় খামারি পর্যায়ে জুন ২০২২ পর্যন্ত ২০,৯৪৭টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া, প্রকৃতিতে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে ১৩,২৫৭ কেজি মাছের পোনা ও মৎস্য খামারি পর্যায়ে মোট ১৬,৬৪৬টি ঝাঁকি জাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্ণিত খাতের আওতায় এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ৪৪৯টি ক্লাস্টার স্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে ১০৯টি কার্প-মলা-তেলাপিয়ার খামার, ৪৮টি কার্প-গলদা চিংড়ি মিশ্র চাষের খামার, ৬১টি দেশি শিং-মাগুর-পাবদা- গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্র চাষের খামার, ৫৬টি কার্প ফ্যাটেনিং খামার ও ৪৪টি মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি বিষয়ক।

প্রাণিসম্পদ খাতে কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় সম্প্রসারিত প্রযুক্তিগুলো হলো: নিরাপদ মাংসের জন্য বাউ-ব্রো কালার মুরগি পালন, নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ, মাসকোভি হাঁস পালন, দেশি মুরগি উৎপাদন, পেকিন হাঁস পালন, হিলি মুরগি পালন, হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারি, উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভি পালন, নিরাপদ ডিম ও মুরগির মাংস উৎপাদন, প্রাণিসম্পদের পণ্য বাজারজাতকরণ, সমন্বিত পদ্ধতিতে কবুতর পালন, রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে বেঙ্গল ভেড়া পালন, প্রজননের জন্য পাঁঠা পালন, প্রাণিখাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক ফডার উৎপাদন ইত্যাদি। এ খাতে দেওয়া কারিগরি সহায়তার মধ্যে রয়েছে প্রজনন সামগ্রী সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা, খামারের ডিজাইন এবং প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক ব্যবস্থাপনিক সহায়তা।

জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৮.৭ লক্ষ গবাদিপ্রাণী ও পোলট্রিকে টিকা এবং ৫.৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রোমন্থনকারী প্রাণিকে বিস্তৃত বর্ণালির কৃমিনাশক দেওয়া হয়

জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রাণিসম্পদের ৫৬,১৬৭টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে, কর্ম এলাকায় গড়ে উঠেছে ২৩৫টি ছাগল পালন ক্লাস্টার, যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টারে অন্তত ১৫টি ছাগলের খামার রয়েছে। এছাড়া গড়ে উঠেছে ১৩৫টি হাঁস পালন ক্লাস্টার, যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টারে ন্যূনতম ৭-৮টি হাঁসের খামার; ১৩৯টি দেশি মুরগির ক্লাস্টার, যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টারে ন্যূনতম ১৩-১৫টি দেশি মুরগির খামার; ৮৭টি নিরাপদ ডিম উৎপাদন ক্লাস্টার, যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টারে ন্যূনতম ১০টি লেয়ার মুরগির খামার এবং ১২৩টি নিরাপদ মাংস উৎপাদনে বাউ-ব্রো কালার মুরগির ক্লাস্টার, যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টারে ন্যূনতম ১০-১২টি ব্রয়লার মুরগির খামার রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ খাতের গণটিকা কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১৯ লক্ষ গবাদিপ্রাণী ও পোলট্রিকে ক্ষুরা, তড়কা, গলাফোলা, বাদলা, পিপিআর, রাণিক্ষেত ও ডাকপ্লেগ রোগের টিকা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, প্রায় ৫.৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রোমন্থনকারী প্রাণিকে বিস্তৃত বর্ণালির কৃমিনাশক দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি গাভির ম্যাসটাইটিস রোগ শনাক্তকরণের জন্য California Mastitis Test (CMT) কিট সরবরাহ করা হয়েছে।

অন্যান্য

জুন ২০২২ পর্যন্ত মৎস্য খাতের আওতায় ২১,৮০০ জন সদস্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ বিষয়ে এবং প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় ৫৮,৯৬৫ জন সদস্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় মোট ২,৬১৬টি কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের সভা পরিচালিত হয়েছে। পাশাপাশি, সদস্য পর্যায়ে কারিগরি সেবা দেওয়ার জন্য এ খাত থেকে ২৫০ জন Livestock and Poultry Service Providers (LPSPs) গড়ে তোলা হয়েছে।

পরিবারভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে এ কর্মসূচি

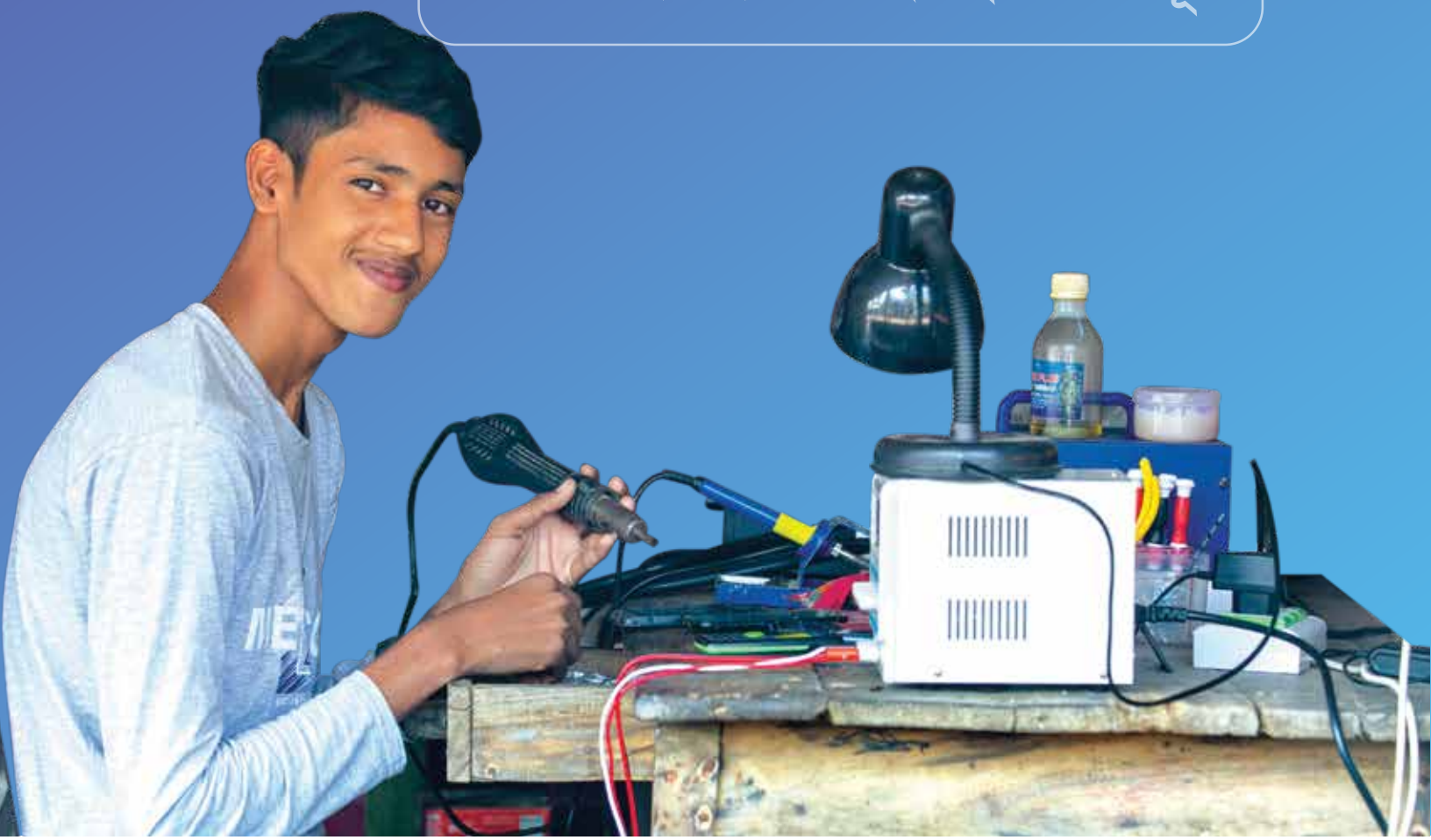

জাগরণ

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পরিবারভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য পিকেএসএফ-এর একটি ঋণ কার্যক্রম 'জাগরণ'। ১৯৯০ সালের অক্টোবর থেকে 'জাগরণ' (পূর্বে 'গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ' হিসেবে পরিচিত) কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এর কার্যক্রম শুরুতে গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৯৯ সালে পিকেএসএফ শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের এ আর্থিক পরিষেবার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসে। শহরাঞ্চলে 'জাগরণ' কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি এবং শ্রম বাজারে তাদের উচ্চতর অংশগ্রহণ, বস্তুগত সম্পদে আরও বেশি প্রবেশাধিকার, পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থবহ ভূমিকা রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে:

১২৭২.৫৫
কোটি টাকা ঋণ তহবিল সরবরাহ

২২৮৯.৫৪
কোটি টাকা ঋণ তহবিল স্থিতি

একনজরে কর্মসূচি

মোট ঋণগ্রহীতা
৮১.২৭ লক্ষ

সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে বিতরণের পরিমাণ
৩৬,৮৮৪.৮৯ কোটি টাকা

ঋণস্থিতির পরিমাণ
১৮,৮৬৭.৫০ কোটি টাকা

গড় ঋণের পরিমাণ
৪৪,৫০৫.০০ টাকা

জুন ২০২২ পর্যন্ত 'জাগরণ' কর্মসূচির অধীনে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১৬,৮৭৪.৩৫ কোটি টাকা এবং ২,৩৭,৭০৩.২৫ কোটি টাকা।

জাগরণ-এর আওতায় বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ

(পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা পর্যায়)

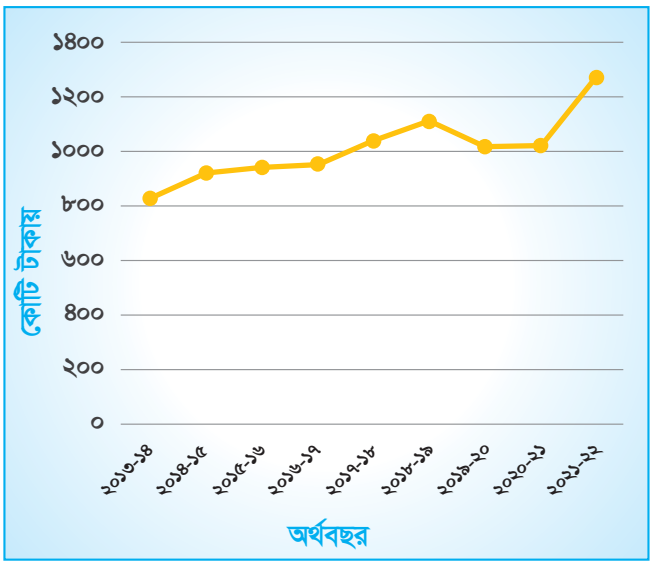

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা দেওয়া ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা নিশ্চিতকরণই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

কুয়েত গুডউইল ফান্ড কর্মসূচি

কুয়েত গুডউইল ফান্ড (KGF) কর্মসূচিটি কুয়েত ফান্ড ফর আরব ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (KFAED)-এর অনুদান সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম। ইসলামি দেশসমূহের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা প্রদান ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কুয়েতের মহামান্য আমির কর্তৃক 'কুয়েত গুডউইল ফান্ড' গঠন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত সদস্যদের ঋণ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। KGF কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ক) কারিগরি কার্যক্রমের সাথে টেকসই কৃষিবিষয়ক আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংযোগ স্থাপন, খ) ফসল রোপণ ও সংগ্রহকালের সাথে সম্পর্ক রেখে নমনীয় সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আর্থিক সহায়তা দেওয়া ও গ) টেকসই কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

১৬০
কোটি টাকারও বেশি ঋণ বরাদ্দ

৮.৪৬
লক্ষ ঋণগ্রহীতা

৭৬
শতাংশ সদস্য নারী

বর্তমানে ৩৮টি সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ২৮টি জেলার ৭৬টি উপজেলার ১৪২টি শাখায় KGF কর্মসূচির ঋণ কার্যক্রম এবং সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত ৩৮টি সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ২৬টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভুক্ত ২৯টি জেলার ৭৯টি উপজেলার ১৫৩টি শাখায় প্রযুক্তি বিস্তার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে KGF কর্মসূচির আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৫৬ কোটি টাকা এবং কারিগরি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪.৩০ কোটি টাকা, সর্বমোট ১৬০.৩০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

কর্মসূচির অগ্রগতি

ঋণ সহায়তা

KGF কর্মসূচির আওতায় জুন ২০১১ থেকে এ পর্যন্ত মোট ১১,৮২০টি দলের মাধ্যমে ৮,৪৫,৯০০ সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭৬% নারী। এসব সদস্যের সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ ৩৪.৩১ কোটি টাকা। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত এ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২,৬২৭.৮৮ কোটি টাকা। বর্তমানে ঋণস্থিতির পরিমাণ ২২৪.৪৬ কোটি টাকা এবং আদায় হার শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৫৩% ফসল উৎপাদন, প্রায় ৩৪% গরু মোটাতাজাকরণ ও অন্যান্য প্রাণী পালন এবং অবশিষ্টাংশ মৎস্য চাষ ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে বিতরণ করা হয়েছে।

বছরওয়ারি ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের চিত্র

নির্দেশক	২০১৪ পর্যন্ত	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	মোট/গড়
ক্রমপুঞ্জীভূত সদস্য খানার সংখ্যা	৭৮৯০০	৬৫২০০	৮৬৬০০	১১৪৫০০	১০৪৮০০	১৩৮৬০০	৬৮৭০০	৮০৮০০	১০৭৮০০	৮৪৫৯০০
নারী সদস্যের হার (%)	৬৮	৭১	৭৩	৭৬	৭৮	৮২	৮১	৮৪	৮৫	৭৬
ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	২২৪.৩৭	১৬৭.৭৮	২৮৮.২৫	২৯৪.৯৮	৩২৮.৯১	৩৩৭.৮৭	৩১০.৫১	৩৬৪.০৪	৩১১.১৭	২৬২৭.৮৮
ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়)	৫৩.৭৫	৩৯.৯	৩২.৯৬	২১.৮৪	৯.০৫	৮.৬৯	-৮.৬	১৩.৪৮	৫৩.৩৯	২২৪.৪৬
সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকায়)	৮.৮২	২.৫৯	১০.৩৩	৩.৭	৪.৫	১.০৫	২.১৫	-১.৬৩	২.৮	৩৪.৩১
ঋণ আদায় হার (%)	৯৯.৫৮	৯৯.৪০	৯৯.৬০	৯৯.৭০	৯৯.৭০	৯৯.৭০	৯৯.৭০	৯৯.৩০	৯৯.৬২	৯৯.৫৯
বিতরণকৃত ঋণের অনুপাত (ফসল: প্রাণিসম্পদ:মৎস্য)	৪৬:৪২:১২	৫০:৩৬:০৯	৫৬:৩১:০৯	৫৯:৩০:০৯	৫৬:৩১:০৯	৫৭:৩১:০৯	৫৯:৩০:০৯	৬২:২৮:০৯	৬২:২৯:০৯	৫৬:৩৪:১০

কারিগরি কার্যক্রম

প্রযুক্তি বিস্তার কার্যক্রম: জুন ২০২২ পর্যন্ত KGF কর্মসূচির অর্থায়নে সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত ৩৮টি সহযোগী সংস্থায় ফসল চাষবিষয়ক ১,৬৯০টি, মৎস্য চাষবিষয়ক ১,৫১৮টি এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ১,৯৯৭টি অর্থাৎ সর্বমোট ৫,২০৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা ইউনিটটির আওতায় বাস্তবায়িত মোট প্রদর্শনীর ৫২ শতাংশ।

উদ্ভাবনীমূলক কৃষি প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন: KGF কর্মসূচির আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় দ্বিস্তর অরচার্ড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে নিরাপদ গৌড়মতি আম ও মাল্টা উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং রাজশাহী জেলায় উন্নত পদ্ধতিতে পান চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষিজ ও অকৃষিজ খাতে উদ্ভাবনীমূলক আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত একটি বৈচিত্র্যময় কর্মসূচি

LIFT কর্মসূচি

দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের প্রয়াসে কৃষিজ ও অকৃষিজ খাতে উদ্ভাবনীমূলক আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে একটি বৈচিত্র্যময় কর্মসূচি হিসেবে যাত্রা শুরু করে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)। পিকেএসএফ-এর এ কর্মসূচি ২০০৬ সাল থেকে দরিদ্রবান্ধব বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন সহযোগী DFID (বর্তমানে FCDO) ২০০৭-২০১৬ মেয়াদে PROSPER প্রকল্পের আওতায় এ কর্মসূচিতে অর্থায়ন করে। LIFT কর্মসূচির আওতায় সফলভাবে বাস্তবায়িত সেবাসমূহ পিকেএসএফ-এর মূলধারার কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩০	৩৫	৪৭
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগ	শতাংশ পরিবারের আয় বৃদ্ধি

বর্তমানে LIFT কর্মসূচির আওতায় ২৯টি সহযোগী সংস্থা ও ১টি বহিঃপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশজুড়ে ৩৫টি উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে আছে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম, সুপেয় পানি সরবরাহ, অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড এবং পিছিয়েপড়া, পিছিয়েথাকা ও পিছিয়েরাখা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা। কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ৩০৪.৮৫ কোটি টাকা তহবিল (ঋণ ২৮১.৮৬ কোটি টাকা এবং অনুদান ২২.৯৯ কোটি টাকা) মঞ্জুর করা হয়।

উল্লেখযোগ্য LIFT উদ্যোগ

জমি লীজ বা বন্ধক ঋণ: চর ও দুর্গম এলাকায় বসবাসরত অতিদরিদ্র মানুষ কর্মসূচির আওতায় 'জমি লিজ বা বন্ধক ঋণ' গ্রহণ করে ফসল উৎপাদন করে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন। দেশের ২৩টি জেলায় বাস্তবায়নাধীন এ উদ্যোগের আওতায় ৯৮,৪৫৬ জন সদস্য এ পর্যন্ত ২৯৮ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।

'আরসিসি' গরু পালন সম্প্রসারণ: 'রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি)' বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত দেশীয় জাতের গরু। এ গরুর জাত সংরক্ষণ ও প্রসার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক অন্যতম সফল একটি উদ্যোগ। এ উদ্যোগের আওতায় দরিদ্র খানাগুলোতে চুক্তিভিত্তিতে গরু লালন-পালনের সুযোগ দেয়া হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন: LIFT কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ানো ও সামাজিক সচেতনতামূলক অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। শারীরিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও সহজ শর্তে আর্থিক পরিষেবা দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি, সরকারি পরিষেবায় অভিগম্যতা বাড়ানোসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিকল্পধারার শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় ৩টি ইশারা ভাষা স্কুল পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উপজেলায় সচেতনতামূলক সভা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনুদান দেওয়া এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব উপকরণ বিতরণ করা হয়।

তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের জন্য অর্থায়ন: তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলায় ২০১৯ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হিজড়াদের পুনর্বাসন করা হয়।

প্রবীণদের কল্যাণ: অসচ্ছল প্রবীণদের কর্মক্ষম রাখা ও তাঁদের নিজস্ব আয়ের পথ সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত একটি বিশেষ উদ্যোগের আওতায় প্রবীণদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল সম্প্রসারণ: খানা পর্যায়ে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে LIFT কর্মসূচির আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন প্রসারের উদ্যোগ চলমান রয়েছে। এর আওতায় জুন ২০২২ পর্যন্ত ২০টি সহযোগী সংস্থা দেশজুড়ে ১৪৮,১৮৫ সদস্যের মাঝে ৩৫৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

কমিউনিটি রেডিও: LIFT কর্মসূচির অর্থায়নে বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করার লক্ষ্যে দুর্যোগ সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকায়ন, সামাজিক সচেতনতা, লোকজ সংগীতের চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষণীয় ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

সুপেয় পানি সরবরাহ: লবণাক্ততা-প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানির সংকটজনিত সমস্যা সমাধানে কর্মসূচির আওতায় খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় মোট ২০টি রিভার্স অসমোসিস (RO) প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

RO প্লান্টের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬০ হাজার লিটার সুপেয় পানি উপকূলীয় এলাকার হাজারো মানুষের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে

দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন: পিছিয়েপড়া দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দিনাজপুরে বাস্তবায়নাধীন একটি বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের উপযুক্ত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ এবং ঋণ ও অনুদান সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

হাওরবাসীর জন্য বিশেষায়িত ঋণ: কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত হাওর এলাকায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়নে কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও)-ভিত্তিক বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচির মূল্যায়ন: বহিঃবিশেষজ্ঞ কর্তৃক LIFT উদ্যোগ-এর সদস্য খানা মূল্যায়ন অনুযায়ী, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে শুধু ঘরের কাজে নিয়োজিত সদস্যের সংখ্যা ৫৪% হতে কমে ১%-এ দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, কৃষিকাজে নিয়োজিত সদস্যের সংখ্যা ১৩% থেকে ৩৩%-এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, কর্মসূচিভুক্ত ৪৭% সদস্যের পারিবারিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে কাজ করছে এ বিশেষ কর্মসূচি

LRL কর্মসূচি

কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিশেষ একটি কর্মসূচি হলো Livelihood Restoration Loan (LRL)। এ কর্মসূচির আওতায় সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে সারাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষ ছাড়াও তুলনামূলকভাবে অধিক দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা কুড়িগ্রাম, বান্দরবান, সাতক্ষীরা, খুলনা ও সুনামগঞ্জ জেলার ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

৪.২৬
লক্ষ সদস্য

১,৪৬০
কোটি টাকা বিতরণ

০.৫০%
শতাংশ সর্বনিম্ন সার্ভিস চার্জ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহামারি মোকাবিলায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান দেয়। এর সাথে পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল থেকে ১০০ কোটি টাকা যোগ করে সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে LRL শীর্ষক এ নমনীয় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। এর আওতায় কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, প্রশিক্ষিত তরুণ, বেকার যুবক এবং বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনসহ তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে চলমান রয়েছে।

পরবর্তীকালে, ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক ঘোষিত আরেক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে আরও ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলির সাথে সংগতি রেখে চলমান LRL কার্যক্রমের শর্তগুলোকে আরও নমনীয় করে একটি পৃথক গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক প্রাপ্ত ৫০০ কোটি টাকায় Livelihood Restoration Loan (LRL) 2nd Phase শীর্ষক আরও নমনীয় একটি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

LRL-এর দ্বিতীয় ধাপে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে সার্ভিস চার্জ ৫% হতে কমিয়ে ০.৫০% ও সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে সার্ভিস চার্জ ১৮% থেকে কমিয়ে ৪% করা হয় এবং মাঠপর্যায়ে ঋণের মেয়াদকাল এক বছরের স্থলে দুই বছর নির্ধারণ করা হয়।

LRL-এর দ্বিতীয় ধাপের এই সহায়ক ঋণ গ্রামীণ এলাকার অতিদরিদ্র, দরিদ্র ও শ্রমজীবী – এ তিন ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে দেওয়া হচ্ছে। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন LRL এবং LRL-এর দ্বিতীয় ধাপের ঋণ কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০২২ পর্যন্ত সারাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত ৪,২৬,১৯৫ জন সদস্যের মাঝে সর্বমোট ১৪৬০.০৮ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়।

LRL কার্যক্রমের ওপর পিকেএসএফ কর্তৃক সম্প্রতি সম্পাদিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, মাঠপর্যায়ে কার্যক্রমটি কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র খানাসহ নিম্ন আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনে এবং মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে লক্ষ্যণীয়ভাবে সহায়ক হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় মাঠপর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৯১% আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হচ্ছে। LRL কার্যক্রমের কার্যকারিতা বিষয়ে সম্পাদিত এ সমীক্ষা অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগসহ বিভিন্ন মহলে সমাদৃত হয়েছে।

ঋণের মূল খাতসমূহ	আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে গৃহীত ঋণের ব্যবহার
কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা	৯১.৫%
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা	৮৭.২%
প্রশিক্ষিত তরুণ	৯১.৬%
বেকার যুবক	৯০.৯%
বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিক	৯৪.৭%
সার্বিক	৯১%

উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা এ কর্মসূচির লক্ষ্য

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০১৯ সাল থেকে দেশের ৫৫টি জেলার ২১৭টি উপজেলায় ৬৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে 'কৈশোর কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। 'তারুণ্যে বিনিয়োগ, টেকসই উন্নয়ন' হলো এই কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য। কৈশোর কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা। এর আওতায় জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ২,৩০৯টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবগুলোর সদস্য সংখ্যা ৭৪,৯৫২ জন। এছাড়া, প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়েছে ১,০৪৫টি স্কুল ফোরাম।

২১৭
উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন

১.৯৭
লক্ষ কিশোর-কিশোরী সংগঠিত

৩,৩৫৪
ক্লাব ও ফোরাম গঠন

ক্লাবসমূহে মোট ১,৫৬৬টি পাঠাগার, ক্লাব এলাকায় ৫৬২টি 'সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কর্নার' স্থাপন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ৮,০৩৯টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মূলত নিম্নোক্ত ৪টি পরিসরে এ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন: কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহে 'বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌতুক প্রতিরোধে করণীয়', মাদকের ভয়াবহতা ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা সভা এবং কর্মশালা আয়োজন করা হয়। নিয়মিত কার্যক্রমের বাইরেও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্লাবে কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এছাড়া, ক্লাব সদস্যরা বাড়ির আশপাশে চারাগাছ রোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ফলদ ও ঔষধি গাছ বিতরণ করে।

নেতৃত্ব ও জীবন দক্ষতা উন্নয়ন: নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধ চর্চাবিষয়ক কর্মশালা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শুদ্ধ উচ্চারণ, পাঠাগার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং খাদ্যের গুণাগুণ রক্ষার কৌশল বিষয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহে প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা: কিশোর-কিশোরী ক্লাবে স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, রক্তে সুগার মাত্রা, রক্তচাপ ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, শরীর চর্চা, স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণ, বিএমআই পরিমাপ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টি কর্নার স্থাপন, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শসহ এবং প্রাথমিক চিকিৎসাবিষয়ক আলোচনা সভা ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়া, নানাবিধ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া ও শিশুদের জন্য ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড: ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, গান, নৃত্য, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং ফুটবল, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু, বাস্কেটবল, টেবিল টেনিসসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ক্লাব সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া উপকরণও বিতরণ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ক্লাবের সদস্যরা ১৬২টি বাল্যবিবাহ, ৮৫টি যৌতুক এবং ৩০৬টি যৌন হয়রানি, নারী, শিশু এবং প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে।

এছাড়া, ৪,৬৭,৯৩৬ জন ক্লাব সদস্য ও অভিভাবকের অংশগ্রহণে বিভিন্ন বিষয়ে ১৯,১৫১টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় ৬১ হাজার কিশোরীর মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ এবং ২৬,১০৯ জন কিশোর-কিশোরীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়।

দিবস উদ্‌যাপন: ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ক্লাব সদস্যদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।

২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর দেশের ৫৮টি জেলায় কর্মসূচিভুক্ত ১৪৪টি ক্লাস্টারে কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহের সদস্যদের অংশগ্রহণে এবং অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের ঝুঁকি প্রশমিত করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিবেদিত এ কর্মসূচি

ঝুঁকি প্রশমন শাখা

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি লাঘবে এ শাখা কাজ করছে। গবাদিপ্রাণির অসুস্থতা ও মৃত্যুঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং উন্নত খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পিকেএসএফ আর্থিক সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সম্প্রসারণ সেবা দিচ্ছে। এছাড়া, কৃষি খাতে বিভিন্ন পর্যায়ে সময় ও ব্যয়সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, এ শাখা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা উদ্ভাবনে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কাজ করছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচির আওতায়:

৫ কোটি টাকা বিতরণ

৭৫০ জন সদস্য কৃষক/সদস্যকে প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম নিয়ামক কৃষি। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২-এর লক্ষ্য অনুযায়ী ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিতে কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ফলে আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি বেড়ে যাচ্ছে। ফলে ফসল উৎপাদনে ঝুঁকিও বেড়ে যাচ্ছে। এসব কারণ ছাড়াও কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতার কারণে কৃষি খাতে যান্ত্রিকীকরণ অনস্বীকার্য হয়ে পড়েছে। কৃষকবান্ধব কৃষি যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োগ ও প্রসারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খাতে অর্থায়ন করছে। এর মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতির সঠিক প্রয়োগ এবং আর্থিক ও কারিগরি সম্ভাব্যতা বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে, সহযোগী সংস্থাগুলোকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ঋণ ও প্রশিক্ষণ, যন্ত্র প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শন কেন্দ্র, শেড নির্মাণ ইত্যাদি খাতে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়।

পিকেএসএফ কর্তৃক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকাগুলোতে কৃষকদের মাঝে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষক উদ্যোক্তা ও সহযোগী সংস্থাসমূহ কম্বাইন হার্ভেস্টার, বীজ রোপণযন্ত্র (ট্রান্সপ্লান্টার), ধান কাটার যন্ত্র (রিপার) ও মাড়াই যন্ত্র, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ফিস ফিড প্রসেসর ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করছে। এসব যন্ত্র ব্যবহারের ফলে ফসল রোপণ ও উত্তোলনের সময় কমে আসছে, শ্রমিক কম লাগছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচির আওতায় কোভিড মহামারিকালে শ্রমিক সংকটের মধ্যেও কম্বাইন হারভেস্টার ব্যবহার করে কম সময় ও কম খরচে ধান কাটা, মাড়াই ও বস্তাবন্দি করা সম্ভব হয়েছে। ফসল রোপণ থেকে শুরু করে ফসল ঘরে ওঠানো পর্যন্ত কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিপুল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এছাড়া, খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রির জন্য বাজার এবং নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি খাতে উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং দেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিরলস কাজ করছে 'সুফলন'

সুফলন

পিকেএসএফ ২০০৫ সালে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের কল্যাণে 'এমএফএমএসএফপি' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এর সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০০৮ সালে পিকেএসএফ 'কৃষি খাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' গ্রহণ করে। এছাড়া, কৃষকদের ফসল উৎপাদনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে পিকেএসএফ 'মৌসুমি ঋণ কর্মসূচি' শুরু করে। ২০১৪ সালে কর্মসূচি দুটিকে একীভূত করে 'সুফলন' নামকরণ করা হয়। এর আওতায় বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবার কারণে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবাদিপ্রাণী পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি-বনায়ন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে:

৮৫৩.৭৫ কোটি টাকা ঋণ তহবিল সরবরাহ

৫২২.৮৫ কোটি টাকা ঋণ তহবিল স্থিতি

একনজরে কর্মসূচি

মোট ঋণগ্রহীতা

১১.২৭ লক্ষ

সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে বিতরণের পরিমাণ

৬,৬৬৩.৯০ কোটি টাকা

ঋণস্থিতির পরিমাণ

৩,৮২৩.৬৮ কোটি টাকা

গড় ঋণের পরিমাণ

৩৪,৯৪৫.০০ টাকা

'সুফলন'-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নমনীয় ঋণ পরিশোধের ধরন (যেমন মৌসুমি কৃষি কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এককালীন পরিশোধ, মৌসুমি বা 'বেলুন' পরিশোধ) এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষি উৎপাদনের জন্য একাধিক ঋণ গ্রহণের বিধান।

পণ্য বিক্রির পর এক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের বিধান 'সুফলন' কর্মসূচিকে ঋণগ্রহীতাদের, বিশেষত গরু মোটাতাজাকরণ এবং শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে।

জুন ২০২২ পর্যন্ত, 'সুফলন'-এর আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১১,২৯৯.৬১ কোটি টাকা এবং ৪৫,৩৫০.১৪ কোটি টাকা।

সুফলনের আওতায় বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ

(পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা পর্যায়)

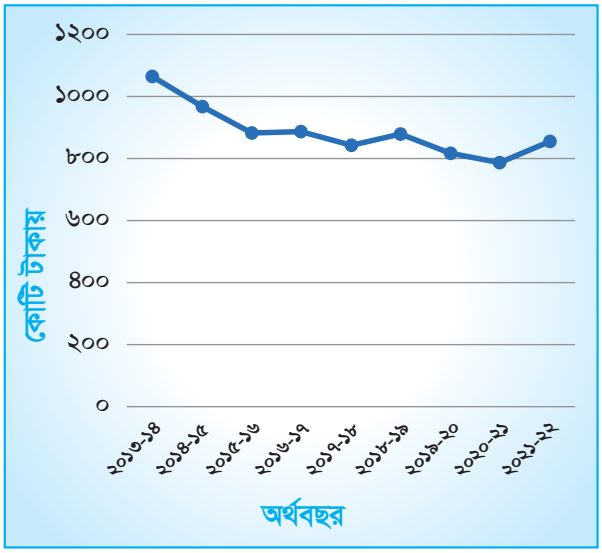

অন্যান্য কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়

কর্মসূচি সহায়ক তহবিল

প্রতি বছরের মতো ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও কর্মসূচি সহায়ক তহবিলের আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩,১৫৬ জন শিক্ষার্থীকে ১২,০০০ টাকা করে সর্বমোট ৩.৭৮ কোটি টাকা শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়। পিকেএসএফ-এর ১৩৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ওই অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়া, সহযোগী সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র-এর মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৮০ জন শিক্ষার্থীকে ১২,০০০ টাকা করে মোট ৯,৬০,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

৩.৮৭
কোটি টাকার শিক্ষাবৃত্তি

৩,২৩৬
শিক্ষার্থীর শিক্ষাবৃত্তি লাভ

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তৃণমূলে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রম

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন

পিকেএসএফ-এর 'সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন' ইউনিট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২৪টি জেলার ৭৮টি ইউনিয়নে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, কোভিড-পরবর্তী সময়ে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, নিরাপদ খাদ্য, মাদকাসক্তির কুফল এবং বজ্রপাতে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১৫৮টি সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়।

এছাড়া, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় ১,৫৮০ বার মাইকিং, ১২টি ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়, যার ফলে ২৪৯ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির 'সুবর্ণ নাগরিক কার্ড' প্রাপ্তি, ৩৫ উপজেলায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন, ৭৮ ইউনিয়নে ৪৭,৪০০ জন শিক্ষার্থীকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং ৪টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে ২৮টি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান এবং ৩৮টি বিশেষ ঘোষণা সম্প্রচার করা হয়।

৭৮
ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন

২৩
বাস্তবায়নকারী সংস্থা

৪৭.৪
হাজার শিক্ষার্থীকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান

পিকেএসএফ-এর নিয়মিত কার্যক্রম বহির্ভূত বিষয়ে দুস্থ, অসচ্ছলদের সহায়তায় এ তহবিল ব্যবহৃত হয়

বিশেষ তহবিল

দেশের অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক ও মানবিক কারণে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলা ও উত্তরণের সাহায্যার্থে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১০ সালে 'বিশেষ তহবিল' গঠন করে পিকেএসএফ।

এছাড়া, দুস্থ এবং অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক ও উন্নয়নকর্মীবৃন্দকে এ তহবিলের আওতায় সহায়তা করা হয়। এ তহবিলের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মেধাবীদের সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সহায়তা বাবদ ২৯ জন ব্যক্তির অনুকূলে সর্বমোট ৩১.৮৮ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৩১.৮৮
লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান

২৯
ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদান

ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিতের লক্ষ্যে দেশজুড়ে চলছে কার্যক্রম

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া পিকেএসএফ-এর 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বর্তমানে ২১২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের বয়স্কভাতা কার্যক্রমের আওতাবহির্ভূত প্রবীণ ব্যক্তিদের এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতা (পরিপোষক ভাতা) প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা, সহায়ক উপকরণসহ বিভিন্ন সেবা দেওয়া হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৮০ জন সদস্যের মাঝে প্রায় ১৪.৪৩ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ এবং ৭০,৮৮৬ জন প্রবীণকে পরিপোষক ভাতা দেওয়া হয়। এছাড়া, এ কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ২০১টি ইউনিয়নের ২০১ জন প্রবীণ সদস্যকে একটি করে 'প্রবীণ সোনালি উদ্যোগ' নামে চায়ের দোকান নির্মাণে সহায়তা দেওয়া হয়। এসব প্রবীণের মাঝে ১২ জন নারী। এ উদ্যোগ অন্যান্য অসচ্ছল ও অসহায় প্রবীণের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

২১২
ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন

১১১
বাস্তবায়নকারী সংস্থা

২০১
প্রবীণের চায়ের দোকান প্রাপ্তি

এসডিজি ও পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এবং সহযোগী সংস্থার বাইরে দেশে বৃহত্তর পরিসরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কাজগুলো ছড়িয়ে দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনকে এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং পারস্পরিক সমন্বয় বিধানের জন্য নানাভাবে কাজ করছে পিকেএসএফ। সরকার পিকেএসএফ-কে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন বিবেচনা করে। সেই নিরিখে পিকেএসএফ সরকারি বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ করে।

বিগত বছরে 'টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতা: পিকেএসএফ ও এসডিজি-৫' শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন এবং ২য় এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সম্মেলন ২০২২-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের টিম-সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে পিকেএসএফ। এছাড়া, সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের পিকেএসএফ এসডিজি বিষয়ে চারটি প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অদ্যাবধি ৭৫টি সহযোগী সংস্থার ১৫০ জনকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

০৪
বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন

৭৫
সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান

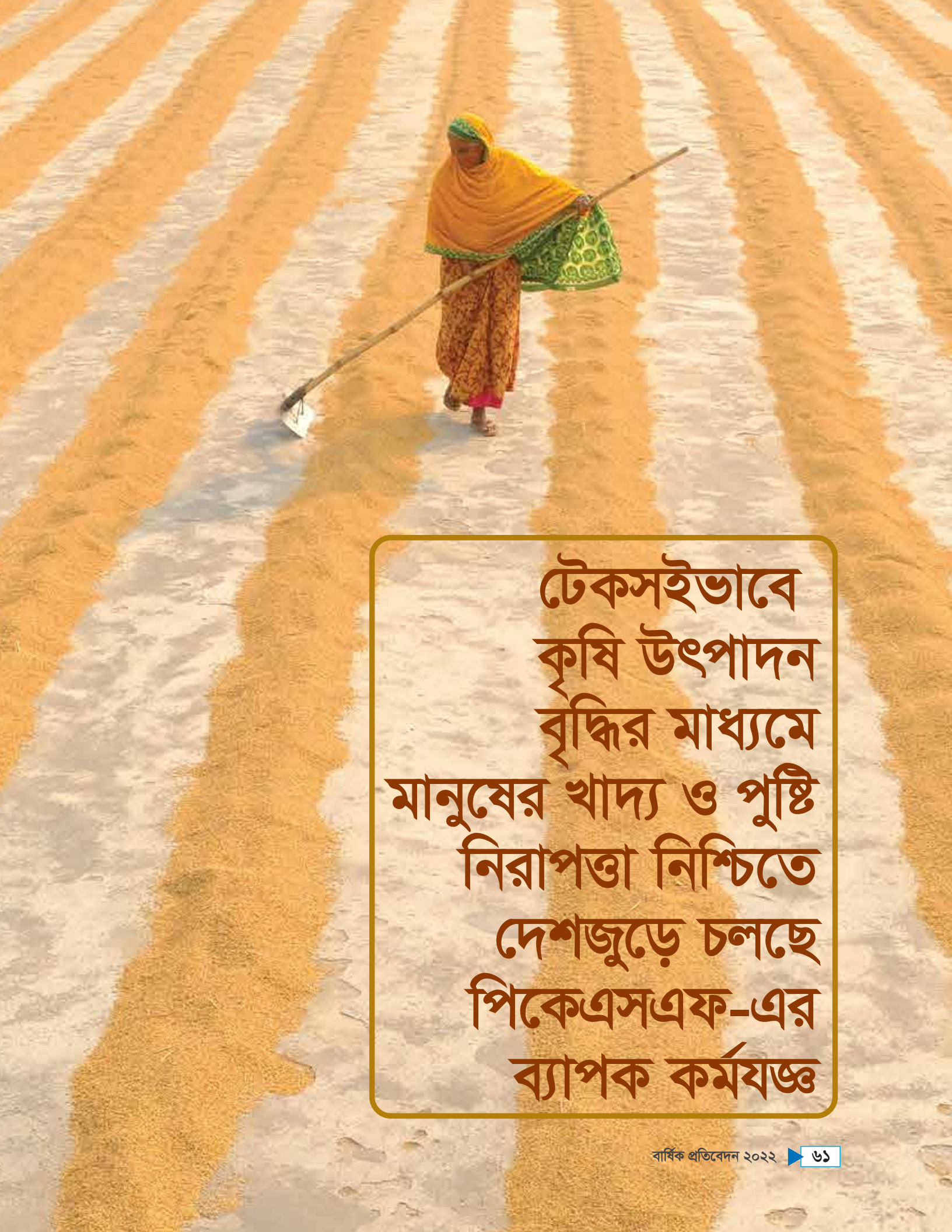

টেকসইভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশজুড়ে চলছে পিকেএসএফ-এর ব্যাপক কর্মযজ্ঞ

প্রকল্প

এসডিজি ৬-এর আলোকে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি ও স্যানিটেশন সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে চলছে এ প্রকল্পের কার্যক্রম

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (ওয়াশ) সুবিধার সহজলভ্যতা। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও গ্রামীণ এলাকায় WASH পরিষেবার অভাব এখনও বাংলাদেশের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ৬-এর প্রধান লক্ষ্য হলো খাবার পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি এবং পানি সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ ঋণ উপকরণের মাধ্যমে নিরাপদ ব্যবস্থাপনার টয়লেট নির্মাণের জন্য একটি কৌশল গ্রহণ করেছে।

৫৭	৭৮	১১.২০
সহযোগী সংস্থা	উপজেলা	লক্ষ লক্ষিত পরিবার

প্রকল্প পরিচিতি

নাম মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

মেয়াদ ৫ বছর

অর্থায়নকারী বিশ্বব্যাংক, এআইআইবি, পিকেএসএফ

তহবিল **৩২৮.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার**
বিশ্বব্যাংক, এআইআইবি: ১৮৪.৪ মিলিয়ন ডলার
পিকেএসএফ: ১৪৪.৫ মিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সহ-অর্থায়নে পিকেএসএফ 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের নির্বাচিত গ্রামীণ এলাকায় 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনায়' পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার প্রাপ্যতা উন্নত করা এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পিকেএসএফ যৌথভাবে এই প্রকল্পের উপাদানগুলো বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি ৫৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের ৪টি বিভাগের অধীনে ১৮টি জেলার ৭৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ: স্থানীয় উদ্যোক্তারা মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান অংশীজন। নির্বাচিত স্থানীয় উদ্যোক্তারা এই প্রকল্পের অধীনে যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এবং খানা পর্যায়ে নিরাপদ ব্যবস্থাপনার টয়লেট এবং নিরাপদ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে মোট ৬৩৩ জন স্থানীয় উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং টয়লেট নির্মাণ: ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্প এলাকায় মোট ৭৪২টি নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ২,৭৬৬টি নিরাপদ দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, মোট ৯৫টি এক গর্ত বিশিষ্ট টয়লেটকে দুই গর্ত বিশিষ্ট নিরাপদ টয়লেটে উন্নীত করা হয়েছে।

উপজেলা সমন্বয় কমিটির (ইউসিসি) সভা: এটি এ প্রকল্পের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ কমিটির মূল উদ্দেশ্য উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার মধ্যে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করা। প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল, স্থানীয় উদ্যোক্তা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, ওভারল্যাপিং সমস্যাগুলো মোকাবিলা, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং আরও অনেক বিষয়ে আলোচনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রতি তিন মাসে একবার এ কমিটির সভা আয়োজিত হয়।

লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ঋণের খাত	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
Household Water Loan	১,২০,০০০ খানা	৭৪২ খানা
Household Sanitation Loan	১০,০০,০০০ খানা	২,৭৬৬ খানা
স্থানীয় উদ্যোক্তা ঋণ (স্যানিটেশন)	৪,০০০ উদ্যোক্তা	২০ উদ্যোক্তা

ECCCP-Flood প্রকল্প

বাংলাদেশে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও সংঘটনের মাত্রা বেড়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমাগত বাড়ছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যকশন প্লানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিকেএসএফ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় Extended Community Climate Change Project - Flood (ECCCP-Flood) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

৯০,০০০	৫,৫৭৪	১৫,৬৭৫
প্রত্যক্ষ উপকারভোগী	বসতভিটা উঁচুকরণ সম্পন্ন	অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রকল্প পরিচিতি

নাম Extended Community Climate Change Project - Flood (ECCCP-Flood)

মেয়াদ এপ্রিল ২০২০-এপ্রিল ২০২৪

অর্থায়নকারী গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড, পিকেএসএফ

তহবিল ১৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
জিসিএফ: ৯.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
পিকেএসএফ: ৩.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

কর্ম এলাকা নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম গাইবান্ধা ও জামালপুর

প্রকল্পটির মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের বন্যাপ্রবণ নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা এবং জামালপুর জেলায় ৯০ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির আওতায় ৫,৫৭৪টি বসতভিটা উঁচুকরণের ফলে ২০২২ সালের বন্যায় প্রকল্প অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিজ বাড়িতে অবস্থান করে গবাদিপ্রাণিসহ তাদের সম্পদকে রক্ষা করতে পেরেছে। এমনকি প্রকল্পের সদস্য নয়, বন্যায় প্লাবিত এমন অনেকেই তাদের গবাদিপ্রাণিসহ এ সকল উঁচুকৃত বসতভিটায় আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়াও বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন, বন্যাসহিষ্ণু ল্যাট্রিন নির্মাণ, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, জলবায়ু সহনশীল ফসল উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে ১১টি উপজেলার কয়েক হাজার পরিবার নিজেদের জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে রক্ষা করার সক্ষমতা অর্জন করেছে।

প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বন্যা মোকাবিলায় কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সক্ষমতা বাড়ানো। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প বাস্তবায়ন গাইডলাইন অনুসরণ করে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে Online Monitoring System and Project Progress Review শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪-২৬ মে ২০২২ তারিখে ঢাকায় প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের Refresher Training to IEs Staff শিরোনামে তিন দিনব্যাপী একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পিকেএসএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি প্রশিক্ষণটির সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়া, তিনি ২৮-৩০ মে ২০২২ তারিখে কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় এনডিপি ও এসএসএস সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের কর্ম-এলাকা পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের সদস্যদের সুবিধা/অসুবিধাসহ সার্বিক বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

এক নজরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০২২ পর্যন্ত অর্জন
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল গঠন	১০০০	১০০০
বসতভিটা উঁচুকরণ	১০০০০	৫৫৭৪
জলবায়ুসহিষ্ণু বাড়ি পুনঃনির্মাণে সহায়তা	১০০০০	১৯৭৮
অগভীর নলকূপ স্থাপন	৫০০	২৪১
বন্যাসহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন	২৮১০	১৪১৫
মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য সহায়তা প্রদান	১০০০০	৫২২৪
প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান	২২৯৫৫	১৫৬৭৫
খানাভিত্তিক কৃষকের মাঝে উচ্চ ফলনশীল জলবায়ুসহিষ্ণু ফসল উৎপাদনের মাঠ প্রদর্শনী	১০০০০	৮০০১

শহরে বসবাসরত নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর মানসম্মত আবাসন নিশ্চিতে নিবেদিত এ প্রকল্প

স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প

শহরাঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ২০১৬ সাল থেকে 'স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা' (ইংরেজিতে, লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট) প্রকল্পটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এ প্রকল্পের ৩ নং কম্পোনেন্ট (শেল্টার লেন্ডিং এন্ড সাপোর্ট) বাস্তবায়ন করছে। এর উদ্দেশ্য হলো শহরে বসবাসরত নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা মেটাতে আবাসন খাতে অর্থায়নের জন্য উপযুক্ত ঋণ মডেল পরীক্ষা করা।

১৩	১১,৪৩৫	২৩৯.৭৮
শহরে কার্যক্রম চলমান	সেবাগ্রহীতা	কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। নির্বাচিত ১৩টি শহরে পিকেএসএফ সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্প হতে ২৩৯.৭৮ কোটি টাকা গৃহঋণ গ্রহণ করে ১১,৪৩৫টি পরিবার। এসব পরিবারে সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসিক প্রশান্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সন্তানদের পড়াশোনার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া, কিছু সদস্য ঋণের টাকায় নির্মিত বাড়িতে গৃহভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড শুরু করে পরিবারের উপার্জনে ভূমিকা রাখছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শ্রমিক সমাজের একটি অংশের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর Dr Mercy Miyang Tembon ও প্র্যাকটিস ম্যানেজার Robin Mearns ২০ মে ২০২২ তারিখে প্রকল্পের কর্ম এলাকা কুমিল্লা পরিদর্শন করেন। ইতোমধ্যে, প্রকল্পটির PKSF কম্পোনেন্ট বিশ্বব্যাংক কর্তৃক 'Highly Satisfactory' হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে।

বিষয়	২০২১-২০২২	২০১৬ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত
ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	৪,০৭১	১১,৪৩৫
ঋণ বিতরণ	৭৩.৯৫ কোটি টাকা	২৩৯.৭৮ কোটি টাকা

কর্ম এলাকা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা

ক্রম	সংস্থা	শহরের নাম
১	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	ভোলা সদর
২	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)	শরীয়তপুর
৩	টিএমএসএস	বগুড়া, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ
৪	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	যশোর ও মাগুরা
৫	ইএসডিও	রংপুর ও ঠাকুরগাঁও
৬	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	সিরাজগঞ্জ ও ঈশ্বরদী (পাবনা)
৭	পিদিম ফাউন্ডেশন	নরসিংদী ও গাজীপুর

কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগ পুনরুজ্জীবনই এ প্রকল্পের লক্ষ্য

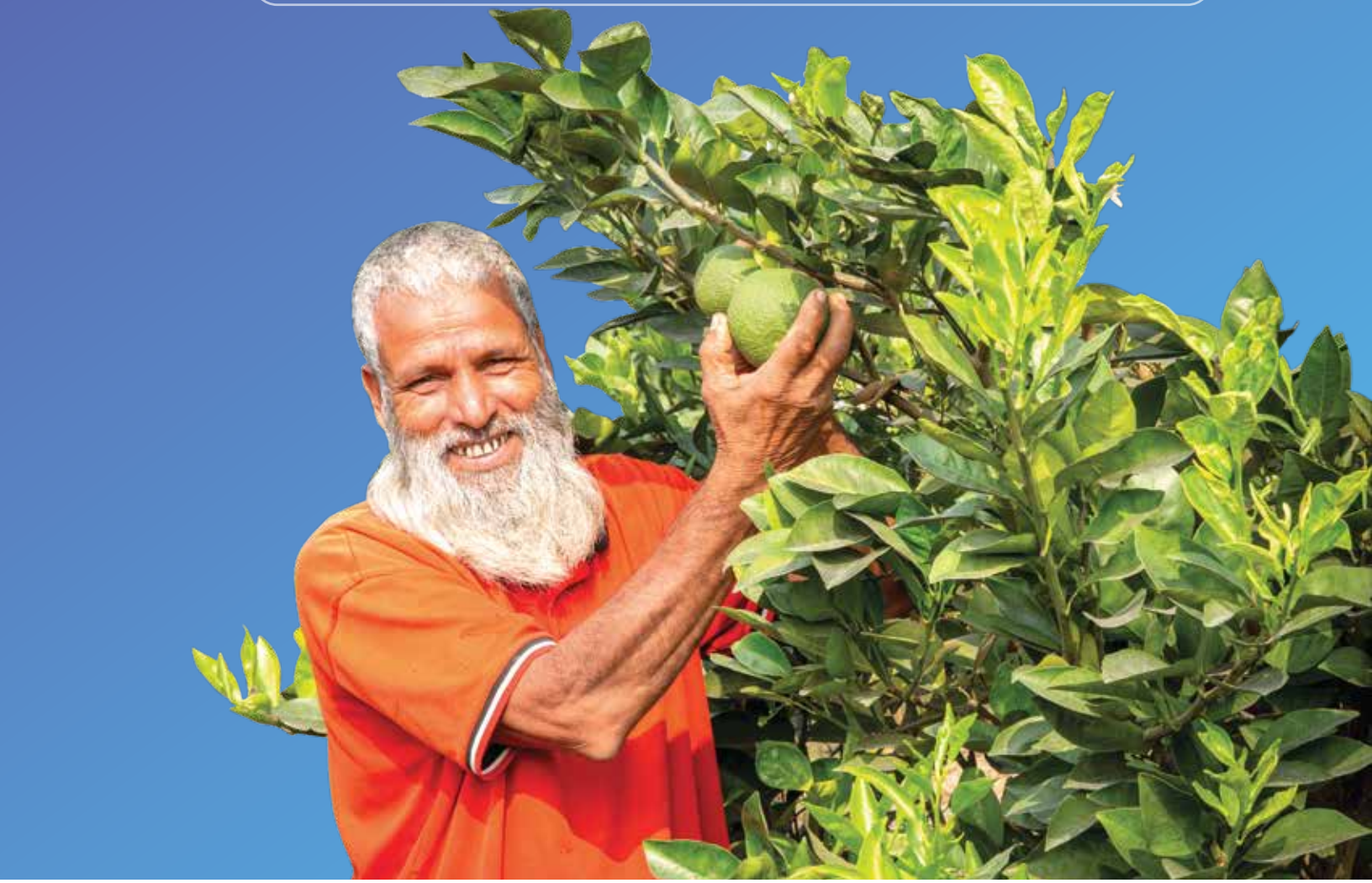

MDP প্রকল্প

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি)-অ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং শীর্ষক প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিকভাবে কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪২৪ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। বিগত জুন ২০২২ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ৯৭টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ৪৮,২৪৬ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ৭১৪.৯৫ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

৯৭	৭১৪.৯৫	৪৮,২৪৬
সহযোগী সংস্থা	কোটি টাকা বিতরণ	ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদান

প্রকল্প পরিচিতি

নাম মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং

মেয়াদ ২০২১-২০২৩

অর্থায়নকারী এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)

তহবিল ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ঋণ)
০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (কারিগরি সহায়তা)

লক্ষিত সদস্য ৩০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নারী। পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিবেচনায় তুলনামূলক টেকসই ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের দ্বারা উক্ত সময় পর্যন্ত ১,১৮,৫৫০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

এছাড়া, কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রমের মূলধারায় মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অন্তর্ভুক্ত করা, তিনটি সম্ভাবনাময় ব্যবসাগুচ্ছে পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং, মার্কেটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

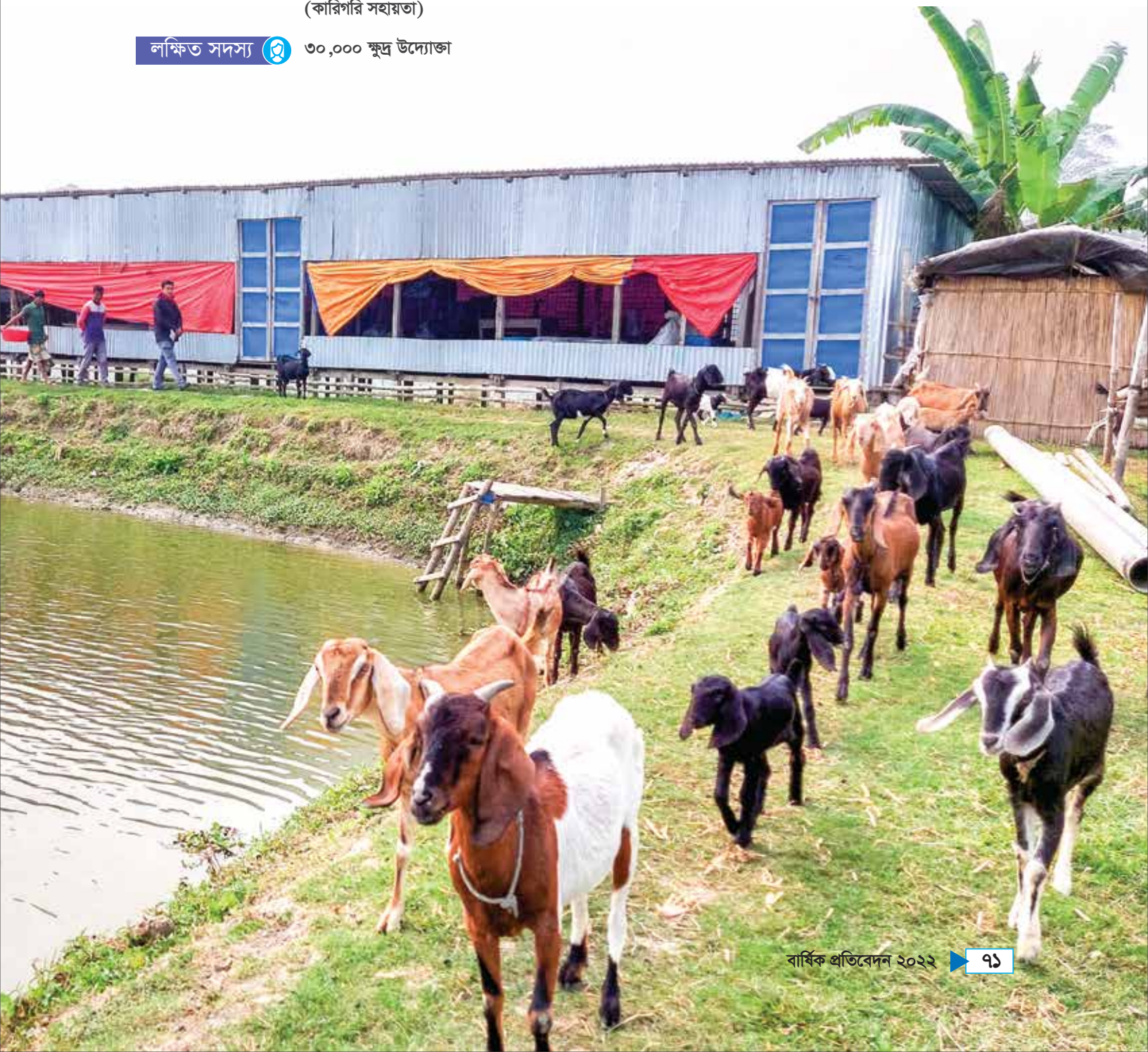

লক্ষিত পরিবারের অতিদারিদ্র্য নিরসন ও তাদের সমৃদ্ধির সোপানে নিয়ে আসতে বদ্ধপরিকর পিপিইপিপি প্রকল্প

PPEPP প্রকল্প

দেশের ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নে পিকেএসএফ এপ্রিল ২০১৯ থেকে 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি)' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পটি দেশের ১২টি জেলার দারিদ্র্যপ্রবণ ১৪৫টি দুর্গম ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সংগতি রেখে পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় জীবিকায়ন, পুষ্টি, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা, প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জনে বহুমুখী সেবা দেওয়া হচ্ছে।

১৪৫
দারিদ্র্যপ্রবণ ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান

১০
লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবার লক্ষ্যভুক্ত

বর্তমানে ৬,৬৩৮টি প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি)-এর আওতায় সংগঠিত ২০৩,১৯৪টি অতিদরিদ্র খানা প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সেবা পাচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের তৃতীয় বর্ষে পরিচালিত রেজাল্টস-বেইজড মনিটরিং (আরবিএম)-এ প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, পিপিইপিপি প্রকল্পটি অতিদরিদ্র সদস্যদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি খানাগুলোতে উপার্জন, ব্যয় ও বিক্রয়যোগ্য সম্পদের বৃদ্ধিতেও অবদান রাখছে।

ঘাতসহিষ্ণু জীবিকায়ন কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় কর্ম এলাকার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ খানা ও কমিউনিটি এবং আন্তঃগোত্রীয় গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতিদরিদ্র সদস্যদের মূলধারার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় বিস্তৃত পরিসরে কৃষিজ ও অ-কৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (আইজিএ) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অতিদরিদ্র খানায় উপযুক্ত আইজিএ স্থাপনে প্রকল্প হতে অনুদান, নমনীয় ঋণ, কারিগরি সেবা, সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন প্রভৃতি সেবা দেওয়া হয়। সব আইজিএ বাস্তবায়নে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস)-এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, মাটির ধরন, দুর্যোগ, বাজার সম্ভাবনা প্রভৃতি বিবেচনায় নেওয়া হয়।

আইজিএ সম্প্রসারণ ও উদ্যোগ উন্নয়নে খানাগুলোতে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও অর্থ সরবরাহের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৪৩,৮৫৫টি কৃষিজ ও অকৃষিজ আইজিএ স্থাপন করা হয়েছে।

প্রসপারিটি বাড়ি

প্রকল্পের আওতায় ১৫৪টি নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানাকে 'প্রসপারিটি বাড়ি'তে রূপান্তরিত করা হয়েছে। একটি প্রসপারিটি বাড়িতে সাত ধরনের কৃষিজ ও অকৃষিজ আইজিএ বাস্তবায়ন করা হয়। দক্ষতা ও স্থানীয় বাজার সম্ভাবনার ভিত্তিতে চিহ্নিত অতিদরিদ্র খানাগুলো থেকে প্রসপারিটি বাড়ির জন্য উপযুক্ত খানা নির্বাচন করা হয়। এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে খানাগুলোর উপার্জন বাড়ানো এবং আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধি

প্রকল্পের পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, কিশোরী ও সন্তান ধারণক্ষম নারী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুষ্টিসেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় পুষ্টি-সংবেদনশীল ও পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট সেবাগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস)-ভুক্ত ১৬টি প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুষ্টি কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিএনএইচপি কর্মীগণ লক্ষিত খানাগুলোতে এ পর্যন্ত প্রায় ৭,০০,০০০ বার পরিদর্শন করে অতিদরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় পুষ্টিসেবা পৌঁছে দিয়েছেন। এছাড়াও, কর্ম এলাকায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে।

সামাজিক সচেতনতা ও সংযোগ স্থাপন

অতিদরিদ্র খানাগুলো সচেতনতার অভাব এবং জোরালো দাবি তোলার অক্ষমতার কারণে অনেক সময় সরকারি সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এ সমস্যা নিরসনে প্রসপারিটি প্রকল্প খানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন সেশন পরিচালনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রেখেছে। সদস্য খানাগুলোকে সংগঠিত করে প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি, যুব ফোরাম, মা ও শিশু ফোরাম, কিশোর/কিশোরী ক্লাব, প্রতিবন্ধী ফোরাম, স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত ইস্যুতে সতেচনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

আর্থিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের সদস্য হিসেবে অতিদরিদ্র খানাসমূহের নারীদের নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২,০০,০০০-এরও বেশি নারী সদস্য প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি) শীর্ষক প্ল্যাটফর্মে সাপ্তাহিক বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন এবং নিজেদের মধ্যে এলাকাভিত্তিক সহযোগিতামূলক যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছেন।

জলবায়ু সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহিষ্ণুতা বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানির সংকট নিরসনে পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় খানা পর্যায়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে ১,৫০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় ১,২০০টি ট্যাংক বিতরণ এবং নির্বাচিত কর্ম এলাকায় কমিউনিটি পর্যায়ে ১৪টি রিভার্স অসমোসিস প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। একেকটি প্লান্ট (ঘণ্টায় ১০০০ লিটার পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানি উৎপাদন করতে সক্ষম) থেকে প্রায় ২৫০টি খানার নিয়মিত পানির অভাব পূরণ হয়। কর্ম এলাকায় দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি ও দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে সতর্কতামূলক বার্তা সম্বলিত ৭৬টি বিলবোর্ড সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা উপজেলা পরিষদ এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে।

সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে বিশেষায়িত এ প্রকল্প

PACE প্রকল্প

দেশের সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে 'Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০-এ সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) অর্থায়িত PACE প্রকল্পটি বর্ধিত মেয়াদে (২০২১-২০২৩) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪২
উপ-প্রকল্প চলমান

৫৭,৫৬০
ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদান

প্রকল্প পরিচিতি

নাম Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)

মেয়াদ ২০১৫-২০২৩

অর্থায়নকারী **ইফাদ, পিকেএসএফ ও সহঃ সংস্থা (পিও), কোরিয়ান গ্রান্ট ফান্ড**

তহবিল **১২৯.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার**
ইফাদ: ৫৮.০১ মিলিয়ন ডলার
পিকেএসএফ ও পিও: ৭১.৩৫ মিলিয়ন ডলার
কোরিয়ান গ্রান্ট ফান্ড: ০.৩৬ মিলিয়ন ডলার

৩৬.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়নসহ প্রকল্পটির মোট ব্যয় দাঁড়ায় ১২৯.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ইফাদের অর্থায়নের পরিমাণ ৫৮.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। PACE প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় কৃষি ও অকৃষি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি স্থানান্তরে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বর্ধিত মেয়াদে এ প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণে কাজ করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক সেবা: PACE প্রকল্পের সহায়তায় পিকেএসএফ-এর অগ্রসর (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। মূল মেয়াদে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পর প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদেও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণে আর্থিক পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এ সময়ে এ প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত ৯১.৩৬ কোটি টাকা সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯%। ক্ষুদ্র উদ্যোগ (অগ্রসর) কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্যবসা এবং সেবা এ ৪টি প্রধান খাতের অধীনে ১৫৬ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পিকেএসএফ অধিক মাত্রায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে কাজ করছে।

PACE প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগের তহবিল চাহিদার আলোকে আর্থিক পরিষেবা বৈচিত্র্যায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক দক্ষতাসম্পন্ন তরুণদের নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য

খাতভিত্তিক ঋণস্থিতির হার

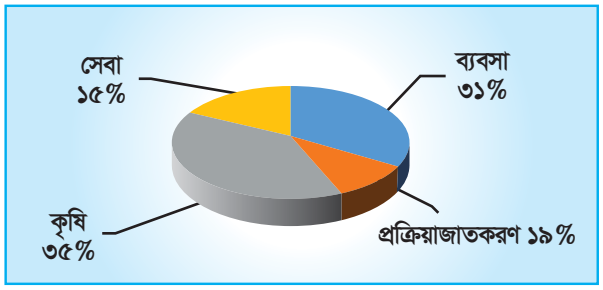

'প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ (Start-up Capital Loan)' এবং উদ্যোগ সম্প্রসারণে মূলধনি সম্পদ অর্জনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য 'ইজারা অর্থায়ন (Lease Financing)' শীর্ষক দুটি নতুন আর্থিক সেবা পণ্যের সফল পাইলটিং-এর পর বর্ধিত মেয়াদে এ দুটি আর্থিক সেবা পণ্য সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম: PACE প্রকল্পের অতিরিক্ত মেয়াদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাবনাময় কৃষি ও অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে নতুন ৪২টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। ভেষজ উদ্ভিদ প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, ইকোট্যুরিজম, ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি, ফল ও কৃষিজ পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফুলের টিস্যু কালচার ল্যাব, মৌচাষ উন্নয়ন এবং মধু বিপণন, কাঁকড়া হ্যাচারি, বছরব্যাপী পেঁয়াজ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ, দেশি মুরগি পালন, গাভি পালন, নগর বর্জ্য হতে জৈব সার উৎপাদন, ইকোলজিক্যাল ফার্মিং, উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ, নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন, হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, হাঁস পালন, লবণাক্ত জমিতে উচ্চ মূল্যমানের ফসল চাষ, কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ, নিরাপদ পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন, সুগন্ধি ধান উৎপাদন ও কাঁসা শিল্প উন্নয়ন উপখাতে এ উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল সম্প্রসারিত উপ-প্রকল্পে কোভিড-১৯ জনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উপখাতগুলোকে আরও টেকসইভাবে সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রযুক্তি ও বিপণনে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইতোমধ্যে ১৬টি কৃষি ও ১৬টি অকৃষি উপখাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পসমূহ দেশের ২৭টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর ৩১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন এ সকল ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২২১,৩৮৪ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। উল্লেখ্য, প্রকল্পের মূল মেয়াদে গৃহীত ৭৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৩৩টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা: PACE প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। PACE প্রকল্পের আওতায় নবীন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ শুরুর জন্যে আর্থিক সেবা দেওয়ার নিমিত্তে 'প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ' এবং চলমান উদ্যোগ সম্প্রসারণে মূলধনি সম্পদ অর্জনে 'ইজারা অর্থায়ন' বিষয়ে চারটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ কর্মশালায় এ আর্থিক পণ্য দুটির বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে ধারণা লাভ করেন।

তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক সামর্থ্য বৃদ্ধি এ প্রকল্পের লক্ষ্য

RAISE প্রকল্প

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে 'Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)' শীর্ষক প্রকল্পটি পিকেএসএফ কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ২৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে RAISE প্রকল্পের Subsidiary Loan and Grant Agreement (SLGA) স্বাক্ষরিত হয়।

১.৭৫
লক্ষ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

২৫০
মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল

প্রকল্প পরিচিতি

নাম	**Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)**
মেয়াদ	**২০২২-২০২৬**
অর্থায়নকারী	**বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ**
তহবিল	**২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার** **বিশ্বব্যাংক: ১৫০ মিলিয়ন ডলার** **পিকেএসএফ: ১০০ মিলিয়ন ডলার**
সহযোগী সংস্থা	**৭০**

এ প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের urban ও peri-urban এলাকায় অবস্থিত ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ১.৭৫ লক্ষ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ব্যবসায় সামর্থ্য বাড়ানো ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এদের মধ্যে কোভিড-১৯-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগ পুনরায় সচল করতে সহজ শর্তে অর্থায়ন করা হচ্ছে।

পাশাপাশি, টেকসই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিছিয়েপড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন ও উপযুক্ত অর্থায়ন করা হবে এবং নিম্ন-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা দিয়ে উপযুক্ত কর্মে নিয়োজিত হতে সহায়তা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণদের এ প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

RAISE প্রকল্পের আওতায় শুধু গবাদিপ্রাণী পালন, মৎস্য চাষ ও সবজি চাষের মতো প্রচলিত উদ্যোগই নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের high growth potential (উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাময়) উদ্যোগসমূহ যেমন টিউলিপ চাষ অথবা biofloc পদ্ধতি ব্যবহার করে মাছ চাষের মতো সম্ভাবনাময় উদ্যোগেও অর্থায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় তরুণ উদ্যোক্তাদের Psychometric Profiling (মানসিক ক্রিয়াদির পরিলেখ) করা হবে, যার মাধ্যমে তাদের Entrepreneurial Ability (উদ্যোগ গ্রহণের সক্ষমতা) এবং Creditworthiness (ঋণ ব্যবহার ও পরিশোধের সক্ষমতা) যাচাই করে অর্থায়ন করা হবে।

Implementation Support Mission

২০ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পরিচালিত Implementation Support Mission-এর অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধি দলের সাথে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং RAISE প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধিবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণের প্রস্তুতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কেরানীগঞ্জে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পের অর্জন

পিকেএসএফ কর্তৃক ৪৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ১৭,৫০০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মধ্যে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৭৫ কোটি টাকা সংস্থায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

Implementation Support Mission চলাকালে বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধিবৃন্দ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

আকস্মিক দুর্বিপাকে মানুষ ও গবাদিপ্রাণির সুরক্ষার জন্য দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন

ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন ও সম্পদ হারানোর ঝুঁকির সাথে রোগবালাইয়ের আকস্মিক প্রাদুর্ভাবে অন্যতম মানুষের আয়ের উৎস গবাদিপ্রাণী মৃত্যুঝুঁকিতে থাকে। এমন আকস্মিক দুর্বিপাক থেকে দরিদ্রদের সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। একটির লক্ষ্য গবাদিপ্রাণী সুরক্ষা এবং অন্যটির উদ্দেশ্য দরিদ্র মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসন।

৩.২৫
লক্ষ সদস্যকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

১,৩০১
কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

LRMP প্রকল্প

গবাদিপ্রাণী সুরক্ষা সেবা কার্যক্রমের আওতায় Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services (LRMP) প্রকল্প পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গবাদিপ্রাণী খাতে ঋণ সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি ঋণের অর্থে কেনা গবাদিপ্রাণির অসুস্থতা ও মৃত্যুজনিত ঝুঁকি কমিয়ে খামারিদের উন্নত পদ্ধতিতে গবাদিপ্রাণী লালন-পালন, গবাদিপ্রাণির খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ, গবাদিপ্রাণির টিকাদান, খামারি বা খামারি পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি ও গবাদিপ্রাণির মৃত্যুজনিত কারণে ঋণ ও সার্ভিস চার্জ মওকুফ এবং লালন-পালন ব্যয় প্রদান করছে। এসব সেবা ভবিষ্যতে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক 'গবাদিপ্রাণী সুরক্ষাসেবা কার্যক্রম' বাস্তবায়িত হচ্ছে।

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর আর্থিক সহায়তায় LRMP শীর্ষক প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর ১৫টি সহযোগী সংস্থার ৩২৫টি শাখার মাধ্যমে ৩৯টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চার বছর (২০২০-২০২৪) মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৩,২৫,৩৪৯ জন সদস্যের মাঝে গবাদিপ্রাণী খাতে মোট ১,৩০১.৩১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২১৫টি গবাদিপ্রাণী মৃত্যুজনিত কারণে মোট ৮৩.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ১৪৯ জন খামারির মৃত্যুজনিত কারণে ৬২.৪৯ লক্ষ টাকা ঋণ ও সার্ভিস চার্জ মওকুফ করা হয়েছে। এছাড়াও ৮১,২২২ জন খামারিকে উন্নত পদ্ধতিতে গবাদিপ্রাণী লালন-পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ২,২৮,৪৮৪টি গবাদিপ্রাণিকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়া হয়।

IRMP প্রকল্প

Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর অর্থায়নে The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্র মানুষদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি নিরসনে আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা দেওয়ার মাধ্যমে টেকসই সেবা নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদি IRMP প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৯ হতে বাস্তবায়ন শুরু হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে প্রকল্পের প্রথম Joint Coordination Committee (JCC)-এর সভায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে 'সাইক্লোন সুরক্ষা সেবা' নামে একটি আর্থিক সেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পাশাপাশি, উক্ত আর্থিক সেবার প্রভাব ও ভবিষ্যৎ উপযোগিতা নির্ধারণের লক্ষ্যে Randomised Control Trial (RCT) ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করা হবে। 'সাইক্লোন সুরক্ষা সেবা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে দেশব্যাপী কাজ করছে বিশেষ এ প্রকল্প

RMTP প্রকল্প

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ডানিডা-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য মার্কেট এক্টরদের আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে এ প্রকল্পটি কাজ করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা ও প্রবৃদ্ধিনির্ভর সম্ভাবনা রয়েছে এমন কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩৪
ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প চলমান

৩.৭৩
লক্ষ সদস্য বিভিন্ন সহায়তা পাচ্ছেন

প্রকল্প পরিচিতি

নাম — **Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)**

মেয়াদ — **৬ বছর**

অর্থায়নকারী — **আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ডানিডা), পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য উৎস**

তহবিল — **২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার**
ইফাদ: ৮১ মিলিয়ন ডলার
ডানিডা: ৮.৩০ মিলিয়ন ডলার
পিকেএসএফ ও অন্যান্য: ১১০.৭০ মিলিয়ন ডলার

এ প্রকল্পের মাধ্যমে পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সনদায়ন ও ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করে পণ্য দেশে-বিদেশে বাজারজাতকরণের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Block Chain, Crowdfunding Platform ইত্যাদি বিষয়ক নতুন নতুন প্রযুক্তি/পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করার সংস্থান রয়েছে। ছয় বছর মেয়াদি ২০০ মিলিয়ন ডলারের এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে ইফাদ, ডানিডা, পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা ও বিভিন্ন বেসরকারি অংশীজন।

ভ্যালুচেইন উন্নয়ন কার্যক্রম: RMTP-এর আওতায় ৩৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৩টি জেলার ১০১টি উপজেলায় ৩,৭৩,৪৮৮ জন অংশগ্রহণকারীর মাঝে নিরাপদ উপকরণ ও সেবার অভিগম্যতা বাড়ানো, প্রযুক্তি হস্তান্তর, আর্থিক পরিষেবা উন্নয়ন, খামার ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা যান্ত্রিকীকরণ, প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্যের সনদায়ন এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্য বিপণনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি খাতে ভ্যালু চেইন কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ৫৪,২৭৩ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাঝে ৩৫২.২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ খাত: RMTP-এর আওতায় ইতোমধ্যে 'নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষক আটটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে এ উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে ২৬,২৬০ জন কৃষক বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক উন্নয়ন পরিষেবার আওতাভুক্ত হয়েছেন। এছাড়া, এই ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ১২টি জেলার ৩৬টি উপজেলার সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুচ্ছসমূহের ২০১,৪৮০ জন খামারি, উদ্যোক্তা এবং উপখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট মার্কেট এক্টরদের নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় GGAP- HACCP বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য Bio-Tec-এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে। খামার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা যান্ত্রিকীকরণে ট্রেড গ্লোবাল লিমিটেড; নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্যের সরবরাহে নারিশ পোলট্রি এন্ড হ্যাচারি লিমিটেড; মহিষ, ভেড়া ও ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারণের জন্য ব্র্যাক; লাইভ এনিমেল ও মাংস বিক্রয়ে জন্য বেঙ্গল মিট, মায়া এগ্রো, গ্রিন এগ্রো এবং উৎপাদিত জৈব সার বিক্রয়ে এসিআই কোম্পানীর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

হর্টিকালচার খাত: RMTP-এর আওতায় হর্টিকালচার খাত উন্নয়নে ১৯টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে, উক্ত ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চগড় জেলার, তেঁতুলিয়া উপজেলার শারিয়ালজোত ও দর্জিপাড়া গ্রামে আটজন নারী উদ্যোক্তার মাধ্যমে টিউলিপ ফুলচাষ করে আশাব্যঞ্জক সফলতা পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে কৃষক পর্যায়ে সফলভাবে টিউলিপ ফুল ফোটানোর এটাই প্রথম উদাহরণ।

এছাড়া, ১৯টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী নির্বাচন, প্রদর্শনী প্লটের জন্য জায়গা/স্থান নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় উন্নত জাতের ফল, ফসল ও ফুলের জাত সংগ্রহ, জৈব বালাইনাশক ও খামার যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানির সাথে সহযোগী সংস্থার ১২টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উচ্চ মূল্যের ফল ও ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় জৈব ফার্ম এগ্রো লিমিটেড, জৈব সার সরবরাহের ও জৈব বালাইনাশক সরবরাহের জন্য ইস্পাহানী লিমিটেড এবং উচ্চ মূল্যমানের ফলের চারা সরবরাহের জন্য ব্র্যাক নার্সারির সাথে সমাঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

নির্বাচিত এ সকল ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩টি জেলার ৪২টি উপজেলার ১২৬,০০৮ জন কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নানাবিধ কারিগরি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রজাতির ফল, ফসল ও সবজির চারা, প্রযুক্তি সহায়তা, ব্র্যান্ডিং, সার্টিফিকেশন, বাজার সম্প্রসারণ বিষয়ে সহায়তা পাচ্ছেন।

মৎস্য খাত: তিন বছর মেয়াদি এ উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে নয়টি জেলার ৩১টি উপজেলার ৪৬,০০০ মৎস্যচাষি, মৎস্যজাত পণ্যের উদ্যোক্তা ও অন্যান্য মার্কেট এক্টর নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা: প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৯,৫১৩ জন সদস্যকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া, ৯১,৩৫৯ জন সদস্যকে পুষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুর ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সহযোগী সংস্থার ৮৯০ জন কর্মীকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ৬৯০ জন সদস্যকে ব্যবসা ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্পের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণী পালন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ১২,৪৩৬ জন। নিরাপদ পণ্য উৎপাদনের জন্য GGAP-HACCP বিষয়ে ২৬ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি, ৫,৪১০ জন লিড খামারিকে GGAP বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বেকার ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর তরুণদের উপযুক্ত কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে বিশেষ এ প্রকল্প

SEIP প্রকল্প

দেশের বেকার ও পিছিয়েপড়া পরিবারের তরুণদের বাজার চাহিদাতাড়িত কারিগরি প্রশিক্ষণ ও টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোপূর্বে প্রকল্পটির প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের সফল বাস্তবায়ন শেষে জুলাই ২০২১ থেকে তৃতীয় মেয়াদের বাস্তবায়ন শুরু করেছে পিকেএসএফ। এ ধাপে প্রকল্পের আওতায় তিন মাস মেয়াদি ১৫টি নিয়মিত ট্রেডে ১২,০০০ তরুণকে সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২৬,৫৭৯
জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন

১৯,০১০
জন দেশে-বিদেশে কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন

এ প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ৩টি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৪০০ জন প্রতিবন্ধী ও ৬০০ জন এতিম তরুণ এবং ৬ মাস মেয়াদি কেয়ারগিভিং ট্রেডে ১,৮০০ তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পের শর্তানুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী তরুণদের মধ্যে ন্যূনতম ৬০ শতাংশের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি: প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় পিকেএসএফ-এর ২৯টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫টি ট্রেডে লক্ষ্যভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীর বিপরীতে ৪,৫৩৫ জন নিবন্ধিত হয়েছে। নিবন্ধিতদের মধ্যে এ সময় পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে ৩,১৪১ জন, যাদের ১,৬৪৬ জন ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদের (ডিসেম্বর ২০২৩) মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ কাজ করছে। উল্লেখ্য, SEIP প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয় এবং চলমান তৃতীয় ধাপের নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বমোট ১৮টি ট্রেডে লক্ষ্যভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীর বিপরীতে এ পর্যন্ত ২৮,৩৫১ জন নিবন্ধিত হয়েছে এবং ২৬,৫৭৯ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে এবং ১৯,০১০ জন দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়েছে।

বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: SEIP প্রকল্পের তৃতীয় মেয়াদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ এবং Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU)-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে দুটি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (সিআরপি, সাভার এবং ডিআরআরএ, সাতক্ষীরা) সঙ্গে অনুদান চুক্তি সম্পন্ন করে চারটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে।

পাশাপাশি, তৃতীয় মেয়াদের এ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় দেশের এতিম ও অনাথ তরুণদের প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং SDCMU-এর মধ্যে ১৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তি অনুসারে পিকেএসএফ-এর চারটি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (এসডিএস, শরীয়তপুর; মটস, ঢাকা; এসওএস, ঢাকা; এবং আরআরএফ, যশোর) মাধ্যমে ছয়টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনার কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়া, দেশে এবং দেশের বাইরে বার্ধক্য ও শুশ্রূষাজনিত সেবার চাহিদা বাড়ার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দেশের বেকার তরুণদের উন্নততর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং SDCMU-এর মধ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, পিকেএসএফ ১৩টি নির্বাচিত সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষায়িত কেয়ারগিভিং ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর পরিবেশগত টেকসহিতা অর্জনের সক্ষমতা বাড়ানো

SEP প্রকল্প

বাংলাদেশের ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর পরিবেশগত টেকসহিতা অর্জনের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটিতে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ। পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের মোট বাজেট ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করেছে ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৬৪
উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন

৬৭৭.২
কোটি টাকা ঋণ মাঠ পর্যায়ে বিতরণ

প্রকল্প পরিচিতি

নাম Sustainable Enterprise Project (SEP)

মেয়াদ ৫ বছর

অর্থায়নকারী বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ

তহবিল ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
বিশ্বব্যাংক: ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
পিকেএসএফ: ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতভুক্ত বিভিন্ন ব্যবসায়িক উপখাতের অন্তর্গত ও বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সম্ভাবনাময় ব্যবসাগুচ্ছগুলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, এসইপি-এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৪৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩০টি উপখাতের অন্তর্গত ৬৪টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহে পরিবেশগতভাবে টেকসই অনুশীলন চর্চা বাড়ানো। জুন ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ কর্তৃক ৪৭টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে সর্বমোট ৭১৬ কোটি টাকার 'অগ্রসর' ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত অর্থ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ইতোমধ্যে ৬৭৭.২০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এসইপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে প্রকল্পের সদস্য ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বাড়ানোসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪৫,৪৮৬ জন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাকে (২০,৬৮৪ নারী, ২৪,৮০২ পুরুষ) দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবেশবিষয়ক সচেতনতা, বাজার সংযোগ, ব্যবসায়িক সনদায়ন এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

'সন্তোষজনক' রেটিং প্রাপ্তি: বিগত ৯-১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল Implementation Support Mission পরিচালনা করে। মিশন শেষে তাঁরা প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রমকে 'সন্তোষজনক' হিসেবে আখ্যা দেন। এই মিশনে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার ওপর বিভিন্ন উপস্থাপনা প্রদান এবং সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মিশনের অংশ হিসেবে প্রতিনিধি দলের একাংশ নারায়ণগঞ্জে তাঁত (জামদানি) উপখাতের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের শেষ পর্যায়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাদের মিশনের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে পরিচালিত ৬টি মিশনেই বিশ্বব্যাংক এসইপি-এর অগ্রগতি 'সন্তোষজনক' হিসেবে চিহ্নিত করে।

৮০ শতাংশ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ পরিবেশগত চর্চা রপ্ত করেছে: প্রকল্পের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অগ্রগতি যাচাই করার লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষাটি পরিচালনা করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pathmark Associate Limited। সমীক্ষায় দেখা যায় ৮০ শতাংশের বেশি ক্ষুদ্র-উদ্যোগ অন্তত একটি পরিবেশগত চর্চা রপ্ত করেছে এবং এদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ চর্চাটি ভবিষ্যতে চালু রাখবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের মাঠ পরিদর্শন: ৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কিশোরগঞ্জের ভৈরবের পাদুকা ব্যবসাগুচ্ছের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বিশ্বব্যাংকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হার্টউইগ শ্যাফার। এ সময় সঙ্গে ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি মিয়াং টেম্বন। হার্টউইগ শ্যাফারসহ অন্যান্য প্রতিনিধি পাদুকা প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের স্থানীয়ভাবে কারিগরি সহযোগিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এসইপি-এর অর্থায়নে নির্মিত সাধারণ সেবা প্রদানকারী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁরা কেন্দ্রটির কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

উদ্ভাবনী তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালা: উদ্ভাবনী তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটালাইজেশন, উদ্ভাবনী অর্থায়ন ব্যবস্থার অনুসন্ধান, পরিবেশবান্ধব প্রকিউরমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে ২৮ মার্চ ২০২২ থেকে ৫ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত 'Adoption of Environmentally Sustainable Practices and Environmental Certifications by MEs' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এর উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং এতে সূচনা বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার উন জু এলিসন। কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য দেন বিশ্বব্যাংক-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি মিয়াং টেম্বন। কর্মশালার বিভিন্ন সেশনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং পেশাজীবীরা বিভিন্ন দেশের নীতি, বিগ ডেটা ম্যানেজমেন্ট, ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং, উদ্ভাবন এবং সবুজ অর্থায়ন নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

নাজ থিওরি প্রয়োগ: ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের আচরণে টেকসই পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে নাজ থিওরি প্রয়োগের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে এসইপি। ইতোমধ্যে নাজ থিওরির ওপর ভিত্তি করে একটি কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি ও অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে দক্ষতা ও জ্ঞান বাড়ানোর জন্য এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। 'নাজ থিওরি' আচরণগত বিজ্ঞানের এমন এক তত্ত্ব, যেখানে পছন্দের এমন নকশা করা হয় যা মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এটি মানুষের আচরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি টেকসই সমাধান হতে পারে, যা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য – ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা রপ্তকরণ – অর্জনে সহায়ক হবে।

জ্ঞান ব্যবস্থাপনা

যোগাযোগ ও প্রকাশনা

আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশেও যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। যোগাযোগের বিভিন্ন প্রযুক্তিতে এসেছে নানারকমের বৈচিত্র্য। তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন আধুনিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন আধেয় পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যোগাযোগের নানা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করছে।

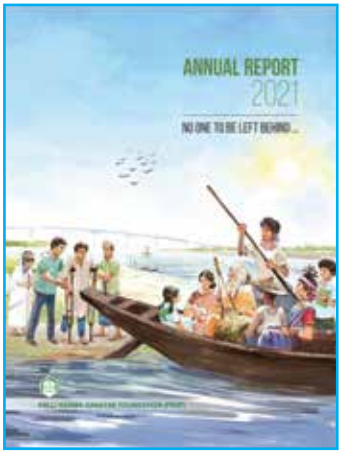

যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের প্রকাশনা সংক্রান্ত দুটি প্রধান কাজ হলো পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ত্রৈমাসিক তথ্যসাময়িকী (পিকেএসএফ পরিক্রমা) বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা। পিকেএসএফ পরিক্রমাতে তিন মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তথ্য প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ সেশনের প্রতিবেদন, কর্মশালা, সেমিনার, পিকেএসএফ-এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাঠ পরিদর্শন, কেস স্টাডি এবং ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি। পিকেএসএফ পরিক্রমা পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের তিন মাসের কাজের অগ্রগতির ডকুমেন্টেশন হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা পিকেএসএফ কার্যক্রমের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিফলন।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট পিকেএসএফ-এর সংবাদ প্রকাশের জন্য প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক উভয় ধরনের গণমাধ্যমের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে। গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়মিত বিরতিতে মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। গণমাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সংবাদ সম্প্রচার এবং পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়।

পিকেএসএফ-এর একটি সুবিস্তৃত ও তথ্যবহুল ওয়েবসাইট (www.pksf.org.bd) রয়েছে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির হালনাগাদকৃত তথ্য এবং পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের নিবিড় তত্ত্বাবধানে নিয়মিতভাবে পিকেএসএফ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি ওয়েবসাইটটি নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা আগের চেয়েও তথ্যবহুল, ব্যবহারবান্ধব ও নান্দনিক।

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথ্য ও সংবাদ পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছানোর লক্ষ্যে পিকেএসএফ ফেইসবুক (facebook.com/PKSF.org) পেইজ পরিচালনা করছে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অডিও-ভিজুয়াল নিয়মিতভাবে পিকেএসএফ-এর ফেইসবুক পেইজে প্রকাশ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা ও মুদ্রণের কাজও যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট বিশেষ গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করে থাকে। এই প্রকাশনাসমূহ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে পিকেএসএফ-এর সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরার পাশাপাশি পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্যোগের প্রভাব আরও অধিক কার্যকর করে তুলতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট বিভিন্ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পের প্রামাণ্যচিত্র, ব্রশিয়র, নিউজলেটার, ফ্লিপ-চার্ট, বুকলেট, রেফারেন্সের শর্তাবলি, সমঝোতা স্মারক, নিবন্ধ, প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ মডিউল, পোস্টার ইত্যাদি তৈরিতে সহায়তা প্রদান করে।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট ২০২২ সালে পিকেএসএফ প্রোফাইল (ইংরেজি ভাষায়) প্রকাশ করে। এছাড়া, বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১ (বাংলা ও ইংরেজি), নিউজলেটার 'পিকেএসএফ পরিক্রমা' বাংলা ও ইংরেজি, ডায়েরি-ক্যালেন্ডার-২০২২ প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর সার্বিক কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্যচিত্র এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের মৃত্যুতে পিকেএসএফ আয়োজিত স্মরণসভায় আবদুল মুহিতের জীবন, কর্ম এবং পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রায় তার অবদান শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। এছাড়া, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রদর্শনের জন্য একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের টেকসহিতার স্বার্থে সুশাসন নিশ্চিতের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে

প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন

পিকেএসএফ সারা দেশে দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। বেশিরভাগ সহযোগী সংস্থা '৯০-এর দশক থেকে কাজ করছে। ইতোমধ্যে, পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থা উভয়ের কার্যক্রমের পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো বড় হচ্ছে এবং সময়ের সাথে সাথে অর্থের প্রবাহও বাড়ছে। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং প্রতিষ্ঠানের টেকসহিতার জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৬-এর সাথে সম্পর্কিত। তাই, পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক টেকসহিতা এবং সুশাসনের সমস্যাটি মোকাবিলা করার সময় এসেছে। ইস্যুটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ এটিকে পিকেএসএফ-এর মূলধারার কার্যক্রম হিসেবে একীভূত করেছে।

সহযোগী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন বিষয়ে বর্তমান অবস্থা ও ঘাটতি নিরূপণসহ ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদনের একটি অংশে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতার প্রধান সমস্যাগুলো হলো দক্ষ জনবলের অভাব, স্টাফ ড্রপআউট, অদক্ষ জনবল ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও তদারকির অপ্রতুলতা, আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী মহলের তদবির, সময়োপযোগী নীতিমালা না থাকা এবং থাকলেও তার কার্যকর বাস্তবায়নের অভাব, দুর্বল তহবিল ব্যবস্থাপনা, এনজিওদের প্রতি স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনীতিবিদদের নেতিবাচক মনোভাব, কতিপয় স্টাফ কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ, সচেতনতার অভাব, সিদ্ধান্ত যথাসময়ে বাস্তবায়ন না হওয়া ইত্যাদি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য পিকেএসএফ-এর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং প্যানেল লিডারদের সাথে পরামর্শ করে প্রতিটির জন্য দুটি ভিন্ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক টেকসহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক দৃঢ়তর করা। সহযোগী সংস্থার মধ্যে সততা এবং মূল্যবোধের চর্চা সুদৃঢ় করাও এর লক্ষ্য।

শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কার্যক্রম

পিকেএসএফ প্রতি বছর শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। এ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর ৪১ জন কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং নৈতিকতা কমিটির সভাসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী গত ১৯ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর তিন জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন মোঃ আশরাফুল হক, উপ-মহাব্যবস্থাপক; মোঃ আশরাফ হোসেন, ব্যবস্থাপক; এবং মোঃ রাকিবুল হাসান, অফিস কর্মী গ্রেড-২। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি তাদের এ পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল যাচাই ও কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এ শাখা

গবেষণা ও উন্নয়ন

গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে গবেষণা পরিচালনা করে। ২০২২ সালে শাখাটি মোট ছয়টি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে প্রায় ৯০টি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।

৯০
গবেষণাকর্ম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পরিচালিত

০৬
গবেষণাকর্ম ২০২২ সালে সম্পাদিত

২০২২ সালে পরিচালিত গবেষণাসমূহের মূল বিষয়বস্তু হলো: কোভিড-১৯-এর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় Livelihood Restoration Loan (LRL)-এর কার্যকারিতা, বর্জ্য কাগজ রিসাইক্লিং প্লান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই, দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী জেলাসমূহে পানি-দারিদ্র্য, শ্রমের ধরনের ওপর নির্ভর করে কর্মজীবনের ব্যাপ্তি নির্ধারণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন এবং পিকেএসএফ-এর ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান। এছাড়া, এ শাখা পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের বিবিধ কার্যক্রমের ওপর গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য পরামর্শক নির্বাচনে সহায়তা, ইনসেপশন রিপোর্ট পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণবিষয়ক পরামর্শ প্রদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা দিয়ে থাকে।

কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় LRL-এর কার্যকারিতা যাচাইয়ে, গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা ৬টি বিভাগের ১২টি জেলায় ৬০০ খানার ওপর একটি স্টাডি পরিচালনা করে। এ গবেষণায় উঠে আসে যে অতিমারির পূর্বে -

- শ্রমশক্তির প্রায় ৪৬% পূর্ণকালীনভাবে কর্মে নিয়োজিত ছিল; অতিমারিকালে এ হার ১৫%-এ নেমে আসে এবং জরিপকালে (রিকভারির সময়ে) এ হার বেড়ে ৪৪% হয়,

- খানার গড় মাসিক আয় ছিল ৩০,০০০ টাকা; অতিমারিকালে এ আয় ১৫,০০০ টাকায় নেমে আসে এবং জরিপকালে এ আয় বেড়ে ২৭,০০০ টাকা হয়,

- প্রায় ১১% খানা দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত ছিল; অতিমারিকালে এ হার বেড়ে ৫৭% হয় এবং জরিপকালে তা ১৭%-এ নেমে আসে, এবং

- প্রায় ৯৭% খানারই পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য কেনার সামর্থ্য ছিল; অতিমারিকালে এ হার ৩৫ শতাংশে নেমে আসে এবং জরিপকালে এ হার বেড়ে ৮১%-এ উন্নীত হয়।

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্যার বিশ্লেষণ এবং সমস্যার সমাধান ও সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা একটি স্টাডি পরিচালনা করে। এ গবেষণায় উঠে আসে যে, পিকেএসএফ নিরাপদ পানিবিষয়ক সমস্যার নিরসনে দুই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। প্রথমত, পাথরঘাটা উপজেলায় যে সব পানি সরবরাহ স্থাপনা অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে তার তালিকা প্রস্তুত করা এবং এই সব স্থাপনার যথোপযুক্ত মেরামত এবং

এগুলোর ভবিষ্যৎ তদারকির জন্য কমিটি গঠন। দ্বিতীয়ত, ওই অঞ্চলের সার্বিক চাহিদা পূরণে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট ও Pond Sand Filter (PSF) সহকারে গভীর নলকূপ স্থাপন করা।

বর্জ্য কাগজ রিসাইক্লিং প্লান্ট স্থাপনে বর্জ্য কাগজের পরিমাণ নির্ণয়, পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই এবং আয়-ব্যয় অনুপাত অনুসন্ধান করার জন্য পিকেএসএফ-এর গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা আরেকটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণা প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয় যে, পিকেএসএফ নিজস্ব ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মসূচির আওতায় একটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ঢাকার নিকটস্থ কোনো স্থানে ছোট আকারের রিসাইক্লিং প্লান্ট স্থাপন ও এর ব্যয়ভার নির্বাহ করতে পারে।

বিকল্প সুপারিশ করা হয় যে, পিকেএসএফ নিজস্ব উদ্যোগে একটি রিসাইক্লিং প্লান্ট স্থাপনের পরিবর্তে BRAC-এর সাথে যৌথভাবে তা পরিচালনা করতে পারে। এ ব্যবস্থায় পিকেএসএফ তার ব্যবহৃত সব ধরনের বর্জ্য-কাগজ বিনা খরচে সরবরাহ করবে এবং সে অনুযায়ী প্লান্ট হতে রিসাইকেলকৃত দ্রব্যসমূহ আনুপাতিক হারে গ্রহণ করতে পারে।

দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সার্বিক কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে কাজ করছে এ শাখা

প্রশিক্ষণ

চিন্তাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পেশাগত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ এক পরীক্ষিত কৌশল। এ বিবেচনায় পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা শুরু থেকেই সহযোগী সংস্থাসমূহের জনবল উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। প্রশিক্ষণ শাখা সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে দেশি ও বিদেশি অন্যান্য সংস্থার চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ অনলাইন (ভার্চুয়াল) ও অফলাইন (শ্রেণিকক্ষভিত্তিক) ব্লেন্ডিং পদ্ধতি অনুসরণ করেছে।

৮১
ব্যাচে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

১,১১৮
কর্মকর্তাদের (সহযোগী সংস্থার) প্রশিক্ষণ প্রদান

২০২১-২০২২ অর্থবছরের শ্রেণিকক্ষভিত্তিক ১৭টি ব্যাচে মোট ৩৫২ জন এবং অনলাইন প্রশিক্ষণের আওতায় ৩২টি ব্যাচে মোট ৭৬৬ জনসহ উভয় ধরনের প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৪৯টি ব্যাচে ১,১১৮ জন সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

'ট্যুর গাইড' প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ পাহাড়ি এলাকার দরিদ্র যুবাদের (নারী ও পুরুষ) প্রশিক্ষিত 'ট্যুর গাইড' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, প্রশিক্ষণ শাখা সহযোগী সংস্থা Integrated Development Foundation (IDF)-এর মাধ্যমে ৬-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মেয়াদে পাহাড়ি তুলা গবেষণা কেন্দ্র, বালাঘাটা, বান্দরবান-এ ৬০ ঘণ্টা মেয়াদি একটি 'ট্যুর গাইড' প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে। এ আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সে বান্দরবান জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ২০ জন বেকার যুব (নারী ও পুরুষ) অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের আওতাধীন 'ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (NHTTI)' উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিচালনা করে। প্রশিক্ষণটি সংশ্লিষ্ট সকল মহলে বেশ প্রশংসিত হওয়ায় পরবর্তী সময়ে সুন্দরবন, কক্সবাজারসহ দেশের অন্যান্য পর্যটন স্পটেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের সুযোগ ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

'শিখন ভ্রমণ' কার্যক্রম

পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে 'শিখন ভ্রমণ' কার্যক্রম হিসেবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিশেষ গুরুত্বের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া, প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত 'শিখন ভ্রমণ' কার্যক্রমের আওতায় 'বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর', 'বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার' ও 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর' পরিদর্শনে নেওয়া হয়।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পিকেএসএফ-এর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনা করা হয়েছে। পরিস্থিতি উন্নতির পর অনলাইনে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার পরিবর্তে পিকেএসএফ-এর কার্যালয় ও প্রয়োজন সাপেক্ষে সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১২ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বহিঃরিসোর্স পুল গঠন

সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মৌলিক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কোর্সের অধিবেশন পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য বহিঃরিসোর্স পারসনদের প্রশিক্ষণ শাখার রিসোর্স পুলে যুক্ত করা হচ্ছে। উক্ত রিসোর্স পারসনদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির, উপাচার্য, গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; শিপা হাফিজা, সাবেক পরিচালক, ব্র্যাক প্রশিক্ষণ বিভাগ; নিলুফার আহমেদ করিম, সাবেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার, বিআইএম; সৈয়দ ওয়ালিউল ইসলাম, হেড অব ট্রেনিং, বাংলাদেশ এনজিও ফোরাম; মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, সাবেক প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, ব্র্যাক; মোঃ ফজলুল হক, উপ-নির্বাহী পরিচালক, সাজেদা ফাউন্ডেশন; মোঃ মাহবুব-উল আলম, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, বিআইএম এবং নুসরাত শারমিন, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এন্ড অপারেশনস স্পেশালিস্ট, বিশ্বব্যাংক।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

দেশে প্রশিক্ষণ: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর মোট ৭৪৫ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন (একজন কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন)। এ প্রশিক্ষণসমূহ ইফেক্টিভ টিম ম্যানেজমেন্ট, জনসংযোগে উত্তম চর্চা, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার ফর এডাপটেশন, ফিন্যান্সিয়াল, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড অডিটিং ম্যানেজমেন্ট, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা, ডিজিটাল স্বাক্ষর, পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, রিসার্চ মেথোডলজি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত হয়। করোনা অতিমারির প্রাদুর্ভাবের কারণে কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনলাইনেও অনুষ্ঠিত হয়।

বিদেশে প্রশিক্ষণ: বিগত অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর তিনজন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সভায় অংশগ্রহণ করেন। ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৫ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আয়োজনে জার্মানির বন শহরে ২১-২৫ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Technical Assessment Session of Proposed Forest Reference Emission Levels and/or Forest Reference Levels শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন। ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ২১-২৩ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত Adaptation Fund Board Secretariat এবং Fundecooperacion কর্তৃক কোস্টারিকায় যৌথভাবে আয়োজিত Enhanced Direct Access (EDA) শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, মোঃ মজনু সরকার, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) International Fund for Agricultural Development (IFAD) এবং Danish International Development Agency (DANIDA)-এর আয়োজনে কোপেনহেগেন, ডেনমার্কে ১৬ মে থেকে ০৩ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Food Safety in the Dairy Sector শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

আয়োজন ও অনুষ্ঠান

প্রথমবারের মতো পিকেএসএফ দিবস উদ্‌যাপন

'সাম্যের সাথে উন্নয়নের পথে' প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে উদ্‌যাপিত হলো 'পিকেএসএফ দিবস ২০২২'। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এবারই প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলো পিকেএসএফ।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজধানীর খামারবাড়ি সড়কে অবস্থিত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিওবার্তার মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শরিফা খান, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

এ আয়োজনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল বিগত তিন দশকে পিকেএসএফ-এর পর্ষদ প্রধান ও নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালনকারী অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গের একই মঞ্চে একসাথে উপস্থিতি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর প্রথম চেয়ারম্যান এম সাইদুজ্জামান, চতুর্থ চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক বদিউর রহমান, নবম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ আবদুল করিম এবং দশম ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। এছাড়া, পিকেএসএফ পর্ষদের বর্তমান ও সাবেক সদস্য, সহযোগী সংস্থাসমূহের শীর্ষ নির্বাহী, গণমাধ্যমকর্মীসহ নানা শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

স্বাগত বক্তব্যে ড. হালদার বলেন, কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ব্রত নিয়ে ১৯৯০ সালে মাত্র ৪০ কোটি টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করা পিকেএসএফ আজ প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকার তহবিল সৃষ্টি করেছে; দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবা পৌঁছে দিচ্ছে ১.৬ কোটিরও বেশি পরিবারের কাছে। ভবিষ্যতে এ অগ্রযাত্রা আরও বেগবান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

পিকেএসএফ-এ কার্যকালকে নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করে মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তারা যে নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেন, তা প্রশংসনীয়।

ড. মোঃ আবদুল করিম বলেন, পিকেএসএফ-এর কর্মদক্ষতার কারণে অর্জিত সুনাম বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ভূমিকা রেখেছে। এ কারণেই আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা পিকেএসএফ-এর সাথে কাজ করতে সবসময় আগ্রহ প্রকাশ করে।

পিকেএসএফ-এর কর্মপন্থা ও কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনার তাগিদ দিয়ে বদিউর রহমান বলেন, তিন দশক আগের বাস্তবতা আর বর্তমান পরিস্থিতি এক নয়। পিকেএসএফ-এর উচিত বাংলাদেশের ৯১ হাজার গ্রামের জন্য এলাকা-সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

ড. ফরাসউদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, সরকারকে অনুরোধ করে কুটির, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশে পিকেএসএফ-এর কাজ করা উচিত। তাহলে, এসব উদ্যোগ জাতীয় অর্থনীতিতে আরও বড় পরিসরে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বত্রিশ বছর ধরে পিকেএসএফ-এর বিকাশ ও বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করতে পারায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন বলে জানান প্রথম চেয়ারম্যান এম সাইদুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি শরিফা খান বলেন, মানুষের জীবন-জীবিকার সকল ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম রয়েছে। দেশে নীরবে ঘটে যাওয়া কৃষি বিপ্লবেও অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে এ প্রতিষ্ঠান।

প্রধান অতিথি ড. গওহর রিজভী তার ভিডিওবার্তায় বলেন, সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করতে হলে সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে হবে।

সমাপনী বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, টেকসই উন্নয়ন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ। 'কেউ রবে না পিছিয়ে' - এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এর মাধ্যমে সব মানুষের মানব মর্যাদা নিশ্চিতে নিরলস কাজ করছে পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ দিবস ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন এবং পিকেএসএফ-এর নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয় এ অনুষ্ঠানে। পিকেএসএফ দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনের দ্বিতীয় ভাগে পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে সহযোগী সংস্থার আমন্ত্রিত নির্বাহী প্রধানদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর, সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর আগে, ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে পিকেএসএফ দিবস উপলক্ষ্যে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে নারীর কার্যকর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য

নারী দিবসের সেমিনারে বক্তারা

সারা দেশে দেড় কোটিরও বেশি পরিবার পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে দেওয়া বিভিন্ন আর্থিক এবং অ-আর্থিক পরিষেবা উপভোগ করে। এই অংশগ্রহণকারীর ৯০ শতাংশেরও বেশি নারী, কারণ নারীর নিবিড় সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো উন্নয়ন উদ্যোগ টেকসই হয় না। পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে এমন মন্তব্য করেন।

পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে ১০ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতা: পিকেএসএফ ও এসডিজি-৫' শীর্ষক এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শেখ মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

২০০৮-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি এক নতুন রূপ পেয়েছে উল্লেখ করে প্রধান অতিথি ডা. দীপু মনি বলেন, "এটি সত্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সংসদ উপনেতা, স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা নারী। অথচ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীর অবস্থান এখনও কম"। নারীবান্ধব রাজনীতিতে নারীর আরও বেশি অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় রীতিনীতিতে একজন নারীকে অনেক বেশি 'না' শিখতে হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই 'না'-এর দেয়াল ভাঙতে নারীকে সাহস জোগাতে হবে। "নারীকে তার অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই শক্তি দিয়ে নারীকে সব জয় করতে হবে"।

অনুষ্ঠানের সভাপতি, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমে নারীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। একসময় মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীরা নামমাত্র

সদস্য থাকতেন। অর্থ সহায়তা পেয়ে, তার পুরোটাই তাদের স্বামী বা বাবার হাতে তুলে দিতেন। সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রাপ্ত অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিচ্ছেন, টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের জন্য যা অপরিহার্য।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শেখ মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ বলেন, নারীদের গৃহস্থালি কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় না, যা দুর্ভাগ্যজনক। পুরুষের পরিবার ও সমাজজীবনে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারীর জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

সেমিনারে ড. হালদার কর্তৃক উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. নিয়াজ আহমেদ খান, উপ-উপাচার্য, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এবং ড. মাহবুবা নাসরীন, উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের সাইকেল উপহার

পিকেএসএফ-এর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি তহবিলের আওতায় ২৭ জুন ২০২২ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ অনগ্রসর সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৭৫টি সাইকেল বিতরণ করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসন আয়োজিত তিন দিনের বর্ণিল অনুষ্ঠানের শেষ দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে সাইকেল তুলে দেন জেলা প্রশাসক এ কে এম গালিভ খান।

অভিযোজন তহবিল-এর NIE Country Exchange Program-এ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ

ভারতের National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে 'NIE Country Exchange Program ২০২১' শীর্ষক তিনদিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অ্যাডাপটেশন ফান্ড-এর মোট ১২টি National Implementing Entity (NIE)-এর (ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ফেডারেটেড স্টেটস অফ মাইক্রোনেশিয়া, ইউনাইটেড রিপাবলিক অব তানজানিয়া, নাইজার, ইন্দোনেশিয়া, বেনিন, কোস্টারিকা, পেরু, জিম্বাবুয়ে, পানামা, বাংলাদেশ এবং ভারত) প্রতিনিধিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দও ওয়েবিনার সিরিজে অংশগ্রহণ করেন। অন্যতম বক্তা হিসাবে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২৪ আগস্ট ২০২১ অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে অনুষ্ঠিত Knowledge Fair-এ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

সাবেক অর্থমন্ত্রী এএমএ মুহিতের স্মরণসভা

একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান বাংলাদেশে তার মতো বড় মনের মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি রেকর্ড সংখ্যক ১২ বার জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে তার মেয়াদকালে বাংলাদেশ বাজেটের আকারে বৃদ্ধি, স্থির প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণের পেছনে তিনি ছিলেন অন্যতম চালিকাশক্তি।

পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রার অংশীদার সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের মৃত্যুতে ৯ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ আয়োজিত এক স্মরণসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুহিতের সহোদর আবু সালেহ আবদুল মুইজ। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত অর্থমন্ত্রীর বোন নাজিয়া খাতুন ও শিপা হাফিজ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী মুহিতের জীবন, কর্ম এবং পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রায় তার অবদান বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়।

অর্থনীতির পাশাপাশি শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও খেলাধুলার প্রতি মুহিতের গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি অর্থনীতি, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের ৩১টি বই লিখেছেন এবং ২৫টি দেশি-বিদেশি বই সংকলন করেছেন।

পিকেএসএফ-সংশ্লিষ্ট দুই প্রতিষ্ঠান প্রধানের বেগম রোকেয়া পদক লাভ

নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের জন্য 'বেগম রোকেয়া পদক-২০২২'-এ ভূষিত হয়েছেন পিকেএসএফ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নাসিমা বেগম এবং ফরিদা ইয়াসমিন।

৯ ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুষ্ঠানে মোট পাঁচ নারীর হাতে সম্মানজনক এ পদক তুলে দেন।

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে অবদানের জন্য পদকপ্রাপ্ত নাসিমা বেগম পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের-এর নির্বাহী পরিচালক। অপরদিকে, ফরিদা ইয়াসমিন PKSF-এর SEIP প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট অংশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন ও গবেষণা সমিতি (DRRA)-এর প্রধান নির্বাহী। তিনি এ পদক পেয়েছেন নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য।

তাদের এ সম্মাননা প্রাপ্তি পিকেএসএফ-এর নারীবান্ধব পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উচ্চপর্যায়ের স্বীকৃতি। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে তাঁদের অভিনন্দন। ২০২২ সালের বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন – রহিমা খাতুন, অধ্যাপক কামরুন নাহার বেগম ও আফরোজা পারভীন।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদল-এর কুমিল্লায় পিকেএসএফ-এর আবাসন কার্যক্রম পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি মিয়াং টেম্বন-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংক-এর একটি প্রতিনিধি দল ২০ মে ২০২২ তারিখে কুমিল্লা শহরে লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলআইসিএইচএসপি)-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে।

দিনব্যাপী এ সফরে দলটির সঙ্গে ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক এবং এলআইসিএইচএসপি-এর প্রকল্প পরিচালক ড. এ কে এম নুরুজ্জামানসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করার জন্য এটিই ছিল এই অঞ্চলে বিশ্বব্যাংক-এর কান্ট্রি ডিরেক্টরের প্রথম সফর।

নির্বাচিত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত স্বল্প আয়ের জনবসতির আবাসন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত এলআইসিএইচএস প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত ৩টি নতুন বাড়ি পরিদর্শন করে বিশ্বব্যাংক-এর এ প্রতিনিধি দল। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিশ্বব্যাংক-এর প্র্যাকটিস ম্যানেজার রবিন মারন্স, সিনিয়র সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট সাবাহ মঈন ও আখতার জামান এবং কনসালট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রফিকুল ইসলাম-সাসদা।

পরিদর্শনের সময় বিশ্বব্যাংক-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি মিয়াং টেম্বন, প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত কয়েকটি বাড়ি পরিদর্শন এবং তাদের জীবনমান উন্নত হওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' শ্রেণিতে মূল্যায়িত আবাসন প্রকল্প

বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলআইসিএইচপি)' প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং গুণগতমানকে 'Highly Satisfactory' ('অত্যন্ত সন্তোষজনক') হিসেবে মূল্যায়ন করেছে, যা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক যে কোনো প্রকল্পে প্রদত্ত সর্বোচ্চ রেটিং।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক তাদের রিপোর্টে বলে, "পিকেএসএফ ফলাফলের কাঠামোর সমস্ত সূচকের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। পূর্ববর্তী মিশনের পর থেকে, পিকেএসএফ শুধু ১৩টি প্রকল্প অনুমোদিত শহর ও শহরে আবাসন ঋণ বিতরণের গতি বজায় রাখেনি, তদুপরি প্রকল্প শেষ হওয়ার তারিখের কয়েক মাস আগেই ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আশ্রয়ণ ক্রেডিট লাইনের সম্পূর্ণ ব্যবহার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

বিশ্বব্যাংক Aide-Memoire উল্লেখ করে, গত বছরে পোর্টফোলিওর মান ক্রমাগত উন্নত হয়েছে, কারণ অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা কোভিড-১৯ মহামারি থেকে সৃষ্ট অর্থনৈতিক আঘাত থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে এসেছে।

নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিতে বিতরণ করা ঋণ ছিল ৫৮.৬৫%, যা লক্ষ্যমাত্রা (৪০%) ছাড়িয়ে গেছে।

এ বছর শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন তিনজন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী ১৯ মে ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন – মোঃ আশরাফুল হক, উপ-মহাব্যবস্থাপক; মোঃ আশরাফ হোসেন, ব্যবস্থাপক; এবং মোঃ রাকিবুল হাসান, অফিস কর্মী গ্রেড-২।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত মোঃ আশরাফুল হক ১৯৯৯ সালে পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত আছেন।

মোঃ আশরাফ হোসেন ২০০৯ সালে পিকেএসএফ-এ যোগদানের আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বনবিদ্যা বিষয়ে এমএসসি এবং জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাসটেইনেবিলিটি সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি পিকেএসএফ-এর মানবসম্পদ শাখায় কাজ করেন।

মোঃ রকিবুল হাসান ২০১৯ সালে পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে বাংলায় এমএ ডিগ্রি লাভ করেন করেন। তিনি পিকেএসএফ-এ অফিস স্টাফ গ্রেড-২ হিসেবে কর্মরত আছেন।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

Independent Auditor's Report
To the General Body of
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion
We have audited the financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), which comprise the statement of financial position as at 30 June 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flows and statement of changes in equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) as at 30 June 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the International Ethics Standard Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB). We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with IFRSs, the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the organization's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that gives a true and fair view.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirement regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonable be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, we also report the following:

a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) so far as it appeared from our examination of those books; and

c) The statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No:2212201244AS829066

Dated: 20 Dec 2022
Dhaka, Bangladesh.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Financial Position
As at 30 June 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2022	30 June 2021
PROPERTIES AND ASSETS			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	4.00	706,220,396	721,755,503
Investment against provision for earn leave	5.00	264,597,743	248,267,036
Investment against PKSF fund- SF, PSF, DMF	6.00	4,556,000,000	4,406,500,000
Staff house building, computer & car loan	7.00	491,711,655	408,178,725
Loan to POs under core program	8.00	41,637,551,596	29,708,490,372
Loan to POs under project	10.00	6,069,719,440	3,220,654,608
Total non-current assets		**53,725,800,830**	**38,713,846,244**
Current assets			
Loan to POs under core program	8.00	34,986,395,367	37,042,873,929
Loan to POs under capacity building	9.00	560,934	560,934
Loan to POs under project	10.00	4,046,829,984	2,140,660,110
Service charges receivable	11.00	1,102,360,998	985,379,100
Interest and other receivables	12.00	141,086,028	158,326,110
Grant receivables	23.00	105,181,935	209,953,112
Advances, deposits and prepayments	13.00	2,548,772,092	1,806,187,027
Cash and cash equivalents	14.00	11,941,038,554	11,925,156,290
Total current assets		**54,872,225,892**	**54,269,096,612**
Total properties and assets		**108,598,026,722**	**92,982,942,856**

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2022	30 June 2021
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Capital fund			
Grants	15.00	23,492,523,271	17,926,675,271
Disaster management fund		5,437,081,560	5,337,929,880
Capacity building revolving loan fund (RLF)		100,000,000	100,000,000
Special fund		127,424,794	119,936,696
Programs- support fund		2,970,439,746	2,919,180,081
Retained surplus		34,093,757,313	31,191,507,379
Total capital fund		**66,221,226,684**	**57,595,229,307**
Non-current liabilities			
Microfinance loan under core program	16.00	19,289,406,296	19,695,763,468
Loan for other projects	17.00	12,879,005,000	7,916,460,000
Provision for interest on microfinance loan	18.00	281,220,331	162,934,875
Provision for interest on loan for other projects	19.00	157,448,509	93,821,292
Provision for earn-leave	20.00	276,323,919	256,626,142
Deferred income (Grant for assets)	21.00	47,974,772	43,726,673
Total non-current liabilities		**32,931,378,827**	**28,169,332,450**
Current liabilities			
Microfinance loan under core program	16.00	406,357,170	406,357,170
Provision for interest on microfinance loan	18.00	25,054,744	26,849,100
Advance received from development partners	22.00	2,980,306,817	1,347,698,857
Other liabilities	23.00	2,350,995,233	2,024,864,048
Loan loss provision - core program	24.00	3,479,815,325	3,304,824,696
Loan loss provision - capacity building	25.00	560,934	560,934
Loan loss provision - project	26.00	202,330,988	107,226,294
Total current liabilities		**9,445,421,211**	**7,218,381,099**
Total capital fund and liabilities		**108,598,026,722**	**92,982,942,856**

The annexed notes from 1 to 51 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Md. Mashiar Rahman
Deputy Managing Director

Dr. Nomita Halder ndc
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No: 2212201244AS829066

Dated: 20 Dec 2022
Dhaka, Bangladesh.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended 30 June 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2022	30 June 2021
INCOME			
Operating income			
Service charges	27.00	4,620,124,747	3,795,226,509
Grant income	28.00	2,114,696,647	1,632,121,501
		6,734,821,394	**5,427,348,010**
Non operating income			
Interest on bank balance and short term deposit	29.00	845,847,571	887,190,905
Other income	30.00	27,372,226	27,130,735
		873,219,797	**914,321,640**
Total		**7,608,041,191**	**6,341,669,650**
EXPENDITURE			
General and administrative expenses			
Manpower compensation (salaries, allowances & other facilities)	31.00	837,628,836	732,777,836
Retirement benefit	32.00	170,353,320	110,039,004
Training, workshop and seminar	33.00	84,410,435	9,144,044
Institutional development and capacity building	34.00	5,501,224	791,892
Program and project cost	35.00	2,719,019,915	2,276,139,707
Socio-economic & human capability improvement program	36.00	6,085,125	6,195,000
Monitoring and evaluation	37.00	20,186,115	9,455,970
Occupancy expenses	38.00	15,826,837	12,812,260
Research and publication	39.00	32,913,792	49,796,362
Depreciation	40.00	36,886,960	41,513,869
Administrative expenses	41.00	73,761,585	55,664,329
Total		**4,002,574,144**	**3,304,330,273**
Loan loss expenses	42.00	270,095,322	148,785,393
Financial cost of operation			
Borrowing cost	43.00	266,283,728	213,867,534
Bank charge & commission	44.00	6,594,956	7,349,133
Total		**272,878,684**	**221,216,667**
Total expenditure		**4,545,548,150**	**3,674,332,333**
Excesses of income over expenditures	15.00	**3,062,493,041**	**2,667,337,317**

The annexed notes from 1 to 51 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Md. Mashiar Rahman
Deputy Managing Director

Dr. Nomita Halder ndc
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No: 2212201244AS829066

Dated: 20 Dec 2022
Dhaka, Bangladesh.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Cash Flows

For the year ended 30 June 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka 1 July 2021 to 30 June 2022	 1 July 2020 to 30 June 2021
A. Cash flow from operating activities			
Excess of income over expenditure (surplus)		3,062,493,041	2,667,337,317
Add: Adjustment for items not involving the movement of cash	45.00	324,349,400	215,080,743
Surplus before changes in operating activities		**3,386,842,441**	**2,882,418,060**
Changes in operating activities			
(Increase)/decrease in assets other than loan to POs	46.00	(925,859,812)	(808,865,974)
(Increase)/decrease in loans to POs - current portion	47.00	150,308,688	(5,146,990,823)
(Increase)/decrease in loans to POs - non current portion	48.00	(14,778,126,056)	(7,092,436,326)
		(9,483,957,739)	**(13,048,293,123)**
Increase/(decrease) in current liabilities	49.00	324,336,829	649,806,634
Increase/(decrease) in non-current liabilities	50.00	181,912,673	125,514,199
		506,249,502	**775,320,833**
Net cash flows from operating activities		**(11,660,585,237)**	**(9,390,554,230)**
B. Cash flows from investing activities			
Acquisition of property, plant and equipment	4.00	(21,370,358)	(12,005,485)
Sale proceed of property, plant and equipment		5,500	773,639
(Increase)/decrease investment against provision for earn leave		(16,330,707)	(15,986,978)
(Increase)/decrease investment against PKSF fund		(149,500,000)	452,500,000
Net cash used in investing activities		**(187,195,565)**	**425,281,176**
C. Cash flows from financing activities			
Grant received		5,565,848,000	5,103,995,000
Increase/(decrease) advance received from development partners		1,632,607,961	(266,536,828)
(Increase)/decrease in grant receivable		104,771,177	37,735,821
Increase/(decrease) in grant for assets		4,248,099	(1,450,987)
Microfinance loan repaid	51.00	(406,357,172)	(812,714,342)
Microfinance loan received	51.00	4,962,545,000	7,708,460,000
Net cash flows from financing activities		**11,863,663,065**	**11,769,488,664**
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents		**15,882,263**	**2,804,215,610**
Opening cash and cash equivalents		11,925,156,290	9,120,940,680
Closing cash and cash equivalents		**11,941,038,554**	**11,925,156,290**

The annexed notes from 1 to 51 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Md. Mashiar Rahman
Deputy Managing Director

Dr. Nomita Halder ndc
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No: 2212201244AS829066

Dated: 20 Dec 2022
Dhaka, Bangladesh.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Changes in Equity

For the year ended 30 June 2022

Particulars	GRANTS						
	Establishment Grants		UPP	RNPPO	REDP	MEL	KGF
	GOB (Own sources)	GOB (USAID PL-480)	GOB (Own sources)	GOB (IDA)	GOB (DFID)	GOB (Own sources)	GOB (KFAED)
Balance as at 01 July 2021	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100	44,820,000	3,750,000,000	819,900,000
Fund received during the year 2021-2022	-	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2021-2022	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2022	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**	**44,820,000**	**3,750,000,000**	**819,900,000**
Balance as at 01 July 2020	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100	44,820,000	3,750,000,000	819,900,000
Fund received during the year 2020-2021	-	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2020-2021	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2021	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**	**44,820,000**	**3,750,000,000**	**819,900,000**

Particulars	GRANTS					
	ENRICH	SEP	LRL	LRL(2nd Phase)	LICHSP	Total
	GOB	IDA	GOB	GOB	IDA	
Balance as at 01 July 2021	1,647,440,171	103,995,000	5,000,000,000	-	-	17,926,675,271
Fund received during the year 2021-2022	-	511,848,000	-	5,000,000,000	54,000,000	5,565,848,000
Surplus for the year 2021-2022	-	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2022	**1,647,440,171**	**615,843,000**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**54,000,000**	**23,492,523,271**
Balance as at 01 July 2020	1,647,440,171	-	-	-	-	12,822,680,271
Fund received during the year 2020-2021	-	103,995,000	5,000,000,000	-	-	5,103,995,000
Surplus for the year 2020-2021	-	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-		-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2021	**1,647,440,171**	**103,995,000**	**5,000,000,000**	-	-	**17,926,675,271**

Particulars	Disaster Management Fund	Capacity Building Revolving Loan	Programs Support Fund	Special Fund	Retained Surplus	Grand Total
Balance as at 01 July 2021	5,337,929,880	100,000,000	2,919,180,080	119,936,696	31,191,507,379	57,595,229,306
Fund received during the year 2021-2022	-	-	-	-	-	5,565,848,000
Surplus for the year 2021-2022	68,526,750	-	51,259,666	4,425,605	2,938,281,020	3,062,493,041
Transfer to disaster management fund	30,624,930	-	-	-	(30,624,930)	-
Transfer to special fund	-	-	-	3,062,493	(3,062,493)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	(2,343,663)	(2,343,663)
Balance as at 30 June 2022	5,437,081,560	100,000,000	2,970,439,746	127,424,794	34,093,757,313	66,221,226,684
Balance as at 01 July 2020	5,199,714,945	100,000,000	2,785,099,123	111,950,301	28,802,201,223	49,821,645,863
Fund received during the year 2020-2021	-	-	-	-	-	5,103,995,000
Surplus for the year 2020-2021	111,541,562	-	134,080,958	5,319,058	2,416,395,739	2,667,337,317
Transfer to disaster management fund	26,673,373	-	-	-	(26,673,373)	-
Transfer to special fund	-	-	-	2,667,337	(2,667,337)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	2,251,127	2,251,127
Balance as at 30 June 2021	5,337,929,880	100,000,000	2,919,180,080	119,936,696	31,191,507,379	57,595,229,306

The annexed notes from 1 to 51 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Md. Mashiar Rahman
Deputy Managing Director

Dr. Nomita Halder ndc
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No: 2212201244AS829066

Dated: 20 Dec 2022
Dhaka, Bangladesh.

Financial Highlights

The figures shown below are taken from the audited financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) for the year ended 30 June 2022 and all balances have been stated in terms of the value of the Bangladeshi Taka as at 30 June 2022.

	2022 Taka	2021 Taka
Results for the year		
Total income	7,608,041,191	6,341,669,650
Total expenditure	4,545,548,150	3,674,332,333
Excess of income over expenditure (Surplus)	**3,062,493,041**	**2,667,337,317**
At the end of the year		
Total loan to Partner Organizations (POs)	**86,741,057,323**	**72,113,239,953**
Loan to POs (BIPOOL)	752,166,647	752,166,647
Loan to POs (OOSA)	758,550,493	774,013,493
Loan to PO under Category -Large	66,144,674,170	51,286,490,965
Loan to PO under Category-Medium	11,496,834,317	11,840,228,081
Loan to PO under Category-Small	7,586,331,696	7,455,340,767
Loan to non Partner Organizations	2,500,000	5,000,000
Project wise details breakdown are as follows:		
Loan to POs under rural microcredit borrowers (RMC)	1,091,105,846	1,104,763,846
Loan to POs under urban microcredit borrowers (UMC)	27,300,000	27,300,000
Loan to POs under Jagoron	21,776,980,000	19,618,445,000
Loan to Ultra Poor Programm UPP (GoB)	147,436,638	147,686,638
Loan to POs under Buniad	3,778,066,270	2,726,549,540
Loan for Microenterprise (GOB)	122,648,395	122,848,395
Loan to POs under Agrosor	20,151,201,722	16,513,912,222
Loan to POs under Capacity Building	560,934	560,934
Loan to POs under Seasonal	12,000,000	14,000,000
Loan to POs under Agricultural	6,000,000	6,000,000
Loan to POs under Sufolon	5,210,500,000	5,630,000,000
Loan to POs under MFTSP	2,100,000	3,300,000
Loan to POs under MFMSFP	90,900,000	91,900,000
Loan to POs under DMF	41,806,664	37,406,664
Loan to POs under PLDP-II	87,466,666	87,466,666
Loan to POs & Non-POs under LIFT	660,287,686	683,780,513
Loan to POs under Innovative Agricultural Initiatives	164,433,334	160,633,334
Loan to POs under ENRICH	3,986,378,157	3,971,711,942
Loan to POs under KGF	865,000,000	1,079,000,000
Loan to POs under Sanitation Development	146,150,000	230,100,000
Loan to POs under Abason	1,261,386,385	346,022,737
Loan to POs under Agricultural Mechanization	25,829,100	21,645,000
Loan to POs under PSF	-	240,000
Loan to POs under SEP	4,301,028,998	4,086,419,286
Loan to POs under LICHSP	1,296,645,426	1,274,895,432
Loan to POs under Elderly People Income Generation	87,850,000	127,000,000
Loan to POs under MDP	7,943,272,800	8,224,538,405
Loan to POs under ECCCP-FLOOD	101,447,300	38,063,400
Loan to POs under LRL	3,836,400,000	5,737,050,000
Loan to POs under LRL (2nd Phase)	5,000,000,000	-
Loan to POs under RAISE	1,750,000,000	-
Loan to POs under BD Rural WASH	2,768,875,000	-
	86,741,057,323	**72,113,239,953**
Capital fund	66,221,226,684	57,595,229,307
Total properties and assets	108,598,026,722	92,982,942,856
Returns		
Surplus as % of average capital fund	4.95%	4.97%
Surplus as % of average portfolio	3.86%	4.04%
Surplus as % of average total assets	3.04%	3.13%
Ratios		
Cumulative loan collection ratio on total dues	99.69%	99.45%
Loan collection ratio on current dues	96.81%	96.59%
Current ratio	5.81:1	7.52:1
Debt/equity ratio	0.49:1	0.48:1
Debt service cover ratio	12.50 times	13.47 times
General and administrative expenses as % of average portfolio	5.04%	5.01%
Total loan principal affected by arrears as % of outstanding portfolio	2.48%	2.94%
Adequacy of MIS and internal audit/control systems	Adequate	Adequate
Accuracy of quarterly reports on the funding of POs	Appears to be correctly drawn up	Appears to be correctly drawn up

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Financial Analysis

I. Income and expenditure pattern

Year	Total Income	Total Expenditure	Net Income	Percentage of total expenditure to total income	Disbursement of loan to POs	Balance of loan to POs	Total Expenditure to disbursement of loan to POs	Total Expenditure to loan balance with POs
	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	%	%
1992-1993	37,766,839	8,288,607	29,478,232	21.95	112,500,000	131,243,000	7.37	6.32
1993-1994	37,335,792	12,332,319	25,003,473	33.03	185,350,000	267,597,281	6.65	4.61
1994-1995	26,424,482	12,914,977	13,509,505	48.88	301,650,000	458,833,802	4.28	2.81
1995-1996	51,138,760	21,672,331	29,466,429	42.38	470,500,000	732,201,502	4.61	2.96
1996-1997	87,736,284	29,210,130	58,526,154	33.29	791,850,000	1,223,752,502	3.69	2.39
1997-1998	168,123,611	95,496,574	72,627,037	56.80	1,786,100,000	2,611,057,202	5.35	3.66
1998-1999	287,971,601	104,897,955	183,073,646	36.43	2,095,775,000	4,245,023,852	5.01	2.47
1999-2000	410,057,392	137,207,656	272,849,736	33.46	2,474,078,800	6,120,817,452	5.55	2.24
2000-2001	496,137,080	157,799,437	338,337,643	31.81	1,180,598,000	6,530,020,959	13.37	2.42
2001-2002	649,540,780	237,264,438	412,276,342	36.53	2,538,760,000	8,067,202,486	9.35	2.94
2002-2003	784,237,299	442,562,532	341,674,767	56.43	3,030,449,000	9,515,932,837	14.60	4.65
2003-2004	1,265,786,271	436,935,802	828,850,469	34.52	3,393,213,500	10,440,843,645	12.88	4.18
2004-2005	1,496,855,313	1,008,722,946	488,132,367	67.39	3,660,023,267	10,692,794,272	27.56	9.43
2005-2006	2,081,159,719	537,372,914	1,543,786,805	25.82	6,926,147,399	13,243,184,775	7.76	4.06
2006-2007	2,090,026,760	772,026,757	1,318,000,003	36.94	13,507,028,794	20,360,843,557	5.72	3.79
2007-2008	2,526,282,825	1,197,677,325	1,328,605,500	47.41	14,080,831,413	24,342,869,044	8.51	4.92
2008-2009	2,655,935,628	738,282,442	1,917,653,185	27.80	18,195,281,844	29,008,976,033	4.06	2.55
2009-2010	2,836,370,465	1,273,039,582	1,563,330,883	44.88	19,416,973,690	31,643,994,380	6.56	4.02
2010-2011	2,954,702,554	999,945,480	1,954,757,074	33.84	19,312,804,074	32,014,202,695	5.18	3.12
2011-2012	3,446,926,764	1,296,703,726	2,150,223,038	37.62	23,199,953,250	33,836,968,088	5.59	3.83
2012-2013	4,034,705,493	2,093,383,982	1,941,321,511	51.88	24,506,119,800	35,176,464,629	8.54	5.95
2013-2014	5,513,712,673	1,558,421,418	3,955,291,255	28.26	27,045,011,300	37,031,239,700	5.76	4.21
2014-2015	4,734,914,437	1,891,951,288	2,842,963,149	39.96	28,096,976,000	39,480,591,531	6.73	4.79
2015-2016	4,800,769,222	2,541,258,175	2,259,511,047	52.93	29,712,260,000	42,202,238,165	8.55	6.02
2016-2017	4,218,095,800	2,267,268,227	1,950,827,574	53.75	31,136,396,000	44,518,874,298	7.28	5.09
2017-2018	5,218,329,036	2,858,944,941	2,359,384,095	54.79	32,932,104,000	48,038,083,957	8.68	5.95
2018-2019	5,667,747,748	3,433,058,575	2,234,689,173	60.57	36,986,750,000	53,521,667,361	9.28	6.41
2019-2020	5,172,148,594	3,091,363,970	2,080,784,624	59.77	38,665,244,009	59,873,812,804	8.00	5.16
2020-2021	6,341,669,650	3,674,332,333	2,667,337,317	57.94	48,324,243,400	72,113,239,953	7.60	5.10
2021-2022	7,608,041,191	4,545,548,150	3,062,493,041	59.75	56,576,786,960	86,741,057,323	8.03	5.24

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Financial Analysis

II. Percentage of operating income to operating expenditure

Year	Operating Income	Operating Expenditure	Net Operating Income	% of Operating Income to Operating Expenditure
	Taka	Taka	Taka	%
1992-1993	1,733,817	8,288,607	(6,554,790)	20.92
1993-1994	5,108,500	12,332,319	(7,223,819)	41.42
1994-1995	9,833,982	12,914,977	(3,080,995)	76.14
1995-1996	19,536,130	21,672,331	(2,136,201)	90.14
1996-1997	34,603,448	29,210,130	5,393,318	118.46
1997-1998	87,798,225	95,496,574	(7,698,349)	91.94
1998-1999	151,093,733	104,897,955	46,195,778	144.04
1999-2000	242,280,217	137,207,656	105,072,561	176.58
2000-2001	300,157,770	157,799,437	142,358,333	190.21
2001-2002	379,601,670	237,264,438	142,337,232	159.99
2002-2003	381,650,376	442,562,532	(60,912,156)	86.24
2003-2004	574,248,957	436,935,802	137,313,155	131.43
2004-2005	503,519,162	1,008,722,946	(505,203,784)	49.92
2005-2006	494,622,260	537,372,914	(42,750,654)	92.04
2006-2007	936,961,140	772,026,757	164,934,383	121.36
2007-2008	1,606,639,655	1,197,677,325	408,962,330	134.15
2008-2009	1,575,926,716	738,282,442	837,644,274	213.46
2009-2010	1,921,568,106	1,273,039,582	648,528,524	150.94
2010-2011	1,744,748,829	999,945,480	744,803,349	174.48
2011-2012	1,862,766,826	1,296,703,726	566,063,100	143.65
2012-2013	2,340,876,581	2,093,383,982	247,492,599	111.82
2013-2014	3,206,179,280	1,558,421,418	1,647,757,862	205.73
2014-2015	3,369,680,109	1,891,951,288	1,477,728,820	178.11
2015-2016	3,879,067,788	2,465,636,043	1,413,431,745	157.33
2016-2017	3,530,219,137	2,267,268,227	1,262,950,910	155.70
2017-2018	4,423,330,410	2,858,944,941	1,564,385,469	154.72
2018-2019	4,672,742,391	3,433,058,575	1,239,683,816	136.11
2019-2020	4,158,445,260	3,091,363,970	1,067,081,290	134.52
2020-2021	5,427,348,010	3,674,332,333	1,753,015,676	147.71
2021-2022	6,734,821,394	4,545,548,150	2,189,273,244	148.16

III. Operating achievement (Field Level):

Description	Financial year 2021-2022		Financial year 2020-2021	
	Addition/(Drop)	Cumulative at year-end	Addition/(Drop)	Cumulative at year-end
Partner organization	2	280	-	278
No of borrowers	1,756,961	13,486,684	781,190	11,729,723
Geographical coverage				
District	-	64	-	64
Loan disbursement (Tk.)	789,735,266,000	5,403,933,531,000	569,919,010,000	4,614,198,265,000
Loan realization (Tk.)	643,951,078,000	4,878,091,536,000	523,731,912,000	4,234,140,458,000

সহযোগী সংস্থার তালিকা

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা জেলা

১. **সংকল্প ট্রাস্ট**
সাংতাই প্লাজা, হাসপাতাল রোড
পাথরঘাটা পৌরসভা, বরগুনা-৮৭০০
ফোন : ০১৭১২-৯৪১৩৫০
ইমেইল : info@sangkalpa-bd.org;
mirza.khaled@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.sangkalpa.org

২. **সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)**
শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা-৮৭০০
ফোন : (০৪৪৮) ৬২৮২৮, ০১৭৩৩-৩৪৭৯৯৯
ইমেইল : sangramngo@yahoo.com

বরিশাল জেলা

৩. **একতা সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (আসুক)**
গ্রাম: চেঙ্গুটিয়া, ডাকঘর: ধানডুবা
আগৈলঝাড়া, বরিশাল
ফোন : ০১৭১২-৮০৯৬১৮
ইমেইল : asuk_bari@yahoo.com
asukngo28@gmail.com

৪. **বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিডিএস)**
বিডিএস ভবন ৫, সদর রোড
পোস্ট বক্স-৩৪, বরিশাল-৮২০০
ফোন : ০৪৩১-৬৪৬২০, ০১৭১৫-১৬৮৪৮০
ফ্যাক্স : ০০৮৮-০৪৩১-৬১২০৫
ইমেইল : bdsbarisal@gmail.com

৫. **সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)**
শিক্ষক ভবন (৩য় তলা), ফকির বাড়ী রোড, বরিশাল
ফোন : ০৪৩১-২১৭৩০৮৮, ০১৭২৭-০৬৩৪৩০
ইমেইল : icda_bd@yahoo.com

ভোলা জেলা

৬. **পল্লী সেবা সংস্থা (পিএসএস)**
ডাকঘর: খাসেরহাট, উপজেলা: তজুমদ্দিন, ভোলা
ফোন : ০১৭১৩-৪৬০৯৭১
ইমেইল : pallysheba22@gmail.com

৭. **গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)**
আলতাজের রহমান রোড, চরনোয়াবাদ, ভোলা
ফোন : (০৪৯১)৬২১৬৯, ০১৯১৪-০৫৯৪৭৮
ইমেইল : gjus.1997@gmail.com

৮. **পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)**
আদর্শ পাড়া, ওয়ার্ড নং: ৬, চরফ্যাসন পৌরসভা
ডাকঘর+উপজেলা: চরফ্যাসন, ভোলা
ফোন : ০৪৯২৩-৭৪৫১১, ০১৭১৬-১৮৫৩৮৯
ইমেইল : fda.crf@gmail.com

পটুয়াখালী জেলা

৯. **কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার (সিডিএইচসি)**
৩০৬/২, গোডাউন রোড, গলাচিপা, পটুয়াখালী
ফোন : ০১৭১৪-০৮৬৫৮৩, ০১৭২৬-৫৭৪১০৩
ইমেইল : cdhc1997@yahoo.com

১০. **পল্লী প্রগতি সমিতি**
কলেজ রোড, পটুয়াখালী
ফোন : ০৪৪১-৬৪০৪০, ০১৭১২-১৮৪০২১
ইমেইল : ppspatuakhali@yahoo.com

পিরোজপুর জেলা

১১. **ডাক দিয়ে যাই**
বাইপাস রোড (নতুন বাস স্ট্যান্ডের কাছে), বাড়ি: ১
মাছিমপুর, ডাকঘর: পিরোজপুর, পিরোজপুর-৮৫০০
ফোন : (০৪৬১) ৬২৭৬৩, ০১৭১১-২৪৩৩৮৮
ইমেইল : info@ddjbd.org

১২. **ইস্কান্দার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন**
কৃষ্ণনগর, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১, রোড: ২৭, ব্লক: জে
বনানী মডেল টাউন, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০৪৬১-৬২২৬৯, ০১৭৩৮-৪১৩১৩২
ইমেইল : ewfpirojpur@yahoo.com

১৩. **সকলের জন্য কল্যাণ (এসজেকে)**
বাড়ি: শংকরপাশা
ডাকঘর: পাড়েরহাট, পিরোজপুর-৮৫০২
ফোন : ০১৭১৮-৪৪৯৬৩২, ০১৭১২-৫১৫৬৭০
ইমেইল : shamima_sjk@yahoo.com

চট্টগ্রাম বিভাগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

১৪. **হোপ**
আলীয়াবাদ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪১০
ফোন : ০১৭১১-৩৪১৯৭৫
ইমেইল : a_kollul@yahoo.com, hope.pksf@gmail.com

চট্টগ্রাম জেলা

১৫. **কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)**
কোডেক ভবন, প্লট: ০২, রোড: ০২, লেক ভ্যালি আ/এ
হাজি জাফর আলি রোড, খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০০
ফোন : ৮৮০-৩১-২৫৬৬৭৪৬, ০১৭১৩-১০০২৩০
ইমেইল : khursidcodec@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.codecbd.org

১৬. **ঘাসফুল**
বাড়ি: ৬২, রোড: ৩, ব্লক: বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন : ০১৭৭৭-৭৮০৭০০ (নির্বাহী পরিচালক)
ফ্যাক্স : ৮৮-০৩১-২৮৫৮৬২৯

লিয়াজোঁ অফিস
লেকব্রিজ, ফ্ল্যাট নং: ১-এ
প্লট নং: ২৬/এ, রোড: ২০, সেক্টর: ৩ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০১১৯৭-০১৪৭০০, ইমেইল: ghashful@ghashful-bd.org
ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org

১৭. **মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র**
মুক্তিপথ ভবন, ৯৪১, জলিলনগর, রাউজান, চট্টগ্রাম: ৪৩৪০
ফোন : (০৩০২৬) ৫৬০৩১, ০১৮১৯-৩৪৩২৮৯
ইমেইল : salimmuktipath@yahoo.com

১৮. **প্রত্যাশী**
সৈয়দ বাড়ি, ৯০৩/এ ওমর আলী মাতব্বর রোড
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন : +৮৮-০২৩৩৩৩৬৬১৩, ০১৮১৯-৩২৬২০৬
ইমেইল : prottyashi.ctg@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.prottyashi.org

১৯. **ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)**
বাড়ি: এফ-১০(পি), রোড: ১৩, ব্লক: বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন : +৮৮-০২৩৩৪৪৭১৬৯০, ০১৭১১-৮২৫০৬৮
ইমেইল : info@ypsa.org, arif@ypsa.org

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১২/ঙ/১ (নিচ তলা), রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৪২৩৫১, ৮১৪৩৯৮৩

২০. **মমতা**
বাড়ি: ১৩, লেন: ০১, রোড: ০১, ব্লক: এল
হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-৭২৭২৯৫, ০১৭০৭-৭৬১৯১৫
ইমেইল : hq@mamatabd.com
ওয়েবসাইট : ww.mamatabd.org

২১. **অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট)**
গ্রাম: মস্তান নগর, ডাকঘর: চৈতন্যের হাট
থানা: জোরারগঞ্জ, মিরসরাই, চট্টগ্রাম-৪২২৪
ফোন : ০১৮১৯-৬১৭৫৬০, ০১৭৪৮-৫২৭৯৭১
ইমেইল : opca1992@gmail.com,
ওয়েবসাইট : www.opcabd.org

কুমিল্লা জেলা

২২. **আনসার আলী ফাউন্ডেশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (আফিড)**
শিমপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা-৩৫০৫
ফোন: ০১৭২০-৫২৭৯৬০
ইমেইল: afidshimpur@yahoo.com

২৩. **ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা)**
ই/১১, পল্লবী (বর্ধিত), মিরপুর সাড়ে এগারো, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৫৮০৫২৪১০, ০১৭৩৩-২১৯৯০১
ইমেইল: disadhaka@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.disabd.org

২৪. **কোতোয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ**
পুরাতন অভয় আশ্রম, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা
ফোন: ০১৭১২-৯৯২১৬০, ০১৭১২-২৯৭২১৬
ইমেইল: ktccaltd@yahoo.com

২৫. **পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার**
৬৭/৫৮, নাহার প্লাজা (৮ম তলা)
নজরুল এভিনিউ, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা-৩৫০০
ফোন: (০৮১) ৭৬৩২৩, ৭৭০৯৩, ০১৭১১-৩৮৮৪১০
ইমেইল: lokman_pdc@yahoo.com

কক্সবাজার জেলা

২৬. **মুক্তি কক্সবাজার**
সারদা ভবন, গোলদীঘিরপাড়, কক্সবাজার
ফোন: (০৩৪১) ৬২৫৫৮, ০১৭১৬-০৫৬১৪৬
ফ্যাক্স: ০৩৪১-৫১১০৩ইমেইল: mukticox@yahoo.com

খাগড়াছড়ি জেলা

২৭. **এসিস্ট্যান্স ফর দি লাইভলিহুড অব দি অরিজিনস (আলো)**
পানখৈয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি পাহাড়ি জেলা
খাগড়াছড়ি-৪৪০০
ফোন: ০৩৭১-৬২০৬৭, ০১৮১৭-৭০৮০৫৭
ইমেইল: arun@alocht.org
ওয়েবসাইট: www.alocht.org

নোয়াখালী জেলা

২৮. **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা**
২৪/৫, প্রমিনেন্ট হাউজিং,
৩ পিসি কালচার রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৮১১০৩৬২, ০১৭১৫-৪৭৫২২২
ইমেইল: dusdhaka@gmail.com
dus.eddus@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.dusbangladesh.org

২৯. **সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা**
চরবাটা, চরজব্বার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী
ফোন: ০১৭১১-৩৮০৮৬৪, ০১৮৬৫-০৪১২০২
ইমেইল: saifulislam@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sagarika-bd.org

রাঙামাটি জেলা

৩০. **সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)**
রায় বাহাদুর রোড, রাঙামাটি পার্বত্য অঞ্চল
পোস্ট বক্স: ৩৪, জেলা: রাঙামাটি-৪৫০০
ফোন: ৩৫১-৬১০১৩, ০১৮৩১-৮২৪৩৬৭
ইমেইল: cipdcht@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.cipdauk.org

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা জেলা

৩১. **অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট**
ফ্ল্যাট: ই/৩ (৫ম তলা), বাড়ি: ২৭/এ,
সংসদ এভিনিউ, মণিপুরিপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০১৫৫৪-৩৩৯০৪৬, ০১৭১১-১৭২৩২৩
ইমেইল: antarsd@agni.com
ওয়েবসাইট: www.antarsd.org

৩২. **অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ**
বাড়ি: ৫৮ (৫ম তলা), রোড: ৩
ব্লক-বি, নিকেতন, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ০১৭১১-৮১৩৪৭০, ০২২২২২৬১৪১২
ইমেইল: adi.bd.org@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.adibd.org

৩৩. **আশা**
আশা টাওয়ার, ২৩/৩, খিলজী রোড
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১১৪১৮, ৮১১৬৮০৪, ৮১১০৯৩৪-৫
৮১১৯৮২৮, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২১৮৬১
ইমেইল: asabd@asa.org.bd
ওয়েবসাইট: www.asa.org.bd

৩৪. **এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অফ কমিউনিটি হেল্‌থ এ্যাডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)**
বাড়ি: ৯৫, ফ্ল্যাট: ৫/বি, রোড: ৯/এ
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৯৩৩-৪৫২৯৪৯, ০১৭২০-৫৭৬০০৩
০১৭১১-২৭৪৫৪৯
ইমেইল: arches.sirajgonj@gmail.com

৩৫. **এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্‌স (আরবান)**
আরবান কমপ্লেক্স, ১১১/৩/ডি/১
মেরাদিয়া, ঢাকা-১২১৯
ফোন: ০২-৯১১৯৭৬২, ০১৯১৭-৭০৫৬০৪
ইমেইল: arbn@dhaka.agni.com
arban1984@yahoo.com

৩৬. **এসোসিয়েশন ফর আন্ডার প্রিভিলেজড পিপল (আপ)**
বাড়ি: খ-১৮৭ (৫ম তলা)
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ০২-৫৫০৫৫২৪০, ০১৭১২-২০৪৪৭৩
ইমেইল: aupheadoffice1998@gmail.com

৩৭. **BASA Foundation**
বাড়ি: ৪২, রোড: ৪, প্রিয়াংকা রানওয়ে সিটি
বাউনিয়া, তুরাগ, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৭১১-৫২৮২৮১, ০১৭৩০-০৪৪৯৬৭
ইমেইল: islambasa@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.basango.org

৩৮. **বেডো**
রহমান লুসিড টাওয়ার (২য় তলা, ডি-২)
১৯/৩ কাকরাইল, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৫৮৩১৬৮৫১, ০১৯৮৫-৫০৩৫৫১
ইমেইল: bedoco1993@gmail.com
ওয়েব: www.bedo.org.bd

৩৯. **বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস**
বাড়ি: ৮/বি, রোড: ২৯, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ০২-৯৮৮৯৭৩২-৩, ০১৭১১-৪০৯৫৫২
ই-মেইল: beesmf@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bees-bd.org

৪০. **বাস্তব-ইনিসিয়েটিভ ফর পিপল্‌স সেল্‌ফ ডেভেলপমেন্ট**
৬/১২, হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৮১১২১০২, ৪৮১১২৪০২, ০১৭১৩-০০৪০০৯
ইমেইল: bastobbangladesh@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bastob.org

৪১. **ব্র্যাক**
ব্র্যাক সেন্টার
৭৫, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮১২৬৫, ৮৮২৪১৮০-৭, ৮৮৪০৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২৩৫৪২, ৮৮২৩৬১৪, ৮৮৫১৯২৮
ইমেইল: general@bdmail.net
ওয়েবসাইট: www.brac.net

৪২. **ব্লাইন্ড এডুকেশন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)**
বাড়ি: ৩/১, রোড: ১১, রূপনগর আ/এ
সেকশন-৫, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৫৮০৫৪৭৩৩, ০১৯১১-৩২৩২৮০
ইমেইল: support@berdo-bd.org
ওয়েবসাইট: www.berdo-bd.org

৪৩. **কারসা ফাউন্ডেশন**
৭৪৯, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি আ/এ
ঢাকা-১২০৯, ফোন: ৮১২০৬৩৪, ০১৭১৩-২০৪৬৮২
ইমেইল: carsafoundation@yahoo.com

৪৪. **সেন্টার ফর এডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন**
বাড়ি: ২৯, রোড: ১
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯৬৭১৫৮৭, ০১৭১১-৫৩৭৬৬১, ০১৭১১-২১৯১৮১
ইমেইল: carsa95@yahoo.com

৪৫. **সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)**
বাড়ি: ১/৮ (ব্লক-জি)
লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১০০৭২৬, ৮৭১৩১৩৭, ০১৭১৪-১৬১৬৫০
ইমেইল: ccdabd@yahoo.com

৪৬. **সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)**
সিদীপ ভবন, বাড়ি: ১৭, রোড: ১৩, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৮১১৮৬৩৩, ০২-৪৮১১৮৬৩৪
ইমেইল: cdipbd@gmail.com, info@cdipbd.org
ওয়েবসাইট: www.cdipbd.org

৪৭. **সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স**
বাড়ি: ৭১, রোড: ১১, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮১১৭২৭০, ০১৭১০-৯৭৪৭০৪
ইমেইল: cmesmcw@gmail.com

৪৮. **সিডার (কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ)**
৭৬৮, সাতমসজিদ রোড
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২১৫০৪, ৯১৪৫৬৬৭, ০১৭১৩-০০২৪২৬
ইমেইল: cedarbangladesh@gmail.com

৪৯. **ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুওর (ডরপ)**
৩৬/২, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮০৩৪৭৮৫-৬, ০১৭১১-৩৯২৪৭৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮০৫৯৬৮৪
ইমেইল: info@dorpbd.org
ওয়েবসাইট: www.dorpbd.org

৫০. **ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট**
বাড়ি: ৮৫২, রোড: ১৩
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৮১১-৪৮০০০৮, ০১৮১১৪৮০৩০০
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১৩০১০, ৯১৪৪০৩০
ইমেইল: damron2005@yahoo.com

৫১. **দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র**
বাড়ি: ৭৪১, রোড: ৯, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৯১২৮৫২০, ০১৭১৩-১৪৭৩৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৪১৩
ইমেইল: info@dskbangladesh.org
ওয়েবসাইট: dskbangladesh.org

৫২. **আম্বালা ফাউন্ডেশন**
বাড়ি: ৬২, ব্লক: ক, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২০০৪০, ৯১২৫০২৮, ০১৭১১-৫২৭১৯৩
ইমেইল: info@ambalafoundation.org
ওয়েবসাইট: www.ambalafoundation.org

৫৩. **ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস এন্ড রিসার্চ**
বাড়ি: ২১৬, আশকোনা মেডিকেল রোড,
আশকোনা, দক্ষিণ খান, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৬৭৬-১০৪৫৩৩, ০১৭১৮-৭১২১২৮
ইমেইল: fdsrho@gmail.com

৫৪. **ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ**
খাদিমনগর, সিলেট, পিও বক্স: ৭০, সিলেট-৩১০০
ফোন: ০৮২১- ২৮৭০৪৬৬, ০১৭১৪-৪২৮০২১
ইমেইল: fivdb1981@gmail.com

লিয়াজোঁ অফিস
২/৫ হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৮৯০৩, ৯১২২২০৭
ইমেইল: info@fivdb.net

৫৫. **গণ কল্যাণ ট্রাস্ট (জিকেটি)**
হোল্ডিং নং: ০০১০-০১, ড. অমর্ত্য সেন সড়ক
পূর্ব দাশড়া, মানিকগঞ্জ-১৮০০
ফোন: ০১৭১১-৫৪৭৭৮০, ০১৭৩৩-০৭৬০০০

লিয়াজোঁ অফিস
১৯-২০, আদর্শ ছায়ানীড় হাউজিং সোসাইটি
রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১১৫৭৪৭, ৫৮১৫৫০৭৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫৫০৯৫
ইমেইল: gkt@bdcom.com

৫৬. **গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র**
মির্জানগর, ভায়া: সাভার সেনানিবাস
সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
ফোন: ০১৭৫২-০০৪৬৫৫
ইমেইল: infogkhq@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.gonoshasthayakendra.com

৫৭. **গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা**
১৩এ/৩এ, বাবর রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৯১৩৮৮০১, ০১৭১৪-০৩৩৩৭৩
ইমেইল: info@gupbd.org

৫৮. **হীড বাংলাদেশ**
প্রধান সড়ক, প্লট-১৯, ব্লক-এ, সেকশন-১১
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০০৪৫৫৬, ৯০০১৭৩১
ইমেইল: heed@agni.com
ওয়েবসাইট: www.heed-bangladesh.com

৫৯. **হিলফুল ফুজুল সমাজ কল্যাণ সংস্থা**
বাড়ি: ৮৭/ক, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৪৬২০৬, ০১৭৩৩-০৯৩৭৭৭
ইমেইল: hilfulfuzul@gmail.com

৬০. **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন**
বাড়ি: ২০, এভিনিউ: ২, ব্লক: ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৫৫০৭৫৩৮০, ০২-৫৫০৭৫৩৮১
ইমেইল: idf_bd92@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.idfbd.org

৬১. **মানবিক সাহায্য সংস্থা**
সেল সেন্টার, ২৯ পশ্চিম পান্থপথ (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯১২৫০৩৮, ৯১৪৩১০০, ফ্যাক্স: ৯১১৩০১৭
ইমেইল: manabik@bangla.net
ওয়েবসাইট: www.mssbd.org

৬২. **নিউ এরা ফাউন্ডেশন**
৭০/এ, পুরানা পল্টন লাইন, মমতাজ ভিলা (৩য় তলা)
ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৮৩৩৩৮৩৯, ০১৭১৪-০২৯৫৪৯
ফ্যাক্স: ০২-৮৩৩৩৮৩৯
ইমেইল: nef.org.bd@gmail.com

৬৩. **পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**
বাড়ি: ৫৪৮, রোড: ১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৫১১২৪-৬, ৯১২৮৮২৪, ০১৭৩০-০২৪৫১৫
ইমেইল: info@padakhep.org
ওয়েবসাইট: www.padakhep.org

৬৪. **পল্লী বিকাশ কেন্দ্র**
ওয়াসি টাওয়ার (১১ তলা), ৫৭২/কে
মিরপুর ডিওএইচএস রোড (ইসিবি চত্বরের পাশে)
মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬
ফোন: ৯১৩২৩৮৯, ০১৭১১-৫২৩২৬৫, ০১৭০৮-৪৪৩৩৭৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১১২৩৩৬
ইমেইল: info@pbk-bd.org, ওয়েবসাইট: www.pbkbd.org

৬৫. **পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী**
পিএমকে ভবন, গ্রাম ও ডাকঘর: জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা
ফোন: ০২-৪৪০৭১০০৬

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১২৩, ফ্ল্যাট: ২/এ, ২/বি, রোড: ১৩/এ
পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, ফোন: ০১৮৭৭-৭০৩০০০
ইমেইল: humayunkabirdd@gmail.com

৬৬. **পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ**
ড. তোফায়েল পল্লী শিশু ভবন, বাড়ি: ৬এ, বড়বাগ
সেকশন: ২, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০১৭১৫-০২২০৯০,
ইমেইল: psf.micro@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.pallishishu.org

৬৭. **পিদিম ফাউন্ডেশন**
প্লট: এ-৭৬, রোড: ডাব্লিউ-১, ব্লক-এ
ইস্টার্ন হাউজিং, পল্লবী ফেজ-২
রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৪৮০৩৮৯২৬, ০২-৪৮০৩৩২১০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮০১৮১৪৪
ইমেইল: pidimfoundation.bd@gmail.com

৬৮. **পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন**
৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৮১১৫৮৫২, ০২-৪৮১১৯৬৭৩
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১৩০০১৪
ইমেইল: popibd_ed@yahoo.com

৬৯. **প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন**
ফান কাশানা, ফ্ল্যাট: ৩এ/বি, বাড়ি: ৪১, রোড: ৬
ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০১৭১৬-০০২০২১, ইমেইল: prismbdf@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pbf.org.bd

৭০. **আরডিআরএস বাংলাদেশ**
বাড়ি: ৪৩, রোড: ১০, সেকশন: ৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: (৮৮-০২) ৫৮৯৫১৮৫০, ০১৭৩০-৩২৮০০৩
ফ্যাক্স: (৮৮-০২) ৮৯৫৪৩৯১
ইমেইল: rdrs@rdrsbangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.rdrsbangladesh.org

৭১. **রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)**
বাড়ি: ৮৮/এ/ক, সড়ক: ৭/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৫৮১৫২৪২৪, ০১৭১১-৫৪৮৭৯০
ফ্যাক্স: ৮১৪২৮০৩
ইমেইল: ricdirector@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ric-bd.org

৭২. **সাজেদা ফাউন্ডেশন**
অটবি সেন্টার, (৬ষ্ঠ তলা)
প্লট: ১২, ব্লক: সিডাব্লিউএস (সি)
গুলশান সাউথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৯০৫১৩, ৯৮৫১৫১১, ০১৭৭৭-৭৭৩০০১
ইমেইল: sajida@sajidafoundation.org
ওয়েবসাইট: www.sajidafoundation.org

৭৩. **সোস্যাল আপলিফ্‌টমেন্ট সোসাইটি (সাস)**
সি-২৫, জলেশ্বর, শিমুলতলা
সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ০২-২২৪৪৪২৪০৩, ০১৮৪৪৬৪৪৪২৩
ইমেইল: sushelp360@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sus-bd.org

৭৪. **সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস (এসডিআই)**
বাড়ি: ২/৪ (৪র্থ তলা), ব্লক-সি
শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১২২২১০, ০২-৯১৩৮৬৮৬
ইমেইল: sdi.hoffice@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sdi.org.bd

৭৫. **সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ ইভালুয়েশন এন্ড ট্রেনিং (সোপিরেট)**
এ্যাপার্টমেন্ট: সি/৯০৩, সিলকন ভিলা, ৮/১
সেগুনবাগিচা, শাহবাগ, ঢাকা
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৮২৩৮৮, ০১৭০৯৯৩২৮০,
ইমেইল: sopiret@gmail.com

৭৬. **সোশ্যাল এসিসট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালি ভালনারেবল**
২৭৪/৪ (৪র্থ তলা), দক্ষিণ মনিপুর (৬০ ফুট রোড)
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: +৮৮ ০২ ২২৬৬২২০২৩, ০১৭১১-৫৪৬৮৬০
ইমেইল: sarpv.1989@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sarpv.org

৭৭. **সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহান্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ**
গ্রামীণ ব্যাংক ভবন, প্রশাসনিক ভবন-১ (১২তম তলা)
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৯০১২৭৮২, ৮৮-০২-৮০৩২২৪৩
ইমেইল: seepchildrights@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.seep.org.bd

৭৮. **সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)**
গ্রাম ও ডাকঘর: শৈলান, ধামরাই, ঢাকা-১৩৪৫
ফোন: ০১৭১৩-০০৫৩১৪, ০১৭৩০-০৩৮৫০১
ইমেইল: sojag86@yahoo.com

৭৯. **সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ বাংলাদেশ**
বাড়ি: ৬৩, ব্লক: ক, মোহাম্মদপুর হাউজিং
পিসি কালচার এন্ড ফার্মিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৭২০-২০০০৩০ (নির্বাহী পরিচালক)
ইমেইল: sapbdesh@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sapbd.org

৮০. **স্বনির্ভর বাংলাদেশ**
৫/৫, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন:+৮৮ ০২ ৯১১৬৫৫৮, ৯১১৬৮০৮

৮১. **COAST Foundation**
মেট্রো মেলোডি, বাড়ি: ১৩ (২য় তলা)
রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১২৫১৮১, ৯১১৮৪৩৫
০১৭১১- ৫২৯৭৯২, ০১৭১৩-৩২৮৮৩৫
ফ্যাক্স: ৮৮ ০২-৯১২৯৩৯৫
ইমেইল: info@coastbd.org
ওয়েবসাইট: www.coastbd.org

৮২. **তরঙ্গ**
২৮২/৫, ১ম কলোনি, মাজার রোড
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৯০৩৪৩৪১, ৯০২৫৩৬৯
ইমেইল: wedptar@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.tarango-bd.org

৮৩. টিএমএসএস
টিএমএসএস ভবন, ৬৩১/৫, পশ্চিম কাজীপাড়া
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৫৫০৭৩৫৪০, ৫৫০৭৩৫৩০
ফ্যাক্স: ৯৩৪৮৬৪৪, ৯০০৯০৮৯
ইমেইল: tmsshemsector@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.tmss-bd.org

৮৪. উদ্দীপন
বাড়ি: ৯, রোড: ০১, ব্লক- এফ
জনতা কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
রিং রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৫৪৫৯, ৯১৪৫৪৪৮
ফ্যাক্স: ৯১২১৫৩৮, ০১৭১১-৫০০০২০
ইমেইল: udpn@agni.com
ওয়েবসাইট: www.uddipan.org

৮৫. উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি
৫/১০, হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ২২২২৪-৬৫৬৯, ০১৯৭৭-৪১৯১১০
ইমেইল: udps_dhaka@yahoo.com

৮৬. ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড, আনন্দপুর
সাভার, ঢাকা-১৩৪০, ফোন: ০২-২২৩৩৭১২১৬
ইমেইল: info@vercbd.org
ওয়েবসাইট: www.vercbd.org

৮৭. লিয়া হেল্‌থ এন্ড এডুকেশন ডেভলোপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৪ নিউ চাষাঢ়া, দোপাপট্টি রোড, জামতলা, নারায়ণগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৩-০৬৮৮৯১
ইমেইল: leyafoundation@yahoo.com

৮৮. সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
৮৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৯১১৪৪৯৭, ০১৭১১-৫৬০০৬৫
ইমেইল: sheva@bol-online.com

৮৯. শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন
বাড়ি: ৪, রোড: ১, ব্লক-এ, সেকশন-১১
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৫৮০৫২০৩১, ০১৮১৯-২১৮২৬৭
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬১৬৩৮৮
ইমেইল: info@shakti.org.bd
ওয়েবসাইট: www.shakti.org.bd

৯০. ওয়েভ ফাউন্ডেশন
২২/১৩ বি, ব্লক: বি, খিলজি রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৫৮১৫১৬২০, ৪৮১১০১০৩, ০১৭১৩-৩৩৭৫৫৫
ইমেইল: info@wavefoundationbd.org
ওয়েবসাইট: www.wavefoundationbd.org

ফরিদপুর জেলা

৯১. আমরা কাজ করি (একেকে)
রওশন আরা মঞ্জিল, ৩৫/৭/১, উত্তর কমলাপুর
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
ফোন: ০৬৩১-৬৩৯৪৪, ০১৭৩১-১৮৭৫৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮-০৬৩১-৬৩৯৪৪
ইমেইল: amrakajkory@yahoo.com

৯২. দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টা (ডি.এন.পি)
ভাসানচর, মঙ্গলডাঙ্গি, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর-৭৮০২
ফোন: ০১৭১৬-০৯১৮০৮
ইমেইল: dnpfaridpur@gmail.com

৯৩. পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি
শাপলা সড়ক, আলীপুর
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
ফোন: (০৬৩১) ৬৪৩০৪, ০১৭১১-১৬৪০১৫
ইমেইল: ppssfaridpur@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ppssbd.org

৯৪. সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)
জামান মঞ্জিল, রোড: ১, গোয়ালচামট, ফরিদপুর
ফোন: ০১৭১৪-০২২৯৮৭
ইমেইল: sdc.bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sdcbd.org

গাজীপুর জেলা

৯৫. সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (ক্রিড)
বাড়ি: ৩০৭/১ (৬ষ্ঠ তলা), রোড:৮/এ
পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ০১৭১১-৬০৮২৮৮
ইমেইল: creeddhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.creedbd.org

কিশোরগঞ্জ জেলা

৯৬. অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ওআরএ)
যামিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ-২৩০০
লিয়াজোঁ অফিস
২৭১/৭ (নিচ তলা), জাফরাবাদ, শংকর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৯৪১০, ০১৭১১-৬২২৬০৯
ইমেইল: oradhakaora@yahoo.com

মানিকগঞ্জ জেলা

৯৭. এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)
বেউথা রোড, মানিকগঞ্জ টাউন, মানিকগঞ্জ-১৮০০
ফোন: ৮৮-০২-৭৭১০২৬৪, ০১৫৫২-৩১৩৯১৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৭৭১১০৮৬, ০৬৫১-৬২০৮৬
ইমেইল: arab_bd@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.arab.bd.org

৯৮. **গ্রামীণ সেবা সংস্থা (জিএসএস)**
৭৪/১, বনগ্রাম আবাসিক এলাকা (গঙ্গাধরপট্টি)
মানিকগঞ্জ সদর-১৮০০
ফোন: ০১১৯৯-৮৪০১৯৩, ০১৭১৫-১৮৬৭১৫
ইমেইল: gssmanikgonj@gmail.com

৯৯. **স্যোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এ্যাকশন প্রোগ্রাম (সিডাপ)**
প্যারাডাইস হল রোড, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
ফোন: ০১৬৭৩-৩২৭৬১৬, ০১৬২৭-১৮৯০৫৭

রাজবাড়ী জেলা

১০০. **কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)**
রেড ক্রিসেন্ট প্লাজা (৩য় তলা)
১নং বেড়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী-৭৭০০
ফোন: ০১৭১৬-০৮০৩১৯, ০১৭১১-৮৪৯৩৪০

১০১. **ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন**
বাড়ি: ৬৫, দক্ষিণ ভবানীপুর, রাজবাড়ী-৭৭০০
ফোন: +৮৮-০২-৪৭৮৮০৭৯৫৭, ০১৯৫৮-০৯৯১০০
ইমেইল: vpkafoundation@outlook.com
vpkafoundation@gmail.com,
vpka.credit@hotmail.com

শরীয়তপুর জেলা

১০২. **নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)**
ডাকঘর+থানা: নড়িয়া, শরীয়তপুর-৮০২০
ফোন: (০৬০১) ৫৯১৫৪, ০১৭১৮-২৩৯৭৪৪
ইমেইল: nusa_bd@yahoo.com
লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ৪২৯ (৬ষ্ঠ তলা), রোড: ৩০
মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১২

১০৩. **এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)**
সদর রোড, শরীয়তপুর-৮০০০
ফোন: (০৬০১) ৬১৬৫৪, ০১৭৫৪-৪৪৬৯০৭
ফ্যাক্স: ০৬০১-৬১৫৩৪
ইমেইল: sds.shariatpur@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sdsbd.org, info@sdsbd.org

মাদারীপুর জেলা

১০৪. **অংকুর পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র**
গ্রাম: শ্রীনাথদি, ডাক: দত্তকেন্দুয়া, জেলা ও উপজেলা: মাদারীপুর
ফোন: ০১৭১১৫৪৮৭৬২
ই-মেইল: aungkur@aungkurbd.org
ওয়েবসাইট: www. aungkurbd.org

টাঙ্গাইল জেলা

১০৫. **সামাজিক সেবা সংগঠন**
পাথরাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২১-৬২৬৯৬, ০১৭১৬-৪০১৫৬৯
ইমেইল: samajiksebashonghothon@yahoo.com

১০৬. **সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (এসইউএসএস)**
সাথী সিনেমা হল রোড, মধুপুর, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২২৮-৫৬৩২৬, ০১৭১১-৪৪৭০২৮
ইমেইল: tapan.gun@gmail.com

১০৭. **সোশ্যাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (এসআরসি)**
ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল
ফোন: ০১৭১২-৯৭১৬৫৮, ০১৭২৯-৮৬৩৩৫৭

১০৮. **সোসাল এডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি-সেতু**
সেতু টাওয়ার, মেইন রোড, টাঙ্গাইল
ফোন: ৮৮-০৯২১-৬৩৬৭৪, ০১৭১১-৫৬৭৩৯৩
ইমেইল: satu@bol-online.com
ওয়েবসাইট: www.satu-bd.org

১০৯. **সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস**
বাড়ি: ৬/১, ব্লক-এ, লালমাটিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৫৫০০৮৩৩৪, ০২-৫৫০০৮৩৩৫
ই-মেইল: ssstgl@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sss-bangladesh.org

ময়মনসিংহ বিভাগ

জামালপুর জেলা

১১০. **প্রগ্রেস (একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা)**
৩৩০, দেওয়ান পাড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর
ফোন: (০৯৮১) ৬৩১১৬, ০১৭১৩-৫৬১২৪২
ইমেইল: progressmfi@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.progressbd.org

ময়মনসিংহ জেলা

১১১. **আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন**
স্বপ্ন কুটির, জি/২৩
আলিয়া মাদ্রাসা রোড, ময়মনসিংহ
ফোন: (০৯০২২) ৫৬২৬৮, ০১৭১৩-০৩১৫৫১
ইমেইল: aspadabd@yahoo.com
লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১৯৩ (২য় তলা), রোড: ১ (উত্তর)
নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬
ফোন: ০১৭১৩-০৩১৫৫১

১১২. **গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)**
কানিজ মহল ১০২, ডিবি রোড, শেহড়া মুন্সী বাড়ি, ময়মনসিংহ
ফোন: ০৯১-৬২৯৯৩, ০১৭৭৮-০৫৫৫৩৫
ইমেইল: gramausbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.gramausbd.org

১১৩. **পরশমনি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা**
বগারবাজার, গ্রাম ও ডাকঘর: গুজিয়াম
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৬-০৮১২৭৪
ইমেইল: porashmoni@gmail.com

নেত্রকোণা জেলা

১১৪. স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
শিবগঞ্জ রোড, নেত্রকোণা-২৪০০
ফোন: ০৯৫১-৬১৫৬৬, ০১৭১৩-০৩৬৭৩০
ফ্যাক্স: ০৯৫১-৬১৭৬৬
ইমেইল: sabalambysus@yahoo.com

১১৫ শ্রম উন্নয়ন সংস্থা
এনআই খান ভবন, মুক্তারপাড়া, নেত্রকোণা
ফোন: ০১৭১২-০০৬৮১৬
ইমেইল: dinakhan1@hotmail.com

শেরপুর জেলা

১১৬. রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)
৪৯, গৃদ্দা নারায়ণপুর
শেরপুর টাউন, শেরপুর-২১০০
ফোন: ০৯৩১-৬২৪০৪, ০১৭১১-১৮৬৭০৩
ইমেইল: rdssher@gmail.com

খুলনা বিভাগ

বাগেরহাট জেলা

১১৭. শাপলাফুল
দশানি, বাগেরহাট
ফোন: ০১৭১১-৯৬৫৮২৯
ইমেইল: shaplaful04@yahoo.com

১১৮. ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ভিডিএফ)
উপজেলা পরিষদ রোড, বড়াইখালী
মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট
ফোন: ০৪৬৫৬৫৬০০৮, ০১৭১৫-৫৪৮৬৬৭
ইমেইল: amirvdf@gmail.com

চুয়াডাঙ্গা জেলা

১১৯. আত্মবিশ্বাস
আসমা প্যালেস, মুক্তিপাড়া
চুয়াডাঙ্গা-৭২০০
ফোন: (০৭৬১) ৬৩৮২৮, ০১৭১৪-০৯০৪০২
ইমেইল: atmabiswas_ngo@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.atmabiswas.com

১২০. জনকল্যাণ সংস্থা (জেকেএস)
এতিমখানা রোড, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০
ফোন: (০৭৬১) ৬২৭৯৭, ০১৭৩৩-০৫৯০৩৩
ইমেইল: jksbangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.jks-bd.org

যশোর জেলা

১২১. আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
চাঁচড়া চেক পোস্ট, পুলেরহাট, যশোর-৭৪০০
ফোন: ০৪২১-৬১৪৪৭-৪৮, ০১৮৭৪-০৭৫১০১
ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৮০৭
ইমেইল: addinjsr@gmail.com

ঢাকা অফিস

আদ-দ্বীন হাসপাতাল
২, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৫৩৩৯১-৩, ০১৭১১-৫৩২০৪৮
ফ্যাক্স: ০২-৮৩১৭৩০৬
ইমেইল: addinjsr@gmail.com, info@ad-din.org
ওয়েবসাইট: www.ad-din.org

১২২. অগ্রগতি
কাঁকবাম্বাল, সারুটিয়া
কেশবপুর, যশোর-৭৪৫০
ফোন: ০১৭১১-৩৬১০১৭, ০১৭২২-৩৯৪৯০৩
ইমেইল: agragatibd@gmail.com

১২৩. বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন
রাজঘাট, নওয়াপাড়া পৌর এলাকা
অভয়নগর, যশোর
ফোন: ০২-৪৭৭৭৭০০৭১, ০১৭১১-৮৩৮০৭১
ইমেইল: bkfmfi@gmail.com
ওয়েবসাইট: bkfbd.org

১২৪. জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
৪৬ মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০
ফোন: (০৪২১) ৬৮৮২৩, ৬১৯৮৩, ০১৭১১-৮৯৯২৫৯
ইমেইল: mfpjcf@gmail.com, jcjsr@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.jcf.org.bd

১২৫. রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)
আরআরএফ ভবন, সিএন্ডবি রোড, কারবালা
পোস্ট বক্স: ০৭, যশোর-৭৪০০
ফোন: ০৪২১-৬৬৯০৬, ০৪২১-৬৫৬৬৩
ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৫৪৬
ইমেইল: admin@rrf-bd.org, info@rrf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.rrf-bd.org

১২৬. সমাধান
সমাধান ভবন, উপজেলা রোড
কেশবপুর, যশোর-৭৪৫০
ফোন: ০২-৪৭৭৭৬৭০৩৮, ০১৭১১-১৩১২৫০
ইমেইল: samadhan_rezaul@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.samadhan-bd.org

১২৭. সেভিয়ার
সেজান প্লাজা, পুলেরহাট, ছনছড়া, যশোর
ফোন: ০১৭৪০-৯৫২১১১, ০১৭১২-০৪০৭০০
ইমেইল: saviourjessore@gmail.com

১২৮. শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
২২/এ, মুজিব সড়ক
যশোর-৭৪০০
ফোন: ৮৮-০৪২১-৬৫১১৫, ০১৭১১-৪৮৯৮৮৩
ইমেইল: snf_mfp@yahoo.com
shishu_niloy@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.snf-bd.org

ঝিনাইদহ জেলা

১২৯. সৃজনী ফাউন্ডেশন

১১১, পবাহাটি রোড, পবাহাটি, ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন: ০২৪৭৭৭৪৭২৭০, ০১৯২২-৩৭৩০০০
ফ্যাক্স: ৮৮-০৪৫১-৬৩৩৪৬
ইমেইল: srijonyfoundation@gmail.com

লিয়াজোঁ অফিস

সৃজনী ভবন, প্লট: ৩, রোড: ১, ব্লক: এ
সেকশন: ২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০১৯২৬-৮৮৮৫৮৮, ০১৭১১-২১৭৩২৪
ওয়েবসাইট: www.srijonyfoundation.org

১৩০. রুরাল হেলথ এডুকেশন এন্ড ক্রেডিট অর্গানাইজেশন (রিকো)

এইচএসএস রোড, মডার্ন মোড়
(১নং পানির ট্যাংকের সামনে), ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন: ০১৭১১-৫৭১৯৪২
ইমেইল: rhecoorgnjh@gmail.com

খুলনা জেলা

১৩১. বাংলাদেশ রুরাল ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফর গ্রাবস্ট্রিট ইকোনমি (ব্রিজ)

বাড়ি: ৮, রোড: ১১২
খালিশপুর হাউজিং এস্টেট
খুলনা-৯০০০
ফোন: ৮৮-০২-৯১৩৯৪২০, ০১৭১৬-৪৯৫৯৭৭
ইমেইল: maksudulalom71@gmail.com
bridgebd92@gmail.com

লিয়াজোঁ অফিস

বাড়ি: ৫৬০, রোড: ৮, বি/৫
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১৩৯৪২০, ০১৭১১-৮০৭৭৪০
ইমেইল: zhbali59@yahoo.com

১৩২. নবলোক পরিষদ

বাড়ি: ১৬৩, রোড: ১১
নিরালা আ/এ, খুলনা-৯১০০
ফোন: (০৪১) ৭২০১৫৫, ০১৭৪৫-৮৮৪৪৮৮
০১৭১১-৮৪০৯৫৭
ইমেইল: nabolok@nabolokbd.org
nabolok@khulna.net

১৩৩. প্রগতি সমাজকল্যাণ সংস্থা (পিএসএস)

গ্রাম: বরুনা, ডাকঘর: বরুনা বাজার
ডুমুরিয়া, খুলনা
ফোন: ০১৭১৪-৬৬২৮৩৫
ইমেইল: progoti_khulna@yahoo.com

১৩৪. প্রদীপন

সাহেব বাড়ি রোড
মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর
খুলনা- ৯২০৩
ফোন: ০১৭১৩-২০৫৪৩৭, ০২-৪৭৭৭৩৩০২৯,
০১৭১৪-৬৩১১০৭
ইমেইল: ho@prodipan-bd.org
ed@prodipan-bd.org
ওয়েবসাইট: prodipan-bd.org

১৩৫. উন্নয়ন

১৮৯, পশ্চিম বানিয়াখামার
প্রধান সড়ক
খুলনা-৯১০০
ফোন: ০২৪৭৭৭২৬৯৬৯, ০১৭১৫-৯১৫৫০৮
ইমেইল: unnayanngo@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.unnayan-bd.org

কুষ্টিয়া জেলা

১৩৬. অ্যাক্শন্ ফর হিউম্যান ডেভেলপ্মেন্ট অরগানাইজেশন (এ্যাডো)

বাড়ি: ৫৪৬ (২য় তলা)
উপজেলা রোড
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১১-১৪৫৩৩৮, ০১৮৪৫-৯৮২৪৮০
ইমেইল: ahdo.kushtia@gmail.com

১৩৭. দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা

দিশা টাওয়ার, উপজেলা মোড়
ঝিনাইদহ মহাসড়ক
কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: (০৭১) ৭৩৪০২, ০১৭১১-২১৭৬২৩
০১৭১১-৮৭১৮০১
ফ্যাক্স: ০১৭-৫৪০২৩
ইমেইল: imfo@desha.org.bd
desha_bd@yahoo.com

১৩৮. KPUS (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা)

১৮/৫, ১নং মসজিদ বাড়ি লেন
আড়ুয়াপাড়া, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১১-৩১০১২৬
ইমেইল: kpus_bd23@yahoo.com

১৩৯. স্বেচ্ছাসেবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পিপাসা)

৪১/৩০, দাদাপুর রোড, মঙ্গলবাড়িয়া, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১৬-০৭৮৭৫৩
ইমেইল: pipasakus@yahoo.com

১৪০. সেতু
টি এন্ড টি কলোনি রোড, কোর্টপাড়া
পোস্ট বক্স: ১০, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: (০৭১) ৬২০২৯, ৬১৬১০
০১৭২০-৫০৭৬৩৬, ০১৭২০-৫০৭৭০০
ইমেইল: info@setubd.org
setu.orgbd@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.setubd.org

১৪১. শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি
বাড়ি: ২৭, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ রোড
(পুলিশ লাইনের সামনে)
পশ্চিম মজমপুর, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: ০১৭১১-১১২৩২০, ০২-৭৭৭৮৩৪৫৩
ইমেইল: shiropa_2011@yahoo.com
shiropa2011@gmail.com

মাগুরা জেলা

১৪২. রোভা ফাউন্ডেশন
৯১/১, স্টেডিয়াম পাড়া (পশ্চিম), মাগুরা
ফোন: ০৪৮৮-৬৩৪২২, ০১৭১১-৮০৭৩৫২
ইমেইল: rovafoundation@yahoo.com

মেহেরপুর জেলা

১৪৩. দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)
ফুলবাগান রোড, মুখার্জী পাড়া
ডাকঘর ও থানা: মেহেরপুর-৭১০০
ফোন: ৮৮-০৭৯১- ৬২৬২৯, ০১৮১২-৯০৭৫৫৫
০১৭২৭-০৫৯১১১
ইমেইল: dbsed.org@gmail.com

১৪৪. পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
বাঁশবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর-৭১০০
ফোন: ০৭৯২২-৭৫০৪৬, ০১৭১১-২১৮৮১৯
০১৭১১-৮৬৯৪৯৪
ইমেইল: psksmeherpur@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.psks-gm.org

সাতক্ষীরা জেলা

১৪৫. মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র
গ্রাম: পনিয়া, ডাকঘর: ওবায়দুরনগর
থানা: কালিগঞ্জ সদর, সাতক্ষীরা
ফোন: ০১৭১৫-৩৫০৭৬৬, ০১৭৯৯-০৫৮৩২০
ইমেইল: masukkaligonj@gmail.com

১৪৬. নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন
নওয়াবেঁকী বাজার, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
ফোন: ০১৭১১-২১৮১৯৭, ০১৭৩৩-৮৬০৮৪৬
ইমেইল: ngfbd1@yahoo.com

১৪৭. সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)
ডাকঘর ও থানা: তালা, সাতক্ষীরা
ফোন: +৮৮-০৪৭২৭-৫৬২৫২, ০১৭১১-৮২৯৪৯২
ইমেইল: sus_ngo@yahoo.com

১৪৮. উন্নয়ন প্রচেষ্টা
গ্রাম ও ডাকঘর: তালা, সাতক্ষীরা
ফোন: ০৪৭২৭-৫৬১৫৬, ০১৭১১-৪৫১৯০৮
ইমেইল: unnpro07@gmail.com

রাজশাহী বিভাগ

বগুড়া জেলা

১৪৯. ফোকাস সোসাইটি
হাসপাতাল রোড, গাবতলী, বগুড়া-৫৮২০
ফোন: (০৫০২৫)-৭৫১১৫, ০১৭৩৩-৩৩১২৫৬
০১৭১১-৮৭৫৮১১
ইমেইল: focus_society@yahoo.com
focussocietybd@gmail.com

১৫০. গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)
গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া-৫৮০০
ফোন: ০১৭৩৩-৩৬৬৯৯৯, ৮৮-০৫১-৭৮২৬৪
ফ্যাক্স: ৮৮-০৫১-৬০৯৯৮
ইমেইল: gukbogra@yahoo.com
guk.bogra@gmail.com

১৫১. নোবেল এডুকেশন এন্ড লিটারেরী সোসাইটি
নারুলী পশ্চিমপাড়া, সারিয়াকান্দি রোড, বগুড়া
ফোন: ০১৭৬৭-৯৮২৯৯০, ০১৭২৮-৩৯৮৭৫০
ইমেইল: noblesociety23@gmail.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

১৫২. প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি
বেলেপুকুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০
ফোন: ০১৭১৪-০২৯৪৮৪, ০১৭১৩-১৪২৬১০
ইমেইল: proyasbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.proyas.org

জয়পুরহাট জেলা

১৫৩. এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)
মাদ্রাসা রোড, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: ০৫৭১-৬৩৫৬৯, ০১৮১৯-৭৮৪০০৮
০১৭১১-৯৬৮৭৯৭
ইমেইল: asojoy@yahoo.com

১৫৪. জাকস ফাউন্ডেশন
সবুজনগর, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: ০৫৭১-৬২৯৮৪, ০১৭১১-০৬৩২১৬
ইমেইল: jakas.bd@gmail.com
ওয়েবসাইট: jakas-bd.org

১৫৫. জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম)
বাড়ি: ৪৭৬/১, চৌধুরীপাড়া
পূর্ব বাজার, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: (০৫৭১) ৬২০৩৮, ০১৭১৫-০২৪১৬৪
০১৭১৩-৪৪২৯০২, ০১৭১৩-৪৪২৯০৫
ফ্যাক্স: ০৮৮-০৫৭১-৫১০১৬
ইমেইল: jrdmngo95@gmail.com

নওগাঁ জেলা

১৫৬. বরেন্দ্রভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: মহিনগর, ডাকঘর: সুজাইলহাট
মহাদেবপুর, নওগাঁ
ফোন: ০১৭১২-০২১৬৪৫
ইমেইল: bsdo.mohinagar86@gmail.com

১৫৭. দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা
চকরামপুর, কাঁঠালতলী
সান্তাহার রোড, নওগাঁ-৬৫০০
ফোন: ৮৮০-৭৪১-৬২০৭২, ০১৭১৭-৫৪৮৫১৪
০১৭১৬-৫৬৪৬৪৬
ইমেইল: dabi@rocketmail.com

১৫৮. মৌসুমী
উকিলপাড়া, নওগাঁ-৬৫০০
ফোন: (০৭৪১)-৬১১৩১, ০১৭১১-০৪৩৬৭০
০১৭১৪৮৬৫১৮৮
ইমেইল: ranamousumi@yahoo.com

নাটোর জেলা

১৫৯. এ্যাকসেস টুওয়ার্ডস লাইভলিহুড এন্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (আলো)
নীলাচল, বাড়ি: ৮১/১, হাজরা, নাটোর-৬৪০০
ফোন: ০৭৭১-৬১২৫৫, ০১৭৪০-৯৩৩৮৮৩
০১৭১১-৩৮৪২৯৮
ইমেইল: alwonat@gmail.com

১৬০. আভা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
ডাকঘর: গোপালপুর, উপজেলা: লালপুর, নাটোর
ফোন: ০১৭১১-৪৫৩৭৫৩
ইমেইল: avango2008@gmail.com

পাবনা জেলা

১৬১. অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস (ওসাকা)
চক রামানন্দপুর, গাছপাড়া
পাবনা-৬৬০০
ফোন: ০১৭১২-৬৫১৬৩৬, ০১৫৫২-৩৮৯২৪৭
ইমেইল: osaca_pabna@yahoo.com
ওয়েবসাইট: osacabd.org

১৬২. পাবনা প্রতিশ্রুতি
বাড়ি: এ/৫, ব্লক- জে (আলিয়া মাদ্রাসার পূর্ব দিকে)
রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা-৬৬০০
ফোন: ০২৫৮৮৮৪৬১৯৯, ০১৭১১-১২৩৭০৯
০১৭১৫-১০৪৩৮০, ০১৭১১-৪৮৪২৯০
ইমেইল: protishruti@gmail.com

১৬৩. প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি)
রাধানগর, মক্তব মোড়, পাবনা
ফোন: ০২-৫৮৮৮৪২৯৬৯, ০১৭১৬-৫৩৫০৮১
০১৭৯৮-৬৭৪৭১২
ইমেইল: pcdpabna18@gmail.com

রাজশাহী জেলা

১৬৪. আশ্রয়
৬১৫/৯, বছিলা রোড
(আন নূর মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০৭২১-৭৬০৫৪৫
০১৭১১-৪২৭২১৯, ০১৭১৩-৩৮৩২৮৮
ইমেইল: ashrai@librabd.net
ওয়েবসাইট: www.ashraibd.org

১৬৫. সেন্টার ফর এ্যাকশন রিসার্চ-বারিন্দ (সি.এ.আর.বি)
মোর্শেদা টাওয়ার (২য় তলা)
হোল্ডিং # ৪৬/১৭, হড়গ্রাম, রায়পাড়া
কাশিয়াডাঙ্গা, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১৪-২২২৮১৪, ০২-৫৮৮৮৫৬৫০৫
ইমেইল: carbbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.carb-bd.com

১৬৬. অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল এন্ড ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট (ওসেড)
গ্রাম: শ্রীপুর, ডাকঘর ও উপজেলা: বাগমারা, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১২-২০৫৩৮৩
ইমেইল: shaiful.osed@gmail.com

১৬৭. পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পিডিও)
নওহাটা, পবা, রাজশাহী- ৬২১৩
ফোন: ০২৪৭-৮০০১৯০, ০১৭১১-৩১৮৬৬২
ইমেইল: pdoraj6213@yahoo.com

১৬৮. সচেতন সোসাইটি
সুগন্ধা, বাড়ি: ২৪৫, ডাকঘর: সপুরা
থানা: বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন: (০৭২১) ৭৭১৬০২, ৮১২৫৬০
০১৭২১-১৬৫৭৪৩, ০১৭৯৩-০৪০২৭০
ইমেইল: sachetansocietymf@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sachetansociety.org.bd

১৬৯. শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
৩৭, ফিরোজাবাদ, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন: ০১৭১২৭৭২৪৪৬, ০২-৫৮৮৮৬২১৫২
ইমেইল: shaplango_99@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.shaplagrambd.com

১৭০. শতফুল বাংলাদেশ
গ্রাম ও ডাকঘর: জাহানাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী-৬২২০
ফোন: ০১৭১১-০৬২৭৬৭, ০১৭১৩-১৯৫৩০২
ইমেইল: shataphool@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.shataphoolbd.org

সিরাজগঞ্জ জেলা

১৭১. মানব মুক্তি সংস্থা
গ্রাম: খাস বড় শিমুল
ডাকঘর: বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু পশ্চিম সাব
সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ- ৬৭০৩
ফোন: ০১৭১৩-০০২৮৫০, ০১৭২৮-৭০৫৯৮০
ইমেইল: hbaharmms@gmail.com

১৭২. মডার্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এমডিও)
সনি আবাসিক এলাকা, মুজিব সড়ক
বাড়ি: ৪৪/২ (নিচতলা)
ডাকঘর+উপজেলা ও জেলা: সিরাজগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৬-৩৭৮৭৮৯
ইমেইল: moderndo@gmail.com

১৭৩. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)
এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহীদ নগর, কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩, ফোন: ০৭৫১-৬৩৮৭৭
০১৭১৩-৩৮৩১০০, ০১৭১৩-৩৮৩১১২
ফ্যাক্স: ০৭৫১-৬৩৮৭৭
ইমেইল: akhan_ndp@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ndpbd.org

১৭৪. প্রোগ্রামস ফর পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)
গ্রাম: শক্তিপুর, ডাকঘর ও থানা: শাহ্জাদপুর
সিরাজগঞ্জ- ৬৭৭০
ফোন: ০৭৫২৭-৬৪৩৫২, ০১৭১৩-৪৪০২০০
ইমেইল: ppdshahzadpur@gmail.com

রংপুর বিভাগ

দিনাজপুর জেলা

১৭৫. আল ফালাহ্ আম উন্নয়ন সংস্থা (আফাউস)
গ্রাম ও ডাকঘর: রাজবটি
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর
ফোন: (০৫৩১) ৬৫২৬৪, ৫২৭৭১, ০১৯১৯-১৮৮৪৪০
ইমেইল: afaus03@yahoo.com, afausbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.afaus-bd.org

১৭৬. গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
হলদিবাড়ী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর-৫২৫০
ফোন: ০১৭১৩-১৬৩৫০০, ০১৭২৩-৯৮৪৪০০
ইমেইল: gbkpbt@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.gbk-bd.org

১৭৭. মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র
নিমনগর, বালুবাড়ি, দিনাজপুর-৫২০০
ফোন: ০৫৩১-৬৪৪৩৩, ০১৭১২-৬৩৯২৫৯
০১৭১৬-৮৮৪৮৫০, ০১৭৫১-৪৬৪৭৬৭
ইমেইল: razia.mbsk@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.mbskbd.org

১৭৮. পল্লীশ্রী
পল্লীশ্রী রোড, বালুবাড়ি, দিনাজপুর- ৫২০০
ফোন: (০৫৩১) ৬৫৯১৭, ০১৭১৩-৪৯১০০০
ইমেইল: pollisree@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pollisree.org

১৭৯. কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)
গ্রাম: মন্মথপুর. ডাকঘর: চাকলাবাজার
পার্বতীপুর, দিনাজপুর- ৫২৫০
ফোন: (০৫৩১)-৮৯১১৪, ০১৭১২-০৪১৯১৫
ইমেইল: ctwdinaj08@gmail.com

গাইবান্ধা জেলা

১৮০. গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
নশরৎপুর, পোস্ট বক্স: ১৪, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা- ৫৭০০
ফোন: +৮৮-০২৫৮৯৯৮০৫৫৮-৯
০১৭১৩-৪৮৪৬০৪, ০১৭১৩-২০০৩৭১
ইমেইল: info@gukbd.net
ওয়েবসাইট: www.gukbd.net

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ৯, রোড: ১/বি, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০২-৫৫০৪০৬৬৪, ০১৭১৩-৪৮৪৬৪০

১৮১. এসকেএস ফাউন্ডেশন
কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহ. গাইবান্ধা- ৫৭০০
ফোন: (০৫৪১) ৫১৪০৮, ০১৭১৩-৪৮৪৪০০
০১৭১৩-৪৮৪৪০৪, ফ্যাক্স: +৮৮-০৫৪১-৫১৪৯২
ইমেইল: sks-poes2@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sks-bd.org

কুড়িগ্রাম জেলা

১৮২. সলিডারিটি
নিউ টাউন, কুড়িগ্রাম- ৫৬০০
ফোন: ০৫৮১-৬১২২২, ০১৭১৫-১৬৯৪৬৯
ফ্যাক্স: ০৫৮১-৬১৭৮৮৯
ইমেইল: solidarity_bd@yahoo.com

লালমনিরহাট জেলা

১৮৩. নজীর (নতুন জীবন রচি)

এয়ারপোর্ট রোড, হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট- ৫৫০০

ফোন: ০২৫৮-৯৯৮৬০৫৭, ০১৭১৫-৫৭২৩৭১

ইমেইল: nurul_nazir@hotmail.com

নীলফামারী জেলা

১৮৪. সেলফ-হেল্‌প এণ্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)

নতুন বাবুপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী

ফোন: ০৫৫২৬-৭৩১৩৬, ০১৭১২-০৫৯১৪৮

ইমেইল: sharpsdp@yahoo.com

পঞ্চগড় জেলা

১৮৫. অনুভব

থানা পাড়া রোড, বোদা, পঞ্চগড়

ফোন: (০৫৬৫৩) ৫৬১৮০, ০১৭১২-৬৭৬৮৫৭

ইমেইল: anuvabboda1993@gmail.com

১৮৬. দৃষ্টিদান

থানাপাড়া, বোদা, পঞ্চগড়

ফোন: ০১৭১৩-৭৮০৫৭০

ইমেইল: drishtidanboda@yahoo.com

১৮৭. ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা

গ্রাম: ডুডুমারী, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

ফোন: ০১৭১১-৪৫১৯৪৯

ইমেইল: nazim.bd.007@gmail.com

১৮৮. সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

থানাপাড়া, বোদা, ডাকঘর: বোদা, পঞ্চগড়

ফোন: ০৫৬৫৩-৫৬২৭৪, ০১৭১৪-২২৯০৩৪

ইমেইল: ssdobd@yahoo.com

রংপুর জেলা

১৮৯. রুরাল ইকোনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দ্যা আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ)

রেসকিউ ভবন, হোল্ডিং নং: ০১৫৭-০১

দর্শনা, তাজহাট, রংপুর

ফোন: ০১৭১৫-৫০৭৩৯৪, ০১৭১২-৫০৭৬৩৩

ইমেইল: rescu_rangpur@yahoo.com

১৯০. সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

গ্রাম: জাহাঙ্গীরাবাদ হাট

ডাকঘর: জাহাঙ্গীরাবাদ, পীরগঞ্জ, রংপুর

ফোন: ০৫২২৭-৫৬০২২

০১৭১১-৪১৯০৪৫, ০১৮৩৯-৯৬৯৯৪৪

ইমেইল: ssusinfo@gmail.com

ওয়েবসাইট: ssus-bd.org

ঠাকুরগাঁও জেলা

১৯১. ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

কলেজ পাড়া, ঠাকুরগাঁও- ৫১০০

ফোন: (০৫৬১) ৫২১৪৯, ০১৭১৩-১৪৯৩৩৩

০১৭১৩-১৪৯৩৪৪, ফ্যাক্স: ০৫৬১-৬১৫৯৯

লিয়াজোঁ অফিস

ইএসডিও হাউস, প্লট: ৭৪৮, রোড: ৮

বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: ০২-৮১৫৪৮৫৭, ০১৭১৩-১৪৯২৫৯

ইমেইল: esdomis@yahoo.com

esdobangladesh@hotmail.com

ওয়েবসাইট: esdo-bangladesh.org

সিলেট বিভাগ

হবিগঞ্জ জেলা

১৯২. 'ইনডেভার' ইনসিওর ডেভেলপমেন্ট একটিভিটিস ফর ভালনারেবল আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল পিপল

স্টাফ কোয়ার্টার, ৬৪৯৫ ইনাতাবাদ রোড

হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

ফোন: ০৮৩১-৬২৩০৭, ০১৭১৫-১২০৮৯৮

ইমেইল: endhobi.1994@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.endeavour-bd.org

লিয়াজোঁ অফিস

৪৫৬/১, উত্তর কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল: ০১৭১১-৭০৩২৬৯, ০১৭০৯-৪৫০৮৪৮

১৯৩. হবিগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা

১৮, মহিলা কলেজ রোড, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ- ৩৩০০

ফোন: ০৮৩১-৬২৩৯২, ০১৭১৫-৩৫৬৮৩৭

ইমেইল: hushabiganj@gmail.com

ওয়েবসাইট: hus-org.bd

মৌলভীবাজার জেলা

১৯৪. পাতাকুড়ি সোসাইটি

বাসা: ০২ (৩য় তলা), ক্যাথলিক মিশন রোড

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার-৩২১০

ফোন: ০৮৬২৬-৭২৯৪৮, ০১৭৩৩-৭৯৩১৮৮

০১৭৭৪-০০০৪০০

ইমেইল: patakurisociety@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.patakuri.org

১৯৫. পসবিদ উন্নয়ন সংস্থা

উত্তরা আবাসিক এলাকা, মৌলভীবাজার রোড

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

ফোন: ০১৬৪৩-৮০০৬২১, ০১৪০৭-৩৩৮৩০০

অন্যান্য সহযোগী সংস্থার তালিকা

১. **শ্রমজীবী ও দুস্থ কল্যাণ সংস্থা**
গ্রাম: চাকলা, ডাকঘর: পুন্দুরিয়া-৬৬৮২
(ভায়া: কাশিনাথপুর), বেড়া, পাবনা

২. **রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আরডিও)**
থানা রোড, গ্রাম+ডাক+থানা: মুলাদি, বরিশাল

৩. **পল্লী ফরমেশন**
সার্কুলার রোড, মহাজনপট্টি, ভোলা- ৮৩০০

৪. **বোয়ালখালি প্রশিকা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা**
কলেজ রোড, কানুনগো পাড়া
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

৫. **ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল (ডিসিআই)**
বাড়ি: ৫৫৭, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৬. **অসডার (অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ)**
২৪/২, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০

৭. **সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সেডস)**
জাতপুর, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

৮. **এ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (এসাপ)**
আলমগীর হোসেন রোড, গাইতাল, কিশোরগঞ্জ

৯. **প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**
প্রশিকা ভবন, ১/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

১০. **সমাজ কল্যাণ ও পল্লী উন্নয়ন সংঘ (স্পাস)**
রূপসা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ

১১. **গণ উন্নয়ন কমিটি (গউক)**
গ্রাম: ওসমানপুর, ডাকঘর: বাঙ্গালপাড়া
থানা: অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ-২৩০০

১২. **রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট (আরডিটি)**
থানা রোড, থানা: ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

১৩. **টাঙ্গাইল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (টিএসইউএস)**
আশেকপুর, মেইন রোড, টাঙ্গাইল

১৪. **কনশাসনেস রেইজিং সেন্টার (সিআরসি)**
আরপপুর, চাকলাপাড়া (শহীদ অমৃতি বিদ্যাপীঠ)
ঝিনাইদহ- ৭৩০০

১৫. **সেবা**
গ্রাম: তেতুলিয়া, থানা: তালা, সাতক্ষীরা

১৬. **ছিন্নমূল মহিলা সমিতি**
পলাশবাড়ি রোড, গাইবান্ধা

১৭. **নিজপথ (নিরাশ্রয়ের জনতার পাশে থাকি)**
পাবনা রোড (আরনখোলা), ঈশ্বরদী, পাবনা

১৮. **আদর্শ সমাজ সেবা সংস্থা (এএসএসএস)**
মুসলিম মঞ্জিল, বাড়ি: ৬
আর কে মিশন রোড, ময়মনসিংহ

১৯. **অন্বেষা ফাউন্ডেশন (এএফ)**
৩১/২, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

২০. **এসিসটেন্স ফর সোস্যাল অর্গানাইজেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসোড)**
গাজী খুরশীদ বে ভবন
৮/৪-এ (১ম তলা), ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

২১. **অনন্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা**
অনন্য সেন্টার, ঢাকা রোড, শালগাড়িয়া, পাবনা

২২. **হ্যাবিটেড এন্ড ইকোনমি লিফটিং প্রোগ্রাম (হেল্প)**
প্লট: ৩৬, ৩৭ ও ৩৮
বিএসসিআইসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, বাগেরহাট
ফোন: ৮৮০-৪৬৮-৬২৬৩৪, ০১৭১১-১৫৫৭৫৯

২৩. **লাইফ এসোসিয়েশন**
বাধাল, কচুয়া, বাগেরহাট

২৪. **আরাম ফাউন্ডেশন**
ভবেরচর, কলেজ রোড, ডাকঘর: গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ-১৫১২
ফোন: ০১৭৭৮-৬৪৫৪৫৫, ০১৮১৬-৯০০৬২৪

২৫. **এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)**
বাড়ি: ৪১, সাগরপাড়া, রাজশাহী- ৬১০০
ফোন: (০৭২১)-৭৭০৬৬০, ০১৭১১-৮১৯৫১৩
০১৭৬৮-৫৮৯৭২৬

২৬. **ভলান্টারি এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)**
বাড়ি: ৫৫৪, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩৩৫৯০, ৯১২৪৪১০

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ৮১৮১১৬৯, ৮১৮১৬৬৪-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭১, ৮১৮১৬৭৮
ওয়েবসাইট: pksf.org.bd, **ই-মেইল:** pksf@pksf.org.bd
ফেইসবুক: facebook.com/PKSF.org